







চুয়াল্লিশে এসে স্বপ্ন ঘোড়া, কল্পনা তার সওয়ারি

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেতাকে বাড়িতে ঢুকে পরপর গুলি

কলকাতা ১৯ জানয়ারি ২০২৪ ৪ মাঘ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২১৮ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 19.1.2024, Vol.17, Issue No. 218, 12 Pages, Price 3.00

এক নজরে

তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি পূরণ পৃথক মহকুমা হল ধূপগুড়ি, ঘোষণা কর্লেন মুখ্যমন্ত্ৰী

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে পৃথক মহকুমা হল জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি জেলা। এমনটা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িকে পৃথক মহকুমা করার কথা গত সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করেছিলেন মখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এত দিন তা আইনি জটে আটকে ছিল। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, ধূপগুড়ি পৃথক মহকুমা হওয়ার বিষয়ে আইনি জট কেটে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে পৃথক একটি অনুষ্ঠানে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানান, ধূপগুড়ি এ বার থেকে পৃথক মহকুমা। আইনি জটের বিষয়ে কলকাতা হাই কোর্টের টিএস বিচারপতি শিবজ্ঞানমের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতদিন ধূপগুড়ি ছিল ব্লক। কোনও ব্লককে মহকুমা ঘোষণা করতে হলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আইন বিভাগের অনুমতি দরকার। পরিকাঠামো উন্নয়নে আগেই কাজ শুরু হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই ধূপগুড়ি মহকুমা ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। তবে আইন বিভাগের অনুমতি এতদিন মিলছিল না। ফলে ২০২৩ সালে মহকুমা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি ধূপগুড়ি। এবার সেসব জটিলতা কাটিয়ে অস্তিম অনুমোদন গিয়েছে।

সংহতি যাত্ৰায় অনুমতি

বৃহস্পতিবারই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শর্তসাপেক্ষে তৃণমূলের সংহতি যাত্রায় অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ২২ জানুয়ারি, অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের দিনেই বাংলায় সংহতি যাত্রার ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাম মন্দির উদ্বোধন প্রসঙ্গে একতার বার্তা দিতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সকলের'। অন্য কোনও সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা যাতে না হয় সেই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উপস্থিতিতে কোনওভাবেই বিভাজনের রাজনীতি করা যাবে না, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর।

*বিস্তারিত শহরের পাতা*য় নিয়োগ

দুর্নীতিতে হানা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার রেশন নয়, নিয়োগ দুর্নীতির তদস্তে ময়দানে নামতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় তদস্তকারী

আধিকারিকদের। সূত্রের খবর, প্রসন্ন রায়ের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্ৰীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। বস্তুত, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও ধৃত তৃণমূল বিধায়ক জীবন সাহারও ঘনিষ্ঠ এই প্রসন্ন। তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের ঠিকানায় এর আগে সিবিআই তল্লাশি চালালেও এই প্রথম অভিযানে ইডি। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সাতসকালে ফের ইডির অভিযান। 'মিডলম্যান' প্রসন্ন রায়ের একাধিক বাড়ি ও অফিস-সহ মোট ৭ জায়াগায় হানা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

শীতের শহরে শুরু হল ৪৭তম মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা সময়সূচিতে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরু হয়ে গেল ৪৭তম কলকাতা বইমেলা। বহস্পতিবার বিকেল ৪টে নাগাদ ৪৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হয় সেন্ট্রাল পার্কের বইমেলা প্রাঙ্গণে। অনষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘণ্টা বাজিয়ে বইমেলার উদ্বোধন করেন তিনি। বিভিন্ন বইয়ের স্টল ঘুরে দেখেন মমতা। বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার অ্যালেক্স ইলিস সিএমজি, ব্রিটিশ কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর অ্যালিসন ব্যারেট এমবিই এবং সাহিত্যিক বাণী বসু। তাঁকে রমাপ্রসাদ গোয়েক্ষা সিইএসসি সৃষ্টি সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রাজ্যসঙ্গীত গেয়ে। আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা চলবে। থিমের দেশকে সামনে রেখে ১৯ জানুয়ারি বইমেলায় 'ব্রিটেন ডে' পালিত হবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দিনে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০ জানুয়ারি বইমেলায় পালিত হবে 'বাংলাদেশ দিবস'। বইমেলা প্রাঙ্গণে শিশুদের জন্য উদ্যাপিত হবে ২১ জানুয়ারি দিনটি। ওই দিনের নাম দেওয়া হয়েছে 'শিশু দিবস'। শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে সে দিন। আগামী ২৪ জানুয়ারি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ দিন। বইমেলায় ওই দিন পালিত হবে 'সিনিয়র সিটিজেন ডে'।

বইমেলায় এ বারের থিম ব্রিটেন। এই নিয়ে চতুর্থ বার ব্রিটেনের থিমে কলকাতা বইমেলার আয়োজন করা হল। বইমেলা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা তাঁর লন্ডনযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। বলেন, 'আমি লন্ডনের প্রতিটি রাস্তা চিনি। ওখানে গিয়ে আমি কখনও গাড়িতে ঘুরি না। পায়ে হেঁটে ঘুরি। লন্ডন আমাদেরও শহর। ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজদের উন্নয়নমূলক কাজ এবং তাঁদের তৈরি উৎকৃষ্ট স্থাপত্য, ভাস্কর্যের প্রশংসাও করেন মমতা।

উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকা, ফ্রান্স, বাংলাদেশ, মতো দেশের নাম উল্লেখ করে তাঁদের করেন।



বইমেলায় নিজের ১৫০টি বই প্রকাশ করতে চান মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বইমেলায় নিজের দেড়শোটি বই প্রকাশ করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বছরের মধ্যে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পারবেন, বৃহস্পতিবার বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে তেমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বছর তাঁর ক'টি বই প্রকাশিত হয়েছে, দেড়শোর গণ্ডি ছুঁতে আর ক'টি বই বাকি, তা-ও জানিয়েছেন। বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে মমতা জানান, আগামী বছরের মধ্যে তিনি নিজের ১৫০টি বইয়ের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলবেন। ভাষণ দেওয়ার সময়ে মঞ্চে উপস্থিত তাঁর সহকারীদের কাছ থেকে জানতে চান, আগের বার পর্যন্ত বইমেলায় তাঁর মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কত। জেনে বলেন, 'আগের বার ১৩৬টা বই ছিল। এ বার ১৪৩টা হয়েছে। পরের বার আর সাতটা করে দেব, ১৫০ হয়ে যাবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই হিসাব অনুযায়ী, এ বছরও তাঁর সাতটি বই বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। মমতা এ-ও জানিয়েছেন, তাঁর লেখা বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। সেই সময় থেকেই তিনি বইমেলা এবং বই প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

এ বছর বইমেলায় ২০টি দেশ অংশগ্রহণ জার্মানি, ইতালি, স্পেন, রাশিয়া, তাইল্যান্ড, প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। করেছে। তাঁদের প্রতিনিধিরাও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ্পেরু, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, কিউবার - কলকাতা বইমেলাকে 'বিশ্বমেলা' বলে অভিহিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা। তারপরেই শুরু হবে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার আগেই সময়সূচি পরিবর্তন করল মধ্যশিক্ষা পর্যদ। বৃহস্পতিবার পর্যদের তরফে জানান হয়েছে, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বেলা ১২টার পরিবর্তে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে শুরু হবে। চলতি বছর ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। চলবে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অন্যদিকে, ২০২৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২ রা ফেব্রুয়ারি। চলবে ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল সকাল ১১.৪৫ মিনিট থেকে। এবার সেই সময় বদলে পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯.৪৫ পরীক্ষা চলতি বছর শুরু হওয়ার কথা হবে পরীক্ষা। তবে পরীক্ষার দিনক্ষণের কোন পরিবর্তন হয়নি।

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু

ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। সময়সূচির কথা জানানো হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হত সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে, শেষ হত দুপুর ৩টেয়। প্রথম ১৫ মিনিট প্রশ্নপত্র পড়ে দেখার জন্য সময় ৪৫ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হবে। চলবে মধ্যশিক্ষা পর্যদ। বৃহস্পতিবার দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। এবার পরীক্ষা দুপুর ১টা পর্যন্ত। শুরু হবে ৯ টা ৪৫ মিনিটে, শেষ হবে ফেব্রুয়ারি ভৌত বিজ্ঞান ও ১২ শেষ হবে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। পর্যন্ত জানা যায়নি।



ফেব্রুয়ারি ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা

এ বছরই বদলে যাচ্ছে উচ্চ পর্যন্ত পরীক্ষা শুরু হত দুপুর ১২টায়, ৪৫ মিনিটে শুরু হবে পরীক্ষা।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, দুপুর ১২টার অনেক আগেই শুরু হয়ে যাবে পরীক্ষা। প্রতিদিন সকাল ৯ টা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে

ভোকেশনাল দুপুর ১টায়। ২ ফেব্রুয়ারি প্রথম ভাষা, ভিজুয়াল আর্ট, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য ও শারীর ০ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ভাষা, ৫ শিক্ষার মতো বিষয়গুলির পরীক্ষার ফেব্রুয়ারি ইতিহাস, ৬ ফেব্রুয়ারি সময়ও এগিয়ে আনা হয়েছে। এই শিক্ষার পরীক্ষা গুলিও নতুন সময়েই ভূগোল, ৮ ফেব্রুয়ারি অঙ্ক, ৯ পরীক্ষাগুলিও শুরু হবে সকাল ৯টা শুরু হবে। তবেপরীক্ষার আগে কি ফেব্রুয়ারি জীবন বিজ্ঞান, ১০ ৪৫ মিনিট থেকে। ২ ঘণ্টার পরীক্ষা কারণে এই সময়বদল হল তা এখনও

কী কারণে এই পরিবর্তন আনা হল, সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে মিনিটে। অন্যদিকে, উচ্চমাধ্যমিক মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ও। এতদিন সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে সংসদ সূত্র মারফত ছিল বেলা ১২ টা থেকে। সেই সময় শেষ হত দুপুর ৩টে ১৫ মিনিটে। জানা যাচ্ছে, পরীক্ষার্থীদের সুবিধার বদলে সকাল ৯.৪৫ মিনিট থেকে শুরু তবে সেই সময়সূচিতে বদল আনা কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হয়েছে। নয়া ঘোষণা অনুযায়ী, ৯টা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের এই সিদ্ধান্তের পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে শিক্ষা মহল হচ্ছে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ১২ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নতুন থেকে। একাংশ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও, সমালোচনাও করতে ছাড়ছে না অপর একাংশ।

> জানা গিয়েছে, নবান্নের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি সাবজেক্ট্র, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এই সময়বদলের কথা ঘোষণা করেন। ভোকেশনাল. ভিজুয়াল আর্ট, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য ও শারীর

সাফাইকর্মীদের

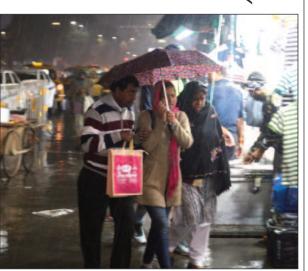


নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রবল শীতে তাঁর নিজের কোনও পরিবার নেই। তিনি তুলে দেন কম্বল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। মমতা এ কথা প্রায়ই বলেন, সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

জবুথবু বাংলা। কিন্তু সাফাইকর্মীদের মানুষের পরিবারই তাঁর পরিবার। ঘরে থাকার জো নেই। এর মধ্যেও যে কোনও মন্দিরে পুজো দিতে জলে হাত ভিজিয়ে কাজ করতে হয় গেলে তাঁর গোত্র জিজ্ঞেস করলে তাঁদের। সেই সাফাইকর্মীদের মমতা জবাব দেন, 'মা, মাটি, জীবনযাপন তাঁকে ভাবায় বলে মানুষ'। কম্বল বিতরণের ফেসবুক সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পোস্টেও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কথা উল্লেখ করেছেন মমতা। তিনি কালীঘাটের বাড়ি থেকে নবান্নে লিখেছেন, 'জনসেবা করার জন্যই যাওয়ার পথে সাফাইকর্মীদের হাতে নিজের গোটা জীবন সঁপে দিয়েছি গণদেবতার স্বার্থে। তাঁরা ভাল মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ফেসবুকের থাকলেই আমার ভাল থাকা।' পাতায় লিখেছেন, 'নিজের প্রসঙ্গত, সরকার এবং সরকার সাধ্যমতো সর্বদা সকল মানুষের পোষিত স্কুলে যে রাজ্যের তরফে পাশে থাকতে আমি বদ্ধপরিকর। পড়ুয়াদের জ্বতো দেওয়া হয়, তা-ও আমার রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে, এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেওয়া यिन এक জन मानुष्ठ पुःर्थ-करिष्ठ वर्लरे नवारम् अरनरकत वक्नवा। থাকেন, তা হলেও তা আমার কাছে মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরের সময়ে সমান বেদনাদায়ক।' মমতা এ-ও দেখেছিলেন, ছোট ছোট জানিয়েছেন, সাফাইকর্মীদের জন্যই ছেলেমেয়েরা খালি পায়ে স্কুলে শহর কলকাতা এবং গোটা রাজ্য যাচ্ছে। তার পরেই সরকারের পক্ষ থেকে তাজের জুতো দেওয়ার

সঙ্গে সারাদিনই চললো হালকা বৃষ্টি



পূর্বাভাসই সত্যি হল। সকাল জেলাতেও। ভার। কলকাতার পাশাপাশি একাধিক জেলায় সকাল থেকেই সেলসিয়াসের সেলসিয়াসের আশপাশে। হালকা যে বৃষ্টি চলছে তা এখনই থামবে না কলকাতা ও বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। এলাকাগুলিতে

রাতেও চলে বৃষ্টি। পূর্ব মেদিনীপুর। বৃষ্টির পূর্বাভাস ৭১ থেকে ৯১ শতাংশের মধ্যে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওয়া অফিসের রয়েছে উত্তরবঙ্গের একাধিক দার্জিলিং থেকেই বাংলার আকাশের মুখ কালিম্পংয়েও রয়েছে বৃষ্টির পূৰ্বাভাস।

দার্জিলিংয়ে বৃষ্টির পূর্বাভাসের চলে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। দক্ষিণ থেকে সঙ্গে থাকছে তুষারপাতের সম্ভাবনা। উত্তর, বৃষ্টিভেজা শহর যেন লন্ডন। দক্ষিণের মেঘলা আকাশ সরে গিয়ে কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দ্রুত রোদ উঠলেও উত্তরবঙ্গের ঘোরাফেরা করছে ২০ ডিগ্রি ঝিরঝিরি বৃষ্টি এখনই কমবে না বলে আশপাশে। জানাচ্ছে মৌসম ভবন। আগামী একইসঙ্গে সর্বনিন্ন তাপমাত্রা ২০, ২১ ও ২২ তারিখ দার্জিলিংয়ে ঘোরাফেরা করছে ১৬ ডিগ্রি রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস। হতে পারে তৃষারপাতও।

আশপাশের দ্-একদিনের মধ্যে বৃষ্টি ধরে এলেও এদিন রাত থেকে দক্ষিণ ২৪ ২৪ তারিখ কিন্তু দুই মেদিনীপুর, পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝাড়গ্রাম-সহ রাজ্যের একাধিক বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। একইসঙ্গে প্রান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। চলবে কুয়াশার দাপট। এদিন এছাড়াও পশ্চিমের পুরুলিয়া, সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন বাঁকুড়ার পাশাপাশি কলকাতা তাপমাত্রা ছিল ১৬.৩ ডিগ্রি পার্শ্ববর্তী হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, সেলসিয়াস। বুধবার সর্বোচ্চ হুগলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির তাপমাত্রা ছিল ২০.৩ ডিগ্রি সম্ভাবনা থাকছে। শুক্রবার বৃষ্টিতে সেলসিয়াস।বাতাসে জলীয় বাম্পের ভাসতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সর্বোচ্চ পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে

প্রবল ঠান্ডায় জবুথবু বাংলা হাড় কাঁপানো ঠান্ডার রামমন্দির উদ্বোধনের দিন অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণা করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি: আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন। দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার অতিথির উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। স্বাভাবিকভাবেই এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে উন্মাদনা তুঙ্গে। অযোধ্যা থেকে সরাসরি সেই অনুষ্ঠান টিভি চ্যানেল-সহ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। জনগণের উন্মাদনার কথা বিবেচনা করে এবার বড় ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ২২ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত অফিসে অর্ধদিবস ছুটি থাকবে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ২২ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত অফিসে হাফ ডে ছুটির ঘোষণা

জারি করেছে কেন্দ্র। সেখানে বলা সেই আবেগের কথা ভেবেই এই অযোধ্যা-সহ গোটা উত্তর প্রদেশে হয়েছে, ২২ জানুয়ারি সমস্ত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত। এর পর কেন্দ্র ওইদিন সমস্ত স্কুল, সরকারি অফিসে ছুটি সরকারি অফিস, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করায় কর্মীরা ঘোষণা করেছিল। আবার ইন্ডিয়া বার এবং কেন্দ্রীয় সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান আরও খুশি। রাম মন্দির ট্রাস্ট সূত্রে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মানান কুমার দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। জানানো হয়েছে, রাম মন্দিরের মিশ্র ২২ জানুয়ারি ছটি মঞ্জর করার তবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই নয়, উদ্বোধন ও বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যও অনুষ্ঠান ১৬ জানুয়ারি থেকেই শুরু চন্দ্রচূড়কে চিঠি দিয়েছেন। যদিও রামমন্দিরের 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' উপলক্ষে হয়ে গিয়েছে। তবে মূল অনুষ্ঠান হবে এখনও সেই চিঠির জবাব মেলেনি। ছুটি ঘোষণা করেছে।

করেছিল। পাশাপাশি রাজস্থান, অফিস, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঘোষণা করেছে।



অসম, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ডের মতো কেন্দ্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে হাফ ডে ছুটি বিজেপি শাসিত রাজ্যও একই পথে থাকবে বলে সরকারি নির্দেশিকায় হেঁটে ছুটি দিয়েছিল। রামমন্দিরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাম মন্দিরের রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার শুভ মুহূর্তের উদ্বোধন উপলক্ষে যোগী অর্ধদিবস ছটির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি সকলে যাতে সাক্ষী থাকতে পারেন, আদিত্যনাথের সরকার আগেই আগামী ২২ জানুয়ারি। সেদিন নির্দিষ্ট তবে রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সমস্ত তিথি মেনে দুপুর সাড়ে ১২টায় ২২ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশ-সহ কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস, সুপ্রিম কোর্ট, বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পুজো-অর্চনা বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যেও মদ বিভিন্ন হাইকোর্ট, বিভিন্ন মন্ত্রকে শুরু হবে এবং চলবে দুপুর আড়াইটে কেনা-বেচায় নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা অর্ধদিবস ছুটি। এর আগে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত। তাই এই অনুষ্ঠান উদযাপন হয়েছে। যোগী সরকার সেদিন রাজ্যে ওই দিন পূর্ণদিবস ছুটি ঘোষণা করতে সেদিন সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি মাছ, মাংস ও মদে ও নিষেধাজ্ঞা

স্কুটারে চেপে গুরুদ্বারে চাদর চড়াবেন মমতা

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন কলকাতায় গুরুত্বপূর্ণ দিন। সংহতি মিছিল করবেন তৃণমূলনেত্রী

খবর, মিছিল ছাড়াও সর্বধর্ম সমন্বয়ের ওইদিন দুপুর ৩টে নাগাদ হাজরা ইমাম-মোয়াজ্জেমরাও। আরও কিছু কর্মকাণ্ড করবেন মমতা। নেতৃত্বে থাকবেন মমতা নিজে। সেই চাদর চড়াবেন মমতা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার আগামী ২২ জানুয়ারি দেশের এক মিছিলের রুট ঠিক হয়ে গিয়েছে। সূত্রের ওইদিন অযোধ্যায় রামলালার মন্দির-গুরুদ্বার-গির্জা-মসজিদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে মিছিল প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। আর কলকাতায় প্রার্থনা জানিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা হাজরা থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে ওইদিন সংহতি মিছিল করবেন দেবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মিছিলে পার্ক সার্কাস ময়দানে। তৃণমূল সূত্রের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শামিল হবেন পুরোহিত, বার্তা দিতে মিছিলের ফাঁকে ফাঁকেই থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত মিছিল হবে। গিয়েছে, স্কুটারে চেপে গুরুদ্বারে



শ্রেণিবদ্ধ

বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

১৭/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭৯ নং এফিডেভিট বলে Surojit Majhi S/o. Meghnath Majhi & Surajit Majhi S/o. Lt. M. Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পবিচিত হইয়াছি।

গত ২৮/১২/২৩ S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯০২০ নং এফিডেভিট বলে Md. Sajahan S/o. Saidul Islam ³ Sk Sajahan S/o. Sk Saidul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পবিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১



আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে জানুয়ারি। ৪ ঠা মাঘ। শুক্র বার। নবমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি অস্টোত্তরী শুক্রর মহাদশা। বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ

মেষ রাশি: আজ একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। বন্ধবেশে ছলনাময় শত্রুকে চিনে নিতে পারবেন। যে কাজটা আটকে ছিল আজ তা হয়ে পড়তে পারে। সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজে আছেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য করেন যারা তাদের অর্থ প্রাপ্তি। বেতনভোগ কর্মচারীদের সুযোগ বৃদ্ধি। ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন সুযোগ আসবে. কর্মের চেষ্টা যারা করছেন আজ অতীব শুভ তাদের জন্য। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে লাল বস্ত্র দ্বারা আরতি করুণ নিশ্চয়ই শুভ হবে। বৃষ রাশি: যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন ,মিডিয়াতে কাজ করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজকে একটি বিরোধ চলবে। বিবাদ বিতর্ক হবে। বাড়ির নারীর সাথে গৃহ বিবাদ চরমে পৌঁছুবে। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা আছে। বিদ্যার্থীদের অশুভ। সন্তানের কারণে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, নারিকেল দ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান আপনার শুভ হবে। বাড়ির পরিবেশে শাস্তি থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তি যাকে ভরসা করে অনেকটা এগিয়েছিলেন আজ তিনি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন। বেতন ভোগী কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহযোগিতায় নতুন পথের সন্ধান মিলবে, বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মিডিয়াতে কাজ করেন লেখালেখি করেন, সাংবাদিকতা করেন, তাদের জন্য আজ শুভ দিন। প্রভাবশালী কোন মানুষের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজ হয়ে পড়বে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে আরত করুন শুভ হবে। কর্কট রাশি: বিবাহের বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পর্কে গুপ্ত শত্রুতা। আজ কেউ বান্ধব বলে সম্মানিত করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা শিক্ষকতা করেন, বিদ্যালয়ে যারা উপদেষ্টামূলক কাজে থাকেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। আইনি বিষয়ে যে জটিলতা ছিল আজ আপনার পক্ষে রায় যাবে বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বেলে তিনটি নারিকেলসহ দেব দেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে গবেষণামূলক কাজ যারা করছেন, তাদের জন্য শুভযোগ। বিদেশ ভ্রমণ করবেন ? করুন। শুভ গ্রহ যোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শ্রী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। কোন নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে গিয়ে সম্মান প্রাপ্তির দিন।

কন্যা রাশি :যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। যারা গাড়ি যানবাহন বিষয়ে ব্যবসা করেন, তাদের সতর্ক থাকার দিন। যারা পরামর্শদাতা রূপে কাজ করেন, তাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যের অর্থনৈতিক চুক্তিতে আপনি সই করবেন না। আইন আপনার বিরুদ্ধে হতে পারে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শারীরিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে। সতর্ক থেকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া শুভ। গৃহ মন্দিরে যে কোন নতন পাঁচটি ফল দিয়ে, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন, ভোগ প্রদান করুন। শুভ হবে।

তুলা রাশি : পরিবারে স্বজন বান্ধবসহ ছোট ভ্রমণ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। পিতা-মাতার সমর্থন ছিল না যে বিষয়ে, আজ সেই বিষয়ে তারা সমর্থন দিতে পারেন। প্রবীণ নাগরিক, ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে কিছু প্রাপ্তি। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি সম্ভব। বাডির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে আতপ চালসহ ভোগ নিবেদন করুন শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ সদস্য দ্বারা বাস্তু গৃহ ভূমি বিষয় শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। ধৈর্য ধরলে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি: যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা বেতনভোগী কর্ম করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বিবাহের প্রচেষ্টা করছিলেন কিন্তু সময় শুভ ছিলনা আজ শুভ হবে। প্রবীণ নাগরিকের সাথে ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন এবং পঞ্চ ফল নিবেদন করুন বাবা বিশ্বনাথের চরণে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি: যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের নতুন যোগাযোগের পথ তৈরি হবে। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ। নিশ্চয়ই পশুপালন পশু খামারের সঙ্গে যারা জডিত, তাদের অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। গুপ্ত শত্রুর ষডযন্ত্র ছিল। আজ তার সমাধান হয়ে পডবে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি ফিরে আসার সম্ভাবনা বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর চরণে পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই

মকর রাশি : আজকের দিনটি ধৈর্য ধরতে হবে। কথা বললেই বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। সকালবেলায় দোকান করা, বাজার করা, নিয়ে অশাস্তির বাতাবরণ বাড়িতে পুরাতন বন্ধুর ফোনে অশাস্তি বৃদ্ধি হবে, অপরিচিত ফোন, না ধরা শুভ। যে ছলনাময়ী নারী আপনার পাশে ছিল আজ তিনি স্বরূপ ধারণ করতে পারেন। বিশ্বাসের আগে পরীক্ষা করে দেখে নিন, তিনি আপনার আপনজন কিনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালান, ঘন্টা বাদ্য বাজিয়ে, দেব দেবীর পূজা করুন। কীর্তন আরতি করুন সমস্ত বিপদ নাশ হবে।

কুম্ভ রাশি: আজ অত্যান্ত সতর্ক থাকার দিন। ধৈর্য না ধরলে শান্ত না হলে বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সম্মানহানি যোগ। কর্মে দুশ্চিস্তা। যারা বেতনভোগী কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নইলে অশাস্তি করা পরিবেশ তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য বাধা প্রাপ্ত দিন। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরতে হবে। গৃহবধূদের মন মানসিকতা কস্টদায়ক থাকবে। বাড়ির অসুস্থ রোগীর কারণে ধৈর্যহানি ঘটতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা কর্মের আবেদন করছিলেন তাদের জন্য শুভ দিন। প্রেমের জন্য আজ শুভ। পরিবারের বয়স্ক অভিভাবকরা আজ আপনাকে সমর্থন দিতে পারে। ভ্রমণে শুভ। যারা তরল পদার্থ। জল। মাছের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ। হারিয়ে যাওয়া কিছু আবার ফেরত আসতে পারে। আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন। বাডির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে নারিকেলসহ সর্ব দেব দেবীর উদ্দেশ্যে সচন্দন আরতী করুন

(বঙ্গীয় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বিশ্বকর্মা পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৮/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪২৯ নং এফিডেভিট বলে Bibhas Basu S/o. Gokul Basu & Bibhash Ch Basu S/o. Late G.Ch. Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Debkumar Pal S/O. Late Madhusudan Pal, R/O. 338(13/2) G.T Road, Chatra Bowbazar, P.O.- Chatra, P.S. Serampore, Dist- Hooghly, Pin-712204. গত ১৭-০১-২০২৪ তারিখে Serampore Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate Court থেকে Affidavit (576) যার এই প্রমান করছি যে আমার নাম Debkumar Pal আর Deb Kumar Pal এবং আমার বাবার নাম Madhusudan Pal আর N.S. Pal দুই জন একই ব্যক্তি।

নোটশ

এ্যাসোসিয়েশন তেহট্ট আদালত শাখার পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে গত ২৮.০৭.২০২৩ তারিখ সাধারণ সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব অনুসারে বিগত পাঁচ বছর ও তার বেশি সময় শিক্ষানবিশ হিসেবে কর্মরত নিম্নে ১৫ জন সদস্যের নতুন লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেমন ১) প্রদীপ সিংহ রায়, ২) অলিম দফাদার, ৩) তরুণ হালদার, ৪) কবির আহমেদ মন্ডল, ৫) চঞ্চল চ্যাটার্জি, ৬) আরিফ হোসেন মন্ডল, ৭) সম্ভ দে, ৮) সুমন মন্ডল, ৯) সুরোজ বিশ্বাস, ১০) উজ্জল শীল, ১১) মিলন হালদার, ১২) অভিজিৎ মন্ডল, ১৩) অছিবদ্দিন মন্ডল, ১৪) সুজন বিশ্বাস, ১৫) জয়স্ত রায়। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে আইন আমূলে আসবেন। সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ লক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন, তেহট্ট আদালত শাখা।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রাণাঘাটের প্রথম সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) আদালত, নদীয়া

<u> টি.এস - ৫২ / ২০২২</u> বাদীনী- সুমিতা দাস বনাম- বিবাদীঃ (১) পম্পা চন্দ, স্বামী- দেবু চন্দ, (২) সঞ্জয় কুমার বল, এ্যাডভোকেট রাণাঘাট আদালত, (৩) তাপস ঘোষ পিতা- হৃদয় ঘোষ।

এতদ্বারা সকল জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে এই যে, উপরোক্ত বাদিনী উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত বিবাদীগণসহ মোঃ বিবাদী এ.ডি.এস.আর., রাণাঘাট-১ ও বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও., রাণাঘাট -১ কে শক্ষ করিয়া নিমু তপশীল বর্ণিত 'এ[°] তপশীলের অধীন 'বি' তপশীল সম্পত্তির দলিল ভয়েড এ্যাবিনিসিও নন-এস্ট এবং ইনজাংশান বাবদ মোকর্দমা আনয়ন করিয়া সকল বিবাদীগণের উপরে আদালত কর্তৃক সমনাদি প্রেরণ করিলেও ৩ নম্বর বিবাদী তাপস ঘোষ পিতা- হৃদয় ঘোষ, সাং-কলাবাগান হবিবপুর, পোঃ হবিবপুর, থানা-রাণাঘাঁট, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২০১ দলিলের উল্লেখিত ঠিকানায় সমনাদি প্রেরণ করিলে জারী না হওয়ায় অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ মাধ্যমে জারী করিবার জন্য জ্ঞাত করা হইল। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিন মধ্যে উপরি লিখিত ৩ নম্বর বিবাদী আদালতে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কাৰ্য্য হইবে!

<u>'এ' তপশীল</u> জেলা-নদীয়া, থানা ও মৌজা- রাণাঘাট অধীন জে.এল. নং ১৫৫, রাণাঘাট পৌর শহরে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৫৫ নং এস.ভি. সরণী, হোল্ডিংভুক্ত খং নং- সি.এস. আর.এস.-৪০০৬ এল.আর.এস.- ৮৬২৮ ও ৯৬৯৭ ভুক্ত, দাগ নং- আর.এস.- ২৭৩৭, এল.আর. ৬৮৪৯ দাগে নির্দিষ্ট চিহ্নিত ০৭ শতক মধ্যে ০৪ শতক, আর.এস. ২৭৪৮, এল.আর. ৬৮৬০ দাগে নির্দিষ্ট চিহ্নিত ১২ শতক মধ্যে ০২ শতক, আর.এস ২৭৪৫, এল.আর. ৬৮৫৭ দাগে নির্দিষ্ট চিহ্নিত ০৭ শতক মধ্যে ০৫ শতক, আর.এস. ২৭৪৯, এল.আর. ৬৮৬১ দাগে নির্দিষ্ট চিহ্নিত ০২ শতক মধ্যে ০.০০০০ শতক (০.৬২৫ অংশ) ফাঁকা

চৌহদ্দী : উত্তরে- সিমেন্টের প্যাসেজ তৎপর কালীপদ পাল, দক্ষিণে অভিজিৎ রায়, পূর্বে- সিমেন্টের প্যাসেজ তৎপর জ্ঞানানন্দ আশ্রম, পশ্চিমে- নরেন সরকার ও রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য্য।

<u>'বি' তপশীল</u> দানপত্র দলিল নম্বর- ৭৬৬৫ তাং ৩০-১১-২০১৭/২২-১১-২০১৭ যাহা পূর্বে একজিকিউটেড হইয়াছিল- সুমিতা দাস, শ্যামচাঁদ প্রামাণিক করিয়া দিয়াছিলেন পম্পা চন্দ বরাবর রেজিঃ বুক নং- ১, ভ্যলুম নং- ১৩০৫- ২০১৭, পাতা নং ১৩৮১১২ হইতে ১৩৮১৪১ বিং নং- ১৩০৫০৭৬৬৫. সাল- ২০১৭ অফিস- এ.ডি.এস.আর.. রাণাঘাট-১ অদ্য সন ২০২৩ সালের ২/৯ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত মতে

> আদেশানুসারে-মধুসুদন পাল ২-৯-২৩ সেরেস্তাদার ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, রানাঘাট, নদীয়া

নাম-পদবী

আমি, Jalema Bibi, স্বামী Tajrul Mondal, সাং কুমারপুর, পোঃ নটিয়াল, থানা সাগরপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৮, গত ইংরাজী ২৮/১২/২০২৩ S.D.E.M. Berhampore, Murshidabad, আদালতের SL.

No. 3702, হলফনামা বলে ঘোষণা করেতেছি যে, আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম Jalema, স্বামীর নাম Tajrul Sekh, এবং ছেলে Ebrahim Sekh লিপিবদ্ধ আছে। যাহা হবে Jalema Bibi, স্বামী Tajrul Mondal, ছেলে Ebrahim Mondal. Jalema Bibi & Jalema এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। Tajrul Mondal & Tajrul Sekh এক ও অভিন্নব্যক্তি। Ebrahim Mondal ও Ebrahim Sekh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NOTICE

Nazirpur Teachers Training College, Vill+ P.O- Gopalpur, P.S- Karimpur, Nadia. Pin-741165 Applications are invited for B.Ed Principal, As per NCTE norms, Asst. Professor Bengali, Geography, Sanskrit, Life Science, Phy. Science, Math, Pol Science, Music and Librarian (Master degree M.Ed 55% with NET/ Ph.D) 9732442101 e-mail: nttc.secretary@gmail.com

E-Tender

E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-I Gram Panchayat (Under Tehatta-II Samity) Panchayat Palsunda, Nadia. NIET- 02/ PAL-I/5TH SFC/2024, 03/ PAL-I/ 15TH CFC/2024 & 34/ PAL-I/5TH SFC, 35/PAL-I/15TH CFC, 36/PAL-I/15TH CFC. Last date of submission accordingly 22.01.2024 & 27.01.2024 up to 6p.m. For details please contact to the or visit wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan, Palsunda-I Gram Panchayat.

শ্রোণবদ্ধ

বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

অ্যাড কানেক্সন সন্তোষ কমার সিং

হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল-adconnexon@gmail.com হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ \$8980**0**8\$9b

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ১৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩১১০৬৫৯। **অবসর**, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ

98098705071 সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

আইনক্স আডে এজেন্সি সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

পূর্ব মেদিনীপুর

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপর, পিন: ৭২১১৫৪. মোঃ ১৪৭৪৪৪৬৮১৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭ <u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্রা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড

নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খঙ্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মর্শিদাবাদ পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/

কনকনে শীতেও ঘরের মধ্যে জল, ক্ষোভ উগরে দিলেন রামকৃষ্ণপুরের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বর্ষাকালে জল যন্ত্রণা একরকম।

কিন্তু তাই বলে বছরের মধ্যে ৯ মাসই জল জমবে তেমনটাই ঘটছে হাওডার সাঁকরাইল ব্লুকের চুনাভাটির রামকৃষ্ণপুর এলাকায়। এখানকার কয়েকশো পরিবারকে বছরের পর বছর ধরে জল যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছেন। সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত এই রামকৃষ্ণপুর এলাকায় এখনও পর্যন্ত জল জমে আছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই এলাকা বছরের ৯ -১০ মাসই জলমগ্ন থাকে। প্রশাসনের দরজা নেড়েও ঘুম ভাঙেনি। বার বার আবেদন জানিয়ে সুরাহা মেলেনি। কনকনে শীতেও ঘরের মধ্যে জল জমে রয়েছে। খাটের নীচে জল থইথই। এই জমা জল পেড়িয়ে ঘর থেকে বেরোনো দুক্ষর হয়ে পড়েছে বাসিন্দাদের। এলাকাতে এখনও নেই সঠিক নালা নিকাশির

জল- যন্ত্রনা নিয়ে বছরের পর বছর দিন কাটাচ্ছেন এখানকার বাসিন্দারা। পঞ্চায়েত ভোট মিটলেও মেটেনা এই এলাকার সাধারণ মানুষের জল যন্ত্রণার দুর্ভোগ। শাসক দল থেকে পঞ্চায়েত হয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দফতরের চক্কর কাটিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। অভিযোগ মৌখিক থেকে লিখিত অভিযোগ বিভিন্ন দপ্তরে জমা করার পরেও তাদের সমস্যার কোনও সুরাহা মেলেনি। বারো মাসের মধ্যে ৩ মাস জল নামলেও বছরের বাকি ৯ মাস জমে থাকা নোংরা জলের মধ্যে দিয়েই নিত্যদিনের কাজ সারতে হয়। বাড়ির একতলা জলের তলাতে থাকে আর তার উপরে তক্তাপোষ পেতে চলে রান্নাবান্না ও একতলাতে রয়েছে। রান্নাঘর সহ ওই ঘরগুলো খাওয়া দাওয়া। দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ায় মতো পরিস্থিতিতে যে কোনোদিন রাস্তা অবরোধ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চিন্তা ভাবনা



১৬-১৭ বছর ধরে এই সমস্যাতে ভুগছি। এলাকার আশেপাশে অপরিকল্পিত বাড়ি, বহুতল নির্মাণের খেশারত আমরা দিচ্ছি। এলাকাতে জল নিকাশির ব্যবস্থা নেই। বাড়ির একতলা জলের সবাইকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি আমাদের। পঞ্চায়েত প্রধান থেকে সদস্য সকলেই আসেন, দেখেন, আশ্বাস দিয়ে চলে যায়। কাজের কাজ কিছু হয় না।' এলাকার অপর এক বাসিন্দা লদী দে বলেন, 'আমার বাড়িতে তিনটে ঘর জলে ডুবে যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা, কাউকে বলে কোনও সমাধান হয়নি।'

ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ থানা মাকুয়া পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গেও আলোচনা কি না আর হলেও কবে সেটাই এলাকার হারু বেরা* অভিযোগ করে বলেন, 'বিগত হয়েছে। ব্লক উন্নয়ন অধিকারিকেও লিখিত বাসিন্দাদের কাছে এখন বড় প্রশ্ন।

জানিয়ে শুধু প্রতিশ্রুতি পেলেও সমস্যার কোনও সমাধান হয় নি।

যদিও থানা মাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবু মন্ডল জানান,' সমস্যা আছে, আমরা বিষয়টি তলায়। তক্তপোষ পেতে রান্নাবান্নার কাজ করতে গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। ইতিমধ্যে আন্দুল হাইড্রেনের হয়। বাচ্ছারা এই জল পেরিয়েই স্কুলে যাচ্ছে। সঙ্গে আনুষাঙ্গিক ড্রেনের কাজ চালু হয়েছে। আরও কাজ হবে। আগামী বর্ষাকালের মধ্যেই কিছুটা হলেও সমাধান করতে পারবো। সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অরূপেশ ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা মানবিক বিষয়। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত তহবিল নেই যাতে বড় আকাবে ডেন কবে এই সমস্যাব সমাধান কবতে পারবো। আমরা আমাদের স্বল্প ক্ষমতায় এই সমস্যা সমাধানের আন্তরিক চেস্টা চালাচ্ছি।'

যদিও এই সমস্যা আদৌ সমাধান করা হবে

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের শুভ বিবাহ উৎসব ২০২৪



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে 'শুভ | নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাত্রীদের নিরাপতা সুনিশ্চিত করতে সবরকম ববাহ ডৎসব'। আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত এই উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় ঐতিহ্যের উদ্যাপন করা ও বিয়ের মরসুম উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য বিয়ের গয়নার নতুন সম্ভার নিয়ে আসা। বিয়ের মরসুমের জন্য সোনা এবং হীরের বিয়ের গয়নার এক সম্পূর্ণ নতুন সংগ্রহ নিয়ে আসা হয়েছে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'আসলে ভারতীয় বিবাহ অনুষ্ঠান হল একটি পরস্পরা ও আবেগ। এর সঙ্গে জড়ে থাকে এক অন্তত রোমান্টিসিজম। তাই আমরাও শুভ বিবাহ উৎসবের সময় সবসময়ই 'ব্রাইডাল জুয়েলারি উইথ সেন্টিমেন্টস অ্যাটাচড'-এর কথা বলি, কারণ সকলের কাছেই বিয়ের এক আলাদা অনুভূতি রয়েছে। ' এই উৎসব উদযাপন করার জন্য গ্রাহকদের জন্য লাকি ড্র, উপহার আর বিশেষ আকর্ষণীয় অফারও রাখা

যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ মেট্রোর



ব্যবস্থা ।নচ্ছে কলকাতা মেট্রো রেল। আগ্নকাণ্ডের মতো অস্নাতিকর ঘটন এড়াতে ও ঘটনা ঘটলে কী করণীয় সে বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হল মেটো রেলের কর্মীদের। এমনিতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেন কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তা পি উদয় কুমার রেড্ডি। মেট্রো স্টেশনে যে কোনও অগ্নিকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সবসময়ই নজর রাখেন কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর। আর সেই কারণেই নিয়মিত অগ্নি নির্বাপণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গত ১৬ এবং ১৮ জানুয়ারি কবি সুভাষ, সল্ট লেক স্টেডিয়াম ও ফুলবাগান স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের জন্য এ ধরনের দু'টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মেট্রো কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কিভাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র পরিচালনা

সংখ্যালঘু ভোট ফিরিয়ে আনতে মুখ্যমন্ত্রী সংহতি মিছিল করছেন দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর



নিজম্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'তার হাত থেকে সংখ্যালঘু ভোট চলে গিয়েছে। সেই সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক ফিরিয়ে আনতে সংহতি মিছিল করছেন'। বৃহস্পতিবার পানিহাটিতে এসে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দ অধিকারী। প্রসঙ্গত, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামন্দিরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে এদিন সন্ধেয় পানিহাটির অমরাবতী মাঠে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাটির প্রদীপ উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পানিহাটি সনাতন মঞ্চ। অনুষ্ঠানে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রামমন্দির উদ্বোধনের দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'টি কারণে কলকাতায় সংহতি মিছিল করছেন। প্রথমত, ওনার কাছ থেকে সংখ্যালঘু ভোট সরে গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোট ফিরিয়ে আনতে চান। দ্বিতীয়ত, রাজ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে সনাতনীদের উনি জেলে পুরতে চান। শুভেন্দুর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে কিংবা ২৪ জানুয়ারি অথবা ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন মিছিল করতে পারতেন। কিন্তু উনি তা না করে রামমন্দির উদ্বোধনের দিন ২২ জানুয়ারি মিছিল করছেন। যদিও রামমন্দির উদ্বোধনের দিন সর্তসাপেক্ষে সংহতি মিছিল করার অনুমতি দিয়েছে উচ্চ আদালত। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, হয়তো সংহতি মিছিলের নাম করে অশান্তি মিছিলকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ওইদিন বেশ কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করায়, তিনি আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর দাবি, রামন্দির উদ্বোধনের দিন একটাও যদি কোথাও ঘটনা ঘটে, তার দায়-দায়িত্ব রাজ্যের শাসকদল ও পুলিশের ঘাড়ে যাবে। শুভেন্দু এদিন ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং, কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি অরিজিৎ বক্সী, ব্যারাকপুর জেলার প্রাক্তন সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি, পানিহাটি সনাতন মঞ্চের জয় সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত প্রমুখ।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে নতুন রূপে সেজে উঠছে বালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জেলার বালি রেল স্টেশনকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু করেছে পূর্ব রেল। ভারতীয় রেলের অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে এই কাজ শুরু হয়েছে বলেই রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে সারা দেশ জড়ে রেল স্টেশনগুলোকে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথায় মাথায় রেখে আরও আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। রেল জানিয়েছে এই স্টেশনের কাজের দরুন প্রথম ধাপে ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। ৬৬ হাজার ৭৪০ স্কোয়ার মিটারের বালি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, গাড়ি রাখার ব্যবস্থা, প্ল্যাটফর্মের ছাউনি সহ আরও অত্যাধুনিক সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এই স্টেশন ও স্টেশন চত্বরের উন্নয়নের মাধ্যমে



স্থানীয় ব্যবসায়ী হাব হিসাবেও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে। বালি স্টেশন থেকে যেমন বর্ধমান মেইন লাইনের ট্রেন ধরা যায় তেমন এখানে হাওড়া -বর্ধমান কর্ড লাইনের ট্রেন ধরার জন্য পৃথক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যা এই স্টেশনের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'পূর্ব রেল সর্বদা উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এই অত্যাধুনিক রেল স্টেশনের মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সামগ্রিক কল্যাণে অবদান রাখার জন্য কাজ করবে।'

কলকাতা ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ ৪ মাঘ ১৪৩০ শুক্রবার

এথার পহর

ইডির নজরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির হাইকোর্টে ধাক্কা শুভেন্দুর, ২২ জানুয়ারি



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার মিডলম্যানদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতির সকাল থেকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাল ইডি। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে কোথা থেকে টাকা কার কার হাত ঘুরে কোথায় গিয়েছে তা বের করতেই তদন্ত

তদন্তকারীদের নজরে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রসন্ন রায়। ইডির নজরে প্রদীপ সিং, রনিত ঝাঁ-র কার্যকলাপ। তিন মিডলম্যান, কীভাবে নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ, সেটাই জানতে মরিয়া ইডি। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও ধৃত তৃণমূল বিধায়ক জীবন সাহারও ঘনিষ্ঠ এই

সূত্রের খবর, প্রসন্ন রায়ের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। প্রসন্ন ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের ঠিকানায় এর আগে সিবিআই তল্লাশি চালালেও এই প্রথম অভিযানে ইডি।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার 'মিডলম্যান' প্রসন্ন রায়ের একাধিক বাড়ি ও অফিস-সহ মোট ৭ জায়াগায় হানা দেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, নিউটাউনের বলাকা আবাসনে প্রসন্ন রায়ের ২টি ফ্র্যাটে, আইডিয়াল টাওয়ারে প্রসন্নর আরও একটি ফ্ল্যাট এবং তাঁর নিউটাউনের অফিসে পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা। পাশাপাশি দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সামনে আসে এক মিডলম্যানের নাম রোহিত ঝা। জানা গিয়েছে, এই রোহিত প্রসন্ন রায়ের ঘনিষ্ঠ। নয়াবাদে এই ফ্ল্যুটে তিনি নিজেই প্রোমোটিং করেন। পরিবহণ ব্যবসায়ী থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আর্থিকভাবে ভুলে ফেঁপে ওঠেন রোহিত। তাঁর আদি বাড়ি বিহারে। তবে তল্লাশি সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে মুখ খোলেননি প্রদীপের বাবা অনুজ সিং। কার্যত মেজাজ হারাতে দেখা যায় তাঁকে।

প্রসঙ্গত, ২০২২-এর ২৭ অগাস্ট, নিউটাউনের একটি হোটেলের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয় প্রসন্ন রায়কে। সেই সময় সিবিআই-এর তরফে দাবি করা হয়েছিল, শিক্ষায় নিয়োগ দর্নীতিকাণ্ডে এই প্রসন্ন রায় ছিলেন একজন 'মিডলম্যান'। তাঁর মাধ্যমেই কোটি কোটি টাকা তোলা হয়। প্রসন্ন রায়, তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের নামে সাড়ে চারশোটি সম্পত্তি রয়েছে বলে বলে দাবি করে সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতির টাকাতেই সেই সমস্ত সম্পত্তি কেনা হয়েছিল বলেও দাবি করে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। পরে গত বছরের ১০ নভেম্বর, নিয়োগ দুর্নীতির দু'টি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পান 'মিডলম্যান' প্রসন্ন।

সূত্রের খবর, এদিন প্রায় আধ ঘণ্টা প্রসন্ন রায়ের অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পরও সেখানে ঢুকতে পারেননি কেন্দ্রীয় এজেন্সির কর্তারা। এরপর যোগাযোগ করা হয় কেয়ারটেকারের সঙ্গে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে অবশেষে প্রসন্নর অফিসে ঢুকতে পারেন তাঁরা। প্রসঙ্গত শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় আগে গ্রেপ্তার

মিডলম্যানরা, কলকাতায় দিনভর তল্লাশি তৃণমূলের সংহতি মিছিলে সবুজ সংকেত

অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন আগামী ২২ জানুয়ারি তৃণমূলের সংহতি মিছিলে আপত্তি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার শুনানির পর শুভেন্দুর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বেঞ্চ।২২ জানুয়ারি হাজরা মোড় থেকে পার্ক সার্কাসে পর্যন্ত শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের সম্প্রীতি মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ।

হাইকোর্ট জানিয়েছে, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে মিছিল করতে হবে। হাজরা মোড় থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত নিরাপত্তা দেখবে কলকাতা পুলিশ। বিজেপির তরফে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের যে আর্জি জানানো হয়েছিল, তাও খারিজ করে আদালত জানিয়েছে, এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন নেই।

তবে প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, সংহতি মিছিল থেকে কোনও উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা যাবে না। মিছিল করতে হবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সাধারণ মানুষের যেন কোনও অসুবিধা না হয়। এদিকে আগামী ২২ জানয়ারি কলকাতা শহরে একাধিক জায়গায় রামের পুজো করতে চেয়ে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য বিজেপি।

কলকাতার গড়ফা, যাদবপুরের পূর্বাচল, শকুন্তলা পার্ক, পোস্তা গণৈশ টকিজ ও ভবানীপরে ২২ জানুয়ারি রাম পূজো এবং মিছিলের

অনুমতি চেয়ে এদিন বিজেপির তরফে হাইকোর্টে মামলা করার অনুমতি চান আইনজীবী বিল্পদল ভট্টাচার্য এবং তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। আদালত আবেদন গ্রহণ করেছে। শুক্রবার এই মামলার শুনানি হবে বিচারপতি জয়

এদিকে উত্তর কলকাতার ঋষি অরবিন্দ পার্কে ২২ জানুয়ারি

সেনগুপ্তর এজলাসে।

দায়ের হয়েছে। একই দিনে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফটবল টর্নামেন্ট থাকায় রাজ্যের তরফে আপত্তি জানানো হয়। কলকাতা পুরসভাকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ আদালতের। পুরসভাকে কপি দেওয়ার জন্য মামলাকারীকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুক্রবার ফের মামলার



পলতায় ১০টি বোমা উদ্ধার



নিজম্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বহু বছর ধরে বন্ধ থাকা পলতার বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কাস লিমিটেড-এর ঝোপ জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল ১০টি বোমা। বস্তার মধ্যে সেগুলি লুকিয়ে

কারখানাটি বহু বছর ধরে বন্ধ

থাকায় বাবু কোয়ার্টারের পাশ্ববতী এলাকা জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। পরিত্যক্ত কারখানার পাশেই রয়েছে রেললাইন। পরিত্যক্ত জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে একটি বড বট গাছও। স্থানীয় বাসিন্দা তপন কাঞ্জিলাল জানান, Jহস্পাতবার সকালে বাহরাগতরা জঙ্গলে কাঠ ও শুকনো পাতা কডোতে আসে। তারা দেখতে পায় বট গাছের ডালে বস্তা ঝুলছে। তাতে উঁকি মারতেই দেখা যায় বোমা। এরপর তারা বাবু কোয়ার্টারের বসিন্দাদের খবর দেয়। ঘটনাস্থলে আসে নোয়াপাড়া ও টিটাগড় থানার পুলিশ। বস্তার মধ্যে লুকিয়ে রাখা বোমাগুলি পলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কারা, কী কারণে ওই জঙ্গলে বোমাণ্ডলি লুকিয়ে রেখেছিল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই শর্ত সাপেক্ষে সভা করবে আইএসএফ



হয়েছিল। কয়েকটি ব্যাপার আইএসএফ-এর কাছে বৃহস্পতিবারের শুনানিতে জানতে চেয়েছিল হাইকোর্ট। সে সব শোনার পর শর্ত মেনে ২১শে জলাইয়ের সভাস্থলে সভা করায় আর কোনও বাধা রইল না আইএসএফ-এর।

দিবসে

সভা করতে পুলিশ বাধা দেওয়ায়, হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল আইএসএফ। রাজ্যের এজিও বিচারপতির কাছে আবেদন রেখেছিলেন সভাস্থল যদি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায়। তাতেই বুধবার বিচারপতি বলেছিলেন, 'আপনারা তো ওই জায়গায়ই সভা করেন। অন্য দলও করে। তাহলে এরা নয় কেনও ?' পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন, কত কম লোক নিয়ে সভা করতে পারবে সেটা বৃহস্পতিবার

শুনানিতে জানাতে হবে আইএসএফকে। বহস্পাতবার আদালতের তরফে যে শত আইএসএফ-কে দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪ টে পর্যন্ত ওই জায়গায় থাকতে পারবেন দলীয় কর্মীরা। সভা করা যাবে সর্বোচ্চ এক হাজার লোক নিয়ে। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে মঞ্চ বাঁধার সীমাও। মঞ্চ বাঁধতে হবে ২০/২০ ফুটের। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে মঞ্চ তৈরির কাজ করা যাবে না। গাড়ির ব্য়াপারেও রয়েছে বাধ্যবাধকতা। ১৫টির বেশি গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না এই রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যরা। সঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সভাস্থলে রাখতে হবে ভলান্টিয়ার। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে রাখতে হবে। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খারাপ বা উস্কানি মূলক



পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে যে, পুলিশ ও সংগঠন গোটা সভার ভিডিয়োগ্রাফি করবে। সেই কারণে পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রায় দানের আগে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল ফের একবার আবেদন করেন

ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে এই সভার অনুমতির ক্ষেত্রে আপত্তি তুলে। তিনি বলেন, 'পুলিশের গুলিতে ১১ জনের মৃত্যুতে সেখানে সভা করে একটা নির্দিষ্ট দল। তৎকালীন শাসক দল সেখানে সভার অনুমতি দেয় স্পেশাল কেস হিসেবে।'

এরপরই বিচারপতি এদিন রাজ্যকে বলেন, 'আমরা এখানে এই বিচার করতে বসিনি। যেখানে কোনও একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে কোনও এক দলের জন্য ওই জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আপনারা সভা করলে ওঁরা করবে না কেন, ওঁদের এই যুক্তির পালটা কী যুক্তি দেবেন?' বিচারপতি আরও বলেন, 'পাঁচ হাজার লোকের সভা করার আবেদন করেছিল আইএসএফ। এখন তারা এক হাজার লোক নিয়েও সভা করতে রাজি। আপনারা আপত্তি করেন ওই জায়গা নিয়ে!'

এদিকে এদিন আদালতের নির্দেশ, 'একটি দল তার জন্মদিন পালনের জন্য সভার জায়গা পছন্দ করতে পারে। রাজ্যের আপত্তি থাকতে পরে সেই জায়গা নিয়ে। এই জায়গায় ধারাবাহিকভাবে সভা হয়। তাই সেখানে একটা দলকে নিয়ে আপত্তির কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।'

এজি এদিন প্রশ্ন করেন, 'কী ভাবে একটা দল নিজের ইচ্ছে মত জায়গা পছন্দ করছে?' পালটা বিচারপতি বলেন, 'আপনাদের যদি ওই একটি জায়গা নিয়ে রিজার্ভেশন থাকে তাহলে ওই জায়গা আপনারা সংরক্ষণ করুন। সেখানে কাউকে অনুমতি দেবেন না, তা নিশ্চিত

জব কার্ড দুর্নীতির তদন্তে ৩ সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার জব কার্ড দুর্নীতির তদন্তের জন্য ৩ সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ निदर्मभ দেয় ক্যাগের একজনের সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রের একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন কমিটিতে। দুই সরকারকে তাঁদের প্রতিনিধির নাম শীঘ্রই জানাতে হবে বলেও নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপাত। গোটা রাজ্যে জব কার্ড দুর্নীতির তদন্ত

করবে ওই কমিটি। এরপর তাঁরা রিপোর্ট জমা দেবে আদালতে। এদিনের এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, '২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে যাতে নতুন করে কাজ চালু হয় তার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যকে সজাগ থাকতে হবে।' আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

এদিকে এই মামলায় খেত মজদুর সংগঠনের হয়ে লড়ছেন



আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি জানান, 'আমরা শ্রমিক, আমাদের পারিশ্রমিক নিয়ে কথা, আমরা কাজের জানিয়েছি কিন্তু কাজ পাইনি। কেন্দ্র বা রাজ্য কারা দায়িত্ব নেবে সেটা তারাই ভাবক। তাদের দায়িত্ব শ্রমিকদের জন্য কাজ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম জানতে চান. 'বর্তমান পরিস্থিতি কী? যতই

দুর্নীতি বা যা কিছু থাক, যারা প্রকৃত অভাবী তাদের জন্য কী করা হয়েছে? কাউকে তো দায়িত্ব

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে একটি কেন্দ্রের দল পৌঁছয় মালদা ও পাহাড়ে। সেই সময় টিমের প্রতিনিধিরা জানিয়েছিল, জব কার্ড নিয়ে সম্ভুষ্ট নন তাঁরা। এরপর ২০২৩-এ কলকাতায় আসে ১৫টি টিম। সেই টিম ফিরে যাওয়ার পর রাজ্যের কাছ থেকে কিছু তথ্য

সেগুলি পাঠিয়েও দেওয়া হয়। অভিযোগ, তারপরেও নতুন করে কোনও টাকা দেয়নি কেন্দ্র। একাধিকবার কেন্দ্রের যোগাযোগও করা হয়েছে, যাতে নতুন করে এই প্রকল্প চালু করা হয়। এ ব্যাপারে নথিও দেওয়া হয়েছে এই প্রসঙ্গে আইনজীবী

রঞ্জন ভট্টাচার্য হাইকোর্টের কাছে আবেদন করেন, জব কার্ড দুর্নীতির জন্য একটি তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে দেওয়া হোক, যারা

এই বিষয়ে সম্পূর্ণ তদন্ত করবে। সমস্ত সওয়াল জবাব শোনার পর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। সেক্ষেত্রে এবার আদালতের এই নির্দেশের পর কোন দিকে মোড় নেয় জব কার্ড দুর্নীতির তদন্ত। প্রসঙ্গত, জব কার্ড হোল্ডাররা টাকা পাচ্ছেন না বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে। যা নিয়ে দফায় দফায় সরগরম হয়েছে রাজনীতিও।

সম্পর্কের টানাপোড়েনে অশান্তি, 'আত্মঘাতী' যুবক



স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে

বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে নতুন

গেলে এবার পুরসভার নতুন সিদ্ধান্ত

মানতে হবে। নতুন ফ্লোর বা তল

তৈরি করলে সেখানে একটা

'স্বাস্থ্যসাথী' ব্লক বাধ্যতামূলকভাবে

রাখতে হবে। কোনও স্বাস্থ্যসাথীর

কার্ড থাকা রোগীকে ফেরানো যাবে

না। পর্যাপ্ত চিকিৎসা করতেই হবে।

ফের দেওয়া হয়েছে এই নির্দেশ।

একইসঙ্গে মেয়র অনুমোদনেও ভর্তি

কোনও মুমূর্য দৃঃস্থ রোগীকে ভর্তি

করা যাবে এই ব্লকে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড

ছাড়া মাস পিছু ১০ জন হৃদরোগে

আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা যাবে

এখানে। ওপেন হার্ট সার্জারি হোক বা

অপারেশন,

যদি ওই হাসপাতালে ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসা হয়, তাহলে মেয়রের অনুমোদন থাকা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে হবে। তবে সেটা মাসে প্রথম নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:

১০ জন রোগীর। ১১ তম রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যয়ভারের ৪০ কলকাতা পুরনিগমের নয়া সিদ্ধান্ত। শতাংশ রোগীকে বহন করতে হবে। বাকি ৬০ শতাংশ বহন করবে ফ্লোর বা তল তৈরির অনুমতি নিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে এলে সেই রোগীর যদি গুরুতর বা জটিল রোগ হয়ে থাকে, তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া

এদিকে সূত্রে খবর, মেয়র পরিষদের বৈঠকে এই বিষয়টি অনুমোদন পেয়েছে। আগামী ১৯ জানুয়ারি কলকাতা পৌরসভার অধিবেশনে তা পাশ করানো হবে। এরপরই বিল্ডিং আইনে সংশোধনী এনে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে নতুন আইন সমেত নোটিস পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এদিন এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে কলকাতা পুরনিগমে।

তাব *জেবে*ই আতাহত্যা।

বেহালার পর্ণশ্রীতে অনীক সাহা নামে এক যুবকের

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ফ্ল্যাট থেকে দেহ উদ্ধার হতেই সামনে এসেছে লিভ ইন পার্টনারের সঙ্গে অশান্তির কথা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মৃত যুবক অনীক সাহা বিবাহিত ছিলেন। আর এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে

জড়িয়ে পড়েন বছর তিনেক আগে। সেই মহিলার ডিভোর্স হয়ে গেলেও অনীকের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। অথচ হাওড়া লিলুয়ার বাসিন্দা বছর ৩১-এর অনীক সাহা ও বেহালা পর্ণশ্রীর বাসিন্দা রিম্পা চক্রবর্তী একসঙ্গে লিভ ইন পার্টনার হিসেবেই থাকছিলেন। রিম্পার বছর সাতেকের ছেলেও আছে।

রিম্পা, অনীককে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। কিন্তু অনীক স্ত্ৰীকে যোগাযোগও রাখতেন বলেও খবর। এ নিয়ে রিম্পার সঙ্গে অশান্তি চরমে ওঠে। গত দু'মাস আগে সেই ঝামেলার জেরে রিম্পা অনীকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানান। ঘটনায় অনীকের জেল হেপাজতও হয়। জামিনে মুক্তির পর সেই রিম্পার সঙ্গেই থাকতে শুরু করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার রাতে ফের তাঁদের অশান্তি হয় প্রবল। রিম্পা চারতলার ফ্যাট

অনীক চিৎকার করে বলেন আত্মহত্যা করবে। তা শুনেই পাড়ার একজন ১০০ ডায়ালে ফোন করেন।

রিম্পা উপরে গিয়ে দেখে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ডাকাডাকি করে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তখন রাত সাড়ে বারোটা। এরপর পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে নাইলন দড়ি দিয়ে ঝুলছে অনীক।

গিয়ে প্রদীপ থেকে আচমকা আগুন লেগে হচ্ছে মৃত্যু

সতর্ক করতে গাইডলাইন প্রকাশ করবে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজো করতে গিয়ে অসাবধানতায় প্রদীপ বা মোমবাতি বা ধূপকাঠি থেকে আগুন লেগে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। কলকাতার একাধিক জায়গায় এমন পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এরপরই এ ব্যাপারে প্রবীণদের সতর্ক করল কলকাতা পুলিশ। ঠাকুর ঘরে ধূপ ও বাতি জ্বালানোর ক্ষেত্রে বসার জায়গা থেকে বেশ কিছুটা দূরে আগুন রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাতি ও ধূপ জ্বালিয়ে চলে না যেতেও বলা হচ্ছে।

পরপর দু'টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরে এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করছে লালবাজার। পুলিশ সূত্রের খবর, শহরে পর পর এমন ঘটনা ঘটার পরে আগামীদিনে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঠেকাতে একটি গাইডলাইনও তৈরি করা হচ্ছে। যা পৌঁছে দেওয়া হবে প্রবীণ নাগরিকদের কাছে।

প্রসঙ্গত, শহরে যে তিনটি ঘটনা ঘটেছে

তার মধ্যে প্রথমটি ঘটে গত শনিবার। কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে একা থাকতেন বছর ৮৯-এর বীণা কাটিয়াল। প্রতিদিনের মতো ঠাকুর ঘরে পুজো করছিলেন তিনি। আচমকা প্রদীপ থেকে আগুন লেগে যায় তাঁর শাড়িতে। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা খবর দেন দমকলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় ওই বুদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে

বীণাদেবীর মতোই ঠাকুর ঘরে পূজো ছবি মজুমদার নামে অশীতিপর নামে এক করতে গিয়ে মঙ্গলবার পর্ণশ্রীতে মৃত্যু হয় বুদ্ধার। স্বামীর মৃত্যুর পরে মেয়ের বাড়িতেই

তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন

চিকিৎসকরা।



এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

থাকতেন তিনি। সকাল-সন্ধ্যা পুজোর জন্য যেতেন নিজের বাড়িতে। সেখানে প্রদীপের আগুন থেকে মৃত্যু হয় তাঁর। ওই দু'জন শুধু নন। পরিসংখ্যান বলছে, ঠাকুরঘরে পুজো করতে গিয়ে শহরে নভেম্বর মাস থেকে এখনও পর্যন্ত ৯ জন দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। পুলিশ কর্তাদের বক্তব্য, শীতের সময়ে এই ধরনের ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। গায়ের চাদর অসাবধানতাবশত জুলস্ত

প্রদীপের উপর পড়ে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে

এই পরিস্থিতিতে বাড়িতে একা থাকলে সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাকে প্রদীপ না জ্বালালোর আর্জি জানানো হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। যদি জ্বালাতেই হয় সেক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পাশাপাশি হাতের কাছে স্থানীয় থানা, নিকট আত্মীয়দের নম্বর রাখারও পরামর্শ দেবে পুলিশ। বাড়ির বয়স্কদের বদলে যাতে অন্যরা পুজোর প্রদীপ জ্বালান এবং প্রবীণরা ঠাকুর ঘরে গেলে নজর রাখেন সেটাও চাইছে লালবাজার।

আর এই সব অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা রুখতে প্রবীণদের স্বার্থে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'প্রণাম'-এর মাধ্যমে এই গাইডলাইন প্রচার করার পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে খবর, ফেসবুক পেজেও এনিয়ে সচেতন করা হবে। কলকাতার পাশাপাশি বিধাননগর কমিশনারেটও এ বিষয়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

সম্পাদকীয়



পরিষেবা উপলক্ষমাত্র, সরকারের 'মুখ'টাকেই ঘরে পৌঁছানোই লক্ষ্য

একবারও মনে রাখা হচ্ছে না, চেনা বাক্যটি; 'লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়'। যে মানুষ সত্যিই সবার চেয়ে ভালো, রাস্তার মাঝে প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে ধরে তাকে সেটা প্রচার করার দরকার পড়ে না। কথাটা একইভাবে একটা সরকারের ক্ষেত্রেও খাটে। যে-সরকার মানুষের ভালোর জন্য নীরবে কাজ করে যাবে তার কথা প্রতিটা মানুষ প্রচার করবে শতমুখে, তারই স্বার্থে। তার জন্য সরকারের ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠার দরকার পড়ে না নিশ্চয়। এই যেমন মাত্র দু'মাস আগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দেশের পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ভোট। ক্ষমতায় ফেরার জন্য কোনও রাজ্যই প্রচারে কার্পণ্য করেনি। বৎসরাধিককাল যাবৎ লাগাতার প্রচারে ব্যস্ত ছিল তারা। কিন্তু ক'জন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন ? বেশিরভাগ নেতা, মন্ত্রীই চরম ব্যর্থতার ছাপ রেখেছেন সদ্য সমাপ্ত এই রাজনৈতিক যুদ্ধে। ভোটযন্ত্রের বোতাম টিপেই মানুষ জানিয়ে দিয়েছেন, কাজকে সবরকমে ছাপিয়ে গিয়েছিল সরকারগুলির প্রচারের বহর! নরেন্দ্র মোদির পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ির 'ফিল গুড' প্রচার কীভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল সে-কথা গেরুয়া শিবির নিশ্চয় ভূলে যায়নি। কংগ্রেসের আগ্রাসী প্রচারের পরেও দেশবাসীই মনমোহন জমানার অবসান ঘটিয়েছিল একদশক আগে। এত এত দৃষ্টান্ত সামনে থাকতেও সর্বগ্রাসী প্রচারে মত্ত পদ্মপার্টি। তাদের মুখ একটাই হওয়ায় ব্যাপারটা মোদির আত্মপ্রচারের স্তরে নেমে গিয়েছে। এই অত্যন্ত দৃষ্টিকটু কারবারের সামনে বহুমান্য সাধুসমাজ খাড়া হয়ে গেলেও মোদি বাহিনী বাক্যবাণে তাঁদের দুরমুশ করতে আজ কুণ্ঠিত নয়। বারবার পার পেয়ে গেলে ক্ষমতার কেন্দ্র অপ্রতিরোধ্য হয়ে জনগণকেই অর্ধসত্যের পিটুলি গেলাতে থাকে। যেমন দেশবাসীর করের টাকায় ভর্ত্তুকি মূল্যে রান্নার গ্যাস পেয়ে থাকেন কিছু গরিব মানুষ। অথচ সেখানে শুধু 'মহান দাতা' মোদিরই শ্রীমুখ! গরিবের জন্য ঘর, ফ্রি রেশন, পরিস্রুত জল, স্বাস্থ্যবিমা, কৃষকভাতা, ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি স্কিমের প্রচারও আলোকিত ওই এক মহানের ছবিতে। সেখানে রাজ্যগুলির অবদানের সামান্যতম স্বীকৃতি নেই। আত্মপ্রচারের আরও একটা দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে;প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার বেনিফিসিয়ারিদের ঘরে পৌঁছে যাবে মোদির ছবিওয়ালা ব্যাগ। দিল্লির পরিকল্পনা;সঠিক ওজন ও গুণমানের রেশন নিতে বছরে দু'বার এই ব্যাগ গ্রাহকরা পাবেন। আপাতত ২০ কোটির বেশি এই সিম্বেটিক ব্যাগ কিনতে সরকার প্রায় তিনশো কোটি টাকা খরচ করছে। মোদিতন্ত্রের একের পর এক আজব কাণ্ড দেখে এটাই পরিষ্কার যে, পরিষেবা বা সুবিধা উপলক্ষমাত্র, সরকারের 'মুখ'টাকেই মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

খাজাঞ্চী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লন। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

বিষ্ণঘরের রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড বড বঁটি লইয়া মাছ কটিতেছে। অমাবস্যায় একটি ছাগ বলি হয়। ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়।

ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক-আধখানা শালপাতা লইয়া সারি সারি কাঙাল, বৈষ্ণব, সাধ অতিথি বসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পথক স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয়। খাজাঞ্চীর প্রসাদ তাঁহার ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হব্য়। জানবাজারের বাবুরা আসিলে

কুঠিতে থাকেন। সেইখানে প্রসাদ পাঠানা হয়।

জন্মদিন

আজকের দিন



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। ১৯৫৩ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও অভিনেতা অঞ্জন দত্তের জন্মদিন।

১৯৯০ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় জুয়েল রাজার জন্মদিন।

চুয়াল্লিশে এসে স্বপ্ন ঘোড়া, কল্পনা তার সওয়ারি

স্বপনকুমার মণ্ডল

সব ফুল যেমন ফল হয়ে ওঠে না, সব ফল তেমনই

নৈবেদ্যে লাগে না। সবকিছুর অস্তিত্বেই শ্রেষ্ঠত্বের সোপানে যাচাইয়ের পরিসর আপনাতেই বিস্তার লাভ করে। আমাদের জীবনও সেই ঝাডাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। পৃথিবীর তিন ভাগ জল থাকা সত্বেও মানুষের জলের কষ্ট বর্তমান । সব জল পানীয় নয়, আবার স্বাস্থ্যকরও নয়। এভাবে জীবনের সীমিত পরিসরের মধ্যেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় পৃথিবীকে যেমন আমরা যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে আস্বাদন করতে বাধ্য হই , তেমনই তার মাধ্যমে অস্তিত্বের সোপানে উৎকর্ষমখর বনেদিয়ানায় আবদ্ধ হয়ে পড়ি। অন্যদিকে মানুষের জীবন দেহে বাঁচে, মনে বাস করে। সেখানে প্রাণে বাঁচার চেয়ে মনে বাস করা আবেদনমুখর হয়ে ওঠে। মনের উৎকর্ষেই জীবনের পরম পরশ। সেদিক থেকে দেহের বয়সের চেয়ে মনের পরিণতিবোধ আপনাতেই প্রকাশমুখর। সেই বোধে জীবনের অভিজ্ঞতার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আসলে অভিজ্ঞতার ভিতে জীবনের সৌধ গড়ে ওঠে। সেখানে প্রথাগত কেতাবি শিক্ষার চেয়ে সাময়িক অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিসীম। কেতাবি শিক্ষার সোপানে যেখানে জ্ঞানের বিস্তার ঘটে, অভিজ্ঞতার আধারে সেখানে প্রজ্ঞার আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই আলো জীবনবোধকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই পরিণতমনস্ক করে তোলে। জীবনের প্রতিকূলতাই সেখানে আনুকূল্য লাভ করে। ব্যর্থতার সোপান বেয়ে সাফল্যপ্রাপ্তিই তার লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে না, ব্যর্থতার নিবিড় হয়ে ওঠে। এজন্য সাফল্যের সঙ্কীর্ণতায় তার শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সেই পাঠশালাতেই আমাদের বেড়ে ওঠা, পথচলা। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'-এর প্রথমপর্বের (১৯১৭) সূচনাবাক্যেই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ জীবনের কথায় প্রৌঢ়ের আভিজাত্যে ভর করেছেন, 'আমার এই 'ভব-ঘুরে' জীবনের অপরাহ্ন-বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!' শুধু তাই নয়, তার অব্যবহিত বাক্যেই তাঁর বৃদ্ধত্বকেও স্পষ্ট করে তুলেছেন, 'ছেলে-বেলা হইতে এমনি করিয়াই ত বুড়া হইলাম।' করেছে। আসলে বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে শারীরিক বয়স মানসিক বৃদ্ধির থেকে পিছিয়ে পড়ে। এজন্য মনের বয়স শরীরকে ছাড়িয়ে যায় এবং সেই বৃদ্ধিই সেখানে বৃদ্ধত্ব লাভ করে। তার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন নেই, স্বল্প পরিসরেই তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রই তার পরিচয় দিয়েছেন। 'অভাগীর স্বর্গ'('বঙ্গবাণী', ১৩২৯ মাঘ)-এর চোদ্দ পেরানো পনেরোর কিশোর কাঙালী তার মায়ের মৃত্যুদেহ দাহ করার উদ্যোগী হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিক্ত বয়সে 'জীবনের অপরাহ্ন-বেলা' অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি।

অনিশ্চয়তায় উত্থান-পতনের নাগরদোলা যেমন সত্য, তেমনই সত্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনবোধে সময়কে একবারে বড়ায় পোছেছেন। সেখানে যোবনের বাস্তবের নিষ্ঠুর ও নির্মম পরিণতবোধ পাঠকমানসে নিবিড় অচেনা পরিসর, জানার মধ্যে অজানা অনেকাস্ত। আসলে র্রেখেছে আমারই মনের সংগুপ্ত ছোট্ট স্বপন। মায়ের আঁচলে সব শিশুই নন্দনকাননে বাস করে । তখন



আলোয় জীবনবোধকে সমুদ্ধ করাতেই তার সার্থকতা ধনী-দরিদ্রের যেমন কোনো পার্থক্য থাকে না, তেমনই তার স্নেহসুধায় অভাববোধের বালাই নেই। শৈশবের 'সব শেষ হয়ে যায় না, ব্যর্থতার বিস্তারই তার বনেদিয়ানা। পেয়েছির দেশে'র আনন্দমুখর জীবনের কল্পনাসন্দর পৃথিবীতে স্বপ্নরঙিন হাতছানি আপনাতেই চোখের জল মিলিয়ে দেয়, ঠোঁটের হাসি ফিরিয়ে আনে। সেদিক থেকে দরিদ্র মায়ের শিশুর কোনো দারিদ্র স্পর্শ করতে পারে না। শুধ তাই নয়, দারিদ্রের কায়া যাতে তার শিশুর উপর ছায়া ফেলতে না পারে সেজন্য দারিদ্রপীড়িত মায়ের আপনার সর্বস্ব দিয়ে আড়াল করার সদিচ্ছাই আপনাতেই স্নেহকে সধায় পরিণত করে। এজন্য শৈশবের খেলাঘরে কেউ রাজপুত্র, কেউ রাজকন্যা। সেখানে দারিদ্রের প্রতাপ নেই, আছে তার নির্মল আলো। সেই আলোতে অভাবকে জয় করার সৎসাহস শিশুমনে সহজ হয়ে ওঠে। ছোট্ট শিশুই অথচ তখন শরৎচন্দ্রের বয়স সদ্য চল্লিশের ঘর অতিক্রম তার অভাগিনী মায়ের চোখের জল শুধু মুছিয়ে দেয় না, ভবিষ্যতে সে নিজেই তার সুরাহা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। শুধু তাই নয়, জীবনকে সহজ করে নেওয়ার শক্তি তার সহজাত। অভাবের বেড়ি তার কল্পনাকে লাগাম দিতে পারে না, স্বপ্নকেও পারে না বাঁধতে। অল্পতেই তার আশুতোষ প্রকৃতি সবুজ হয়ে ওঠে। তার নিত্যানন্দ প্রকৃতি চির সবুজ। এজন্য জীবনযন্ত্রণায় শৈশবের সহজতায় ফিরে যাওয়ার কল্পনা আপনাতেই হাতছানি দিয়ে ডাকে। শান্তিনিকেতনের পরশ তো সেখানেই। রাজা-ভিক্ষকের শৈশবের বসন্তযাপনের প্রকৃতি প্রায় একই। বড় করার অভিজ্ঞতাতেই তা লাভ করেছিল। লেখকের ভাষায়, 'এই নামে সেই মধুময় সেই শৈশবকেই হারানোর খেলায় ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে মেতে উঠি বা হারাতে বাধ্য হই। শুধু তাই নয়, ভেতরের বুড়া হইয়া গিয়াছিল।' সেদিক থেকে জীবনের বিরূপ শিশুটিকেই প্রয়োজনে হত্যা করতেও আমাদের দ্বিধাহীন অভিজ্ঞতার আভিজাত্যবোধে শরৎচন্দ্রের একচল্লিশ বছর চিত্ত। শৈশবের খেলাঘর মাটিতে লুকায়, চোখে স্বপ্নের কাজল মুছে যায়, কল্পনার ঘুড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে, মনের বিস্ময়বোধ বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে। সেগুলি যে বড় জীবনের গতি সূর্যের মতো নিয়মিত নয়, নদীর মতো হওয়ার পথের কাঁটা ! সেই কাঁটা খুঁটে খুঁটে উপড়ে ফেলার নিম্নগামী সচলতাও তার নেই । তার ছকবন্দি প্রকৃতির নামই সাবালক হয়ে ওঠা। জীবন যত এগোয়, যন্ত্রণা ততই বাডে। কেননা জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় কল্পনা ও স্বপ্নের জগৎ ক্ষতবিক্ষত হয়ে হতে থাকে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন অতিক্রম করার প্রবণতাও। এজন্য প্রাপ্তবয়স্ক আর উপলব্ধির পরিসর বেড়ে যায়, তেমনই যন্ত্রণারও শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্তমনস্কতায় শরীর ও মনের বয়সের ব্যবধান ঘটে। অন্যদিকে শৈশবের সারল্য জীবন ক্রমে স[্]রে অস্বাভাবিক মনে হয় না। জীবনবোধে মনের চলন যাওয়ায় তার অভিমুখে জটিলতার ক্যানভাস উঠে আসে। আপনাতেই সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে । সেখানে জীবনের সেক্ষেত্রে উপলব্ধির গভীরতাই যন্ত্রণার আধার হয়ে ওঠে। বিপর্যয়ই জীবনকে আরও বনেদি ভিতে দাঁড় করায়। বিচিত্র সেখানে অস্তিত্বসংকটের সোপানে জীবনবোধ ও যন্ত্রণা বিরূপ অভিজ্ঞতাই জীবনকে গতি দান করে। দুর্গতিই তার সমানতালে চলতে থাকে। এজন্য শৈশবের খেলাঘর মূলধন হয়ে ওঠে। 'শ্রীকান্ত'রূপী শরৎচন্দ্র 'ছেলে-বেলা' ভেঙে ইমারত বানালেও মনে শান্তি আসে না, হৃদয়ে আনপের শিহরণ জেগে ওঠে না। যাও সামায়ক তাপ্তর 'হয়ে ওঠা'র সময়টি উহ্য থেকে গেছে যা উপন্যাসের অবকাশ তৈরি হয়, তাও অচিরেই মিলিয়ে যায়। একদিকে মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই সব না-পাওয়ার অপরিত্প্রিবোধ স্থির হতে দেয় না. তার মূলধন। অন্যদিকে কাঙালীর সংসারের বিরূপ অন্যদিকে যা পাওয়া গেছে, তাও হারানোর ভয় চেপে অভিজ্ঞতার ঝোড়ো হাওয়ায় শৈশব হারিয়ে যাওয়ায় তার বসে। বাস্তবের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে গিয়ে অভ্যাসের জীবন একসময় ভারী হয়ে ওঠে। সেই ভারবহনে অক্ষম হয়ে উঠেছে। কাঙালীর মতো আমার শৈশবও হারিয়ে জীবনে মনে আর মানে বাঁচার মানসিকতাও উবে যায়। গিয়েছিল। আমার নয় বছর বয়সে বাবা শেষ নিঃশ্বাস জীবনের উপাত্তে ফিরে শৈশবের শান্তিনিকেতনে ত্যাগ করেন। তাঁর চৌত্রিশ বছরের অকালমৃত্যুর ছায়াতেই নিজেকে খুঁজেফেরার বাতিক তখন স্বাভাবিক মনে হয়। আমার শৈশব আত্মগোপন করে, শূন্যতাবোধে নতন অথচ শৈশ্বের শিশুটিকে মনের সংগোপনে রেখে চললে জীবনের কায়া জেগে ওঠে। শুরু হয় চেনা জগতের অভ্যাসের জীবনও মধুময় হতে পারে। আমাকে বাঁচিয়ে

বাবাকে আমি 'বাবু' বলতাম । মায়ের আদুরে কণ্ঠে তার কিবা দিন, কিবা রাত। সব সময়েই মনে কল্পনার 'বাবু'ই আমার মনে বাসা বাঁধে। যখন সেবিষয়ে সচেতন রঙিন আলো হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেখানে কবি সুভাষ হয়ে বাবা ডাকতে গিয়েছি, সেও লাজুক মুখের আড়ষ্ঠতায় মুখোপাধ্যায়ের মনের বসন্তে ফুল ফোটার অবকাশ 'বাবু'ই উড়ে যায়, বাবা এসে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, আমার না-থাকার মতো শৈশবের নন্দনকাননে ধনের প্রাচুর্যের প্রয়াস লাঘব করে বাবাও শেষে চলে যান। আমার আর চেয়ে মনের আভিজাত্য তীব্রতা লাভ করে। সেখানে ডাকার অবকাশ মেলেনি। করতেন এলোপ্যাথিক মনধনই মলধন । এজন্য মায়ের অপত্যস্লেহের প্রকৃতিতে চিকিৎসা। লোকজন নিয়ে সদা ব্যস্ত জীবনে পরিবারের

দিকে তাকানোর ফরসৎ ছিল না। তাছাডা ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন হয়তো তাঁর ছিল, আদিখ্যেতা ছিল না। অন্যদিকে মেয়েদের মাতৃত্ব সহজাত, ছেলেদের পিতৃত্ব অর্জিত। 'সুপ্ত পিতা' জেগে ওঠার অবকাশ প্রয়োজন। সেদিক থেকে শৈশবে মায়ের হৃদয়ের উষ্ণতার আত্মিক সহজতা বাবার মনে স্বাভাবিক হতে কিছু সময় অতিবাহিত হয়। আমার বাবার মনে আমি কতটা জায়গা জুড়ে ছিলাম, তা উপলব্ধি করার বোধ তখনও ছিল। একটা প্রখর ব্যক্তিত্বশালী সম্ব্রমজনিত ভয় জাগানিয়া দূরত্বে আমি চলে বেড়াতাম। কখনই কাছে ঘেঁষতাম না। ধামোরে মামার বাডির পার্শেই আমাদের বাড়ি ছিল। মামারবাড়িই ছিল আমার শৈশবের আনন্দনিকেতন। মাসিদের কোলেই নাগরদোলা। মায়ের চেয়ে দিদিমাই আপনজন, ননীর ভাণ্ড। সেক্ষেত্রে আমার চার বছর বয়সে তিন-চার কিমি উজিয়ে বাবা যখন ধামোর গ্রাম ছেড়ে উত্তর-পূর্বদিকে রোড সংলগ্ন চড়কডাঙ্গা কলোনিতে নতুন বসত গড়ে তোলেন, তারপরেও আমি সেই আনন্দধামে বারবার ফিরে গেছি। আমার শৈশবে বাবা-মায়ের ঘেরাটোপ ছিল না। সেখানে আমার একাকী অবাধ বিচরণ, অফুরাণ বিস্তার। বাবার কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমার নিরুত্তাপ জীবন আপন বেগে পাগলপারা। তাছাড়া বাবার মধ্যে ছেলেকে চড়ানোর বাতিক ছিল না। তার মতো সে বেড়ে উঠুক, এই তাঁর প্রত্যাশা ছিল। ছেলের মধ্যে নিজের ছায়া বিস্তার বা কায়াধারণ কোনোটাই তাঁকে ভাবিয়ে তোলেনি। কোনোভাবেই আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস তাঁর মধ্যে লক্ষ করিনি। ছেলের নামকরণের ক্ষেত্রেও তাই। অযাচিতভাবে আদুরেপনায় বেশকিছু নাম জুটেছিল। রাশিতে মেলে 'বীরধনঞ্জয়', ঠাকুরমা দেন 'মণ্টু', ঠাকুরমশাই 'জগদীশ'। বাবা নাম রাখেন 'দীপঙ্কর'। মামা স্বপ্ন দেখে বলেন 'স্বপন'। সেই স্বপনের জয়ে বাবা পরাজয় মেনে নেন। বইয়ের মলাটে তাঁর আত্মজের নাম লেখেন 'শ্রী স্থপন কমার মণ্ডল'। ছেলেকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনবোধ তাঁর ছিল না। সময়ে পড়াতে বসিয়েছেন, স্কুলে পাঠানোর জন্য নিমের ডালও হাতে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কর্মব্যস্ততায় সেসব গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, একজনকে জুটিয়ে নিয়ে একদিন বাবার কথা বলে দোকান থেকে একমুঠো বিড়ি আর দেশলাই নিয়ে হাটখোলায় বিড়ি ধরানোয় সচেষ্ট হওয়ার সংবাদেও সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি। বাবা শুধু বলেছিলেন, 'ছেলে আমার বড় হয়ে গেছে।' বাবা মাত্রাতিরিক্ত বিড়ি শৈশবোত্তর জীবন তো আসলে 'হয়ে ওঠা'র সচল প্রবাহ। খেতেন। হয়তো সেই অপরাধবোধেই তিনি সেদিন শাসনে আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্রতায় তার গতিমুখে দেখনদারির ফুলই প্রশাসক হতে পারেননি, আত্মসমীক্ষায় আমার মধ্যে িনিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দুবছর সেখানে 'হয়ে ওঠা'র নীরব সাধনার অভিমুখ লক্ষ্যভেদী অসুখে ভূগেছিলেন। সেই অসুস্থ অবস্থাতেই একদিন একমুখী চলনে আমার বাল্য-কৈশোর বারে পড়ে, রোডে গরুর গাড়ির পেছনে বাঁদুরঝোলা অবস্থায় অজান্তেই এসিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করে আর সেভাবে না-ধরার চেতাবনি দিয়েছিলেন। বাড়ির কাছে বাসস্ট্যান্ডের দোকানে আমি কোনোকিছু চাওয়ামাত্র যাতে পেয়ে যাই, সেই ব্যবস্থাও করেছিলেন বাবা। অথচ কোনো সময়েই বাবার সঙ্গে আমার সখ্যতা ছিল না, মায়ের স্নেহও আমাকে আগলে রাখতে পারেনি। আবার তাঁদের একমাত্র সস্তান আমি। অন্যদিকে ভাই-বোনের অভাববোধও ছিল না আমার। সেখানে আমার শৈশব আমাতেই ছিল পূর্ণ। তার চরৈবেতির আমন্ত্রণ, পেছনে স্মৃতিসুধার পরশ। আমার শূন্যতাবোধই আমার কল্পনাকে পক্ষীরাজ ঘোড়া বানিয়েছে, স্বপ্নকে করেছে তার সওয়ারি। অথচ চলতে না চলতে বাবার অকালমৃত্যুতে সেই ঘোড়া মুখ থুবড়ে পড়ে, সওয়ারিও নীচে নামে। সময়ের ফেরে আমার শৈশব আমায় ছেড়ে গেলেও আমি সেই শিশুটিকে আগলে চলি। যে-শিশুটি বারান্দায় বাবার মৃতদেহে ছেড়ে ঘরে ঝোলানো

না-থাকাই দস্তুর। তার জগতে যে বাবার অভাব তখনও জেগে ওঠেনি । জন্মানোর পর শিশুর কান্নার স্বাভাবিকতায় আমার কান্নাহীন মখের দিকে তখন সকলের সতৃষ্ণ দৃষ্টি। মানষও মাঝে মাঝে দর্শনীয় প্রাণী হয়ে ওঠে। বাবা অসময়ে চলে গিয়ে আমায় স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা প্রদান করে আমার চলার পথকেই শুধ বেঁধে দেননি, জলে ফেলে সাঁতার শেখানোর মতো জীবনকে জানার অবকাশ উপহার দিয়ে যান। ততদিনে তাঁর দীর্ঘদিন অসুখে ভোগার কারণে সংসারে আর্থিক শূন্যতা প্রকট হয়ে পড়ে। বাবা আমায় ধনে দরিদ্র করলেও মনে আত্মসম্মানের অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে যান। সেই সম্মানবোধই ছিল আমার রক্ষাকবচ, আমার পাথেয়।

রাজা ভিখারী হলে শুধু রাজসম্মানই হারান না, অপরের করুণার পাত্রও হয়ে ওঠেন। সেখানে বাবা আমাকে অপরের করুণ দৃষ্টির শিকার করে তোলেন। বাবার সম্মানই আমার অসম্মানের আধার হয়ে ওঠে। নেমে আসে উপেক্ষা আর অবজ্ঞার নির্মম উদাসীনতা। বোধের বিস্তারে অস্তিত্বের শিকড়ে টান পড়ে, মাটি আলগা হয়। আমি নির্বাক বিস্ময়ে সোনালি সকালের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনি। দৃষ্টি তখন শুধুই সামনের দিকে। উপেক্ষার শীতলতা যত নেমে আসে, ততই আমি বসস্তের আবাহনীতে নিজেকে রাঙিয়ে নিই। মনের চলন সময়কে অতিক্রম করে চলে। তখন লক্ষ্য শুধু গন্তব্য পৌঁছানো নয়, কত দ্রুততার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হওয়া যায়, সেদিকেই তার অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। পথের দুধারে দেখা বা জিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ তার নেই। শুধুই চলা। তখন পথ চলাতেই আনন্দ। শুধু তাই নয়, এই চলার মধ্যেই জীবনের পরশ সুরভিত হয়ে ওঠে। আসলে বোধের বিস্তারে যেমন যন্ত্রণার পরিসব বৃদ্ধি পায়, তেমনই তাতে অন্তর্দৃষ্টিও প্রসারিত হয়। শৈশবোত্তর পরিসরে প্রসারিত অন্তর্দৃষ্টিই জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে । সেখানে দারিদ্রের ভূমিকা অবিসংবাদিত। তার ছোবলে মানুষ যেমন মৃত্যুতে সামিল হয়ে পড়ে, তেমনই জীবনে সঞ্জীবনীসুধার পরশ লাভ করে। ক্ষুধা যেমন খাদ্যকে সুখাদ্য করে তোলে, দারিদ্রও তেমনই জীবনকে মননের মধু প্রদান করে। জীবনের তিক্ততাও সেই মধুতে নিঃস্ব হয়ে পড়ে, জীবনসংগ্রামে মেলে অপূর্ব জীবনদর্শন। নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার সোপানে তার পরিচয় মেলে। জীবন যত এগোয়, ততই তার বৈচিত্র্যমুখর পরিসর উৎকর্যমুখর হয়ে ওঠে। অর্থের অভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েই টিউশনি করা শুরু করি এবং বাকি ছাত্রজীবনে তার দাসত্ব করলেও মনে ছিল রাজত্বের তৃপ্তিবোধ। তখন মিল্টনীয় প্রজ্ঞার আলো আমাকে প্রাণিত করে চলেছে, 'স্বর্গের দাসত্বের চেয়ে নরকের রাজত্ব শ্রেয়। 'তখন মালদা কলেজে পড়ি আর টিউশন পড়াই। থাকি শহরের ফুলবাড়িতে। সস্তায় হোটেল খুঁজতে গিয়ে বিচিত্রা মার্কেটে ৪ টাকা প্লেট ভাতের হোটেলের সন্ধান পেয়ে সানন্দে সেখানে গিয়েছি। সত্যিই ৪ টাকা প্লেট। অনতিদূরে ওভারব্রিজের নীচে আমি সেই সময়ে ফুটপাথের হোটেলে ৬ টাকা করে খেতাম। তারও কমে ভাত মেলার খবরে স্বাভাবিক ভাবেই কৌতুহুী উৎফুল্লে সেখানে হাজির হয়েছিলাম। লক্ষ্মীকালাইয়ের ডালভাত খেয়ে অরুচিবোধে সেখানে আর যাইনি। ভাতের ফ্যান দিয়ে তৈরি ডালকে লক্ষ্মীকলাইয়ের নামে চালানোর বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। নতুন শেখার আনন্দে পেটের ক্ষুধাই সেদিন উবে গিয়েছিল। অভাবের তাডনায় চাল না থাকা যদি বাডন্ত হয়, তবে ফ্যান কেন লক্ষ্মীকলাই হবে না। অন্যদিকে সেই ডালভাতই নিরন্ন মানুষের মুখে উপাদেয় হয়ে থাকে, সেখানে আমার দারিদ্রবোধই আমাকে সহনীয়তার আভিজাত্যে সক্রিয় করে তোলে। দারিদ্রজাত অন্তর্দৃষ্টিই সেক্ষেত্রে বিরূপ অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবনবোধকে শুধু প্রাণিত করে না, আপনাকে সবাকার সঙ্গে মিলিয়ে দেয় যা 'আপন হতে বাহির' হওয়ার পথকে প্রশস্ত করে। অন্যদিকে ডৎক্যবোধে আত্মপ্রকাশের ফলে পারণাত লাভ করে যৌবনও সংগুপ্ত থেকে যায়। অবশ্য সাধনার ধর্মই তো তাই। দস্যু রত্নাকর থেকে ঋষি বাল্মীকির মাঝের সাধনা আমাদের অজানা। অন্যদিকে 'হয়ে ওঠা'র সচল প্রবাহ থেমে যায় না, নানা শাখা-প্রশাখাতেও তার বিস্তার ঘটে। এজন্য আমৃত্যু তার প্রবাহ সক্রিয় থাকে। নয় বছরের ছোট্ট স্বপন এখন চুয়াল্লিশের স্বপনকুমার মণ্ডল। তাপমাত্রায় তা অসহনীয় হয়ে উঠলেও বয়সের আলোতে তা শুধু উপভোগ্যই নয়, উপলব্ধিতেও বর্ণরঙিন। সামনে সময়ান্তরে ছোট্ট স্থপনও যে তাঁর জীবনের নিত্যানন্দের দোসর হয়ে উঠেছে। পার্থক্য বলতে শৈশবের ঘোড়া ও তার সওয়ারীর চরিত্র বদলে গেছে। এখন স্বপ্নের ঘোড়া,

> লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক সমীপেযু,

(ক্রমশঃ)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত ধর্মের নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়া, অধিকার প্রদান করাই তো রাস্ট্রের ধর্ম হওয়া উচিত। কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে অন্য ধর্মের প্রতি একটু হলেও অমর্যাদার প্রশ্ন থাকছে। কোন রাষ্ট্রে যদি সংখ্যাগুরুর ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা এমনিতেই নিরাপত্তাহীনতায় ভূগবে। নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি সংখ্যালঘু মানুষ হীনমন্যতায়ও ভুগবে; তাদের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটা ছিল না। এই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি সংবিধান প্রণয়ন হওয়ার অনেক পরে ১৯৭৬ সালে শ্রেণীর নাগরিক ক্ষ্ম এই কথাটা ঠিক মনের ভেতর থেকে

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কি কোন রাষ্ট্রধর্ম হতে পারে?

বিশ্বাস রাখতে পারে না। অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে জিয়াউর রহমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা দিনের পর দিন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে খ্রিষ্টান। ভূটান ও কম্বোভিয়ার রাষ্ট্রধর্ম হলো বৌদ্ধ অপরদিকে



মধ্যে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক এই বোধটা প্রবল ভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসে ১৯৭৭ সালের ৫ম সংশোধনীর যাচ্ছে, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। ভারতে সংখ্যালঘুদের কাজ করবে। আমরা অতীতে দেখতে পাই একান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি মুক্তিযুদ্ধে কোটি কোটি হিন্দু ও মুসলিমদের আন্দোলনের টি মুছে ফেলেন। এরপর হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৮ মধ্যে দিয়ে পাওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। ১৯৭২ সালে ইসলামকে সেই দেশের 'রাষ্ট্র ধর্ম' হিসেবে ঘোষণা সালে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সংবিধানের মূল করেন। এরপর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে একত্রে চারটি ভিত্তির একটি অন্যতম ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। বসবাস করা হিন্দু-মুসলিম এর মধ্যে আন্তে আন্তে বিশ্বাসের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার শুরুতেই ভিত্তি নড়বড়ে হতে শুরু করে। সংখ্যালঘু হিন্দুরা যখন দেখে বাংলাদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটাকে যুক্ত সেই দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে মুসলিমকে স্থান করেছিল। যেটা একটা মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ দেওয়া হয়েছে তখন তাদের মনের মধ্যেই অনেক প্রশ্ন তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের সংবিধানে কিন্তু স্বাধীনতার পরে জাগতে শুরু করে। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ সেটি এখন বর্তমানে ৮ শতাংশ এসে দাঁড়িয়েছে। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী তে ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়া কোন রাষ্ট্রের টি দেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কে নিয়ন্ত্রন করা হয়, যেমন করা হয়েছিল। তৎকালীন ভারতীয় সরকার হয়তো উপলব্ধি সরকারের পক্ষে সম্মানজনক নয় । পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও চীন, কিউবা ,ভিয়েতনাম ,উত্তর কোরিয়া। পিউ রিসার্চের করেছিল ব্যাপারটা যে সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ তা' কথাটি এই সত্যটা চরমভাবে লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তান হল মতে এই সব দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় প্রার্থনা নিয়ন্ত্রণ লিপিবদ্ধ না থাকলে সংখ্যালঘু মানুষরা ক্ষ্মআমরা প্রথম সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর, সেখানে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভূগবে সেটাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

নিরাপত্তা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মত থাকলেও একথা স্বীকার করতেই হবে ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা

বেঁচে যাওয়া আঙুরের দিকে মন দেয়, তার চোখে জল

শতাংশ হিসেবে সেভাবে হ্রাস পায় নি। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক জনমত সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় গোটা বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ২০ শতাংশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম রয়েছে। বিশ্বের ৪৩টি দেশে কোন একটি বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২৭ টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, ১৩ টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম খৃষ্টান, দুটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম বৌদ্ধ, একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম ইহুদি। অর্থাৎ বিশ্বের প্রতি পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ধর্ম আছে। এই গবেষণা মতে বিশ্বের ১০ করে। ২৭টি ইসলামিক রাষ্ট্রধর্মের দেশগুলি এশিয়া, সাব-সাহারা আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু অন্যদিকে ইউরোপের ৯টি দেশ-সহ ১৩টি দেশের রাষ্ট্রধর্ম

ইসরাইলের রাষ্ট্রধর্ম হল ইহুদি। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারি বিভিন্ন পদে হিন্দু আধিপত্য থাকলেও সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি অক্ষন্ন থেকে গেছে। একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী এগোচ্ছে, এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা নিশ্চয়ই গোড়া মুসলিম দেশগুলোকে অনুসরণ করতে পারি না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি সেটা করেও না। আর যদি সেই চেস্টা হয় তাহলে ভারতবর্ষ ও সামনের দিকে না গিয়ে পিছনের দিকে ছুটবে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র হিসেবে যেই গর্ব সারা ভারতের জনগণ করে থাকে সেটা কিছু 'মুক্তচিন্তার দুর্ভিক্ষ' র অনুসারী মানুষের জন্য স্লান হতে পারে না। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাম মন্দির নির্মাণের যে অতি তৎপরতা সেটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পক্ষে সুখকর নয়। একটা ক্ষমতাশীল সরকারি দল মন্দির নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পডেছে এটা কোন মুক্তচিন্তার পরিচয় হতে পারে না। এছাড়া মন্দির নির্মাণ সরকারের কাজই নয়। দিনে দিনে ভারতের 'পাকিস্তানি করন ' হতে চলেছে, যেটা ভয়ংকর চিস্তার বিষয়। অন্যদিকে বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রের এত সমস্যা থাকতে বাংলাদেশের মতন অনেক রাষ্ট্রে 'ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী' বিষয়টি যথেষ্ট আশ্চর্য ব্যাপার। বর্তমান সময়ে অন্ন , বস্ত্র , বাসস্থানের সংস্থান না করে কোন রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্মের জন্য একটি মন্ত্রকের ব্যবস্থা করেছে, এই বিষয়টি একবিংশ শতাব্দীতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আশাবাদী মানুষরা আশা করতেই পারে ভবিষ্যতে বিশ্বে কোন দেশে রাষ্ট্রধর্ম থাকবে না। কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে যেন দেখতে না হয় সেই দেশের রাষ্ট্রের সংবিধান সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা দিয়েছে

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬'

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসে

রুল ৩০ সংস্থান অধীনে**]**

নোটিশ

কেন্দীয় সবকাব

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার নিজাম প্যালে

। এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বো

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (১

উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন

কলসেব কল ৩০ এব সাব-কল (৫) এব কজ (৫

মেসার্স সাইনাথ ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেও

CIN: U51211WB2003PTC185517) রেজিস্টা

রেসিডেন্স, টাওয়ার-৩, ফ্ল্যাট ২১, কলকাতা - ৭০০০৬

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বুধবার ও

জানয়ারি ২০২৪ তারিখে অনষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিত্ত

াধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির

মমোরাভাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে ''মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে

কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩

ালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরক

যকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফি

প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষন্ন হওয়ার আশঙ্ক

ধাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূর

সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) ব

রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বা

সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টান

রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার নিজা

প্যালেস।। এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে হি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিণ

পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির

(কমলেশ কুমার প্যাটেল)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে। সাইনাথ ইন্টাবন্যাশনাল প্রা লি -এব প্রায়

তারিখ : ১৯.০১.২০২৪

সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

্র অফিস সি-৭৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, সাউথ সিটি

রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ সমীপে



শুটআউট মুর্শিদাবাদে, বাড়িতে ঢুকে তৃণমূল নৈতাকে পরপর গুলি

শুটআউট মূর্শিদাবাদে। গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় গুরুতর জখম এক তৃণমূল নেতা। জখম তৃণমূল নেতা পদ্মা চরের মাছ ব্যবসায়ী বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাত ১২টা নাগাদ রানিনগর থানার ৫১ নম্বর বর্ডারপাড়া এলাকায়। জখম তৃণমূল নেতার নাম মনোজ কুমার মণ্ডল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে মুর্শিদাবাদ কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকেই। যদিও ঘটনায় রাজনৈতিক যোগ রয়েছে নাকি ব্যবসা সংক্রান্ত যোগ তা এখনও

স্পষ্ট নয়। অভিযুক্তদের শানাক্ত করে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লোকসভা

ভোটের আগে রাজ্য জুড়ে ব্লক সভাপতিদের নতুন তালিকা প্রকাশ

করল রাজ্য তৃণমূল। হুগলির দুই

সাংগঠনিক জেলার আট ব্লক

সভাপতিকে সরিয়ে দেওয়া হল। দায়িত্ব

দেওয়া হল নতুনদের। ফলত, দলের

অন্দরে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব আরও একবার

উস্কে গেল। হুগলি জেলার দুটি

আরামবাগ। মোট ১৮টি ব্লকের

সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ

জেলা

একটি

অপরটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বেপাত্তা শাহজাহানকে

ধরতে যে কাজ পুলিশের করার কথা তা এখন সিবিআইকে

করতে হচ্ছে কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি

সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, রাজ্য পুলিশের উপর

ভরসা রাখতে না পেরে সিবিআই তদন্তের জন্য

হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিল ইডি। হাইকোর্টও এবার

আর ভরসা রাখতে পারল না পুলিশের উপর। তাই

শাহজাহানকে খুঁজতে এবার তদন্ত ভার গেল সিবিআই

তদন্ত চেপে দিয়েছিল বলে সিবিআই সেইসব তদন্ত

করছে। দুর্নীতির এই পাপ যদি আগে বিদায় করত

তাহলে ওদের সিবিআই-এর মুখ দেখতে হত না।

দিলীপ ঘোষ বলেন, শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে

পুলিশ যদি সিবিআইকে সাহায্য না করে তাহলে কেন্দ্রীয়

গোয়েন্দারা কিছুই করতে পারবে না। আশা করব পুলিশ

সিবিআইকে সহযোগিতা করবে। প্রসঙ্গত, হাইকোর্টের

হ্যরত গুড়াই পীর বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:

মঙ্গলকোট থামে ৭০০ বছরের

ধমায় রা৷৩ মেনে হযরত গুড়াহ পার

বাবার ঔরস উৎসব অনুষ্ঠিত হল।

উৎসব উপলক্ষ্যে বিতরণ করা হয়

মহাভোগ। বৃহস্পতিবার বিকালে

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় থানার আইসি

গ্রামের দক্ষিণ মাঠে রয়েছে পীর

হ্যরত গুড়াই বাবার আস্তানা

শরিফ। প্রতি বছরই ইংরেজির ১৮

জানুয়ারি বাবার ঔরস উৎসব

অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে বিভিন্ন ধর্মের

প্রায় ৫ হাজার মান্য পীর বাবার

পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট

ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান।

বিজেপি সাংসদের দাবি, সরকার একাধিক দুর্নীতির

সাংগঠনিক

লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের দু'জন ইসলামপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। অপর দু'জন রানিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলেই

মূর্শিদাবাদে একের পর এক শুটআউটের ঘটনায় চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এগারো দিন আগে বহরমপুরে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় দুষ্কৃতীরা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালায়। ঘটনায় মৃত্যু হয় সত্যেন চৌধুরী নামে এক তৃণমূল নেতার। তদন্তে নেমে তিনজনকে শনাক্ত করা হলেও এখনও পর্যন্ত একজনকে ধরতে পেরেছে পুলিশ। বাকি দু'জন

সরিয়ে দায়িত্ব দৈওয়া হল নতুনদের

বকে পরনো সভাপতিদের রাখা হলেও

আটটি ব্লকের ব্লক সভাপতি পরিবর্তন

করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সিঙ্গুরের ব্লুক

তৃণমূল সভাপতি গোবিন্দ ধাঁডাকে

সরিয়ে নতুন সভাপতি করা হয়েছে

আনন্দ মোহন ঘোষকে। অপরদিকে,

চন্ডীতলা ১ ব্লুকের সভাপতি

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে নতুন সভাপতি করা হয়েছে সনৎ

সাঙ্কিকে। অন্যদিকে পাভুয়া ব্লকের

সঞ্জয় ঘোষকে সরিয়ে নতুন সভাপতি

করা হল আনিসুর ইসলাম মোল্লাকে।

চুঁচুড়া মগড়া ব্লক সভাপতি ছিলেন

শাহজাহানকে পুলিশ কেন ধরছে না : দিলীপ

এখনও অধরা। পুলিশি ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের শুটআউটের ঘটনায় উদ্বেগ ছডিয়েছে। জখম মনোজ কুমার মণ্ডল পদ্মাপাড়ে এক মাছের আড়তের হিসাব দেখতেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল করতেন। বুধবার রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমাতে যান। রাত বারোটা নাগাদ চার দুষ্কৃতী বাড়ির দরজার কড়া নাড়েন। মনোজবাবুর স্ত্রী দরজা খুলতেই তাঁকে মেরে ফেলে দিয়ে মনোজবাবুকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায়। এরপরই মোটরবাইকে চেপে এলাকা ছাড়ে চার দুষ্কতী। মনোজ মণ্ডলকে উদ্ধার করে

চক্রবর্তীকে সভাপতি করা হয়েছে

অন্যদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক

জেলার অন্তর্গত ৮টি ব্লকের মধ্যে

চারটি ব্লকের ব্লক সভাপতি পরিবর্তন

করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যার মধ্যে

গোঘাট ১ এর বিজয় রায়কে সরিয়ে

সঞ্জিত পাখিরাকে সভাপতি করা

হয়েছে। গোঘাট-২ এর অরুণ

কেওড়াকে সরিয়ে সৌমেন দিগরকে

সভাপতি করা হয়েছে। খানাকুল-১

এর ইলিয়াস চৌধুরিকে সরিয়ে করা

হয়েছে দীপেন মাইতিকে। খানাকুল-২

এর অসিত সাঁতরার জায়গায় বুক

বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বুধবার নির্দেশ দিয়েছেন, পুলিশ

ও সিবিআই-কে নিয়ে 'সিট' গঠন করতে হবে। সেই টিম

তদন্ত করবে। ন্যাজাট থানা তদন্তে অংশ নিতে পারবে

না। গত ৫ জানয়ারি ঘটনার পর এই ন্যাজাট থানাতেই

পরপর দৃটি এফআইআর দায়ের হয়। দৃটি এফআইআরের

ঔরস উৎসব অনুষ্ঠিত হল

কমিটি

বি তাড়াতাাড় রাস্তাটি টালাই করার

কেন্দ্রে আনা হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনায় অভিযোগের তীর বিজেপির দিকেই। কারণ দুষ্কৃতীরা সকলেই বিজেপি সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। জখম ব্যক্তির আত্মীয় নবকুমার মণ্ডল বলেন, দুষ্কতী হুড়মুড়িয়ে বাড়িতে ঢুকেই গুলি চালায়। তবে কী কারণে গুলি চালিয়েছে জানা নেই। তবে দুষ্কৃতীরা সকলেই বিজেপি সমর্থক। বিজেপির জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার বলেন, ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদের এই ঘটনা। এরসঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।

বিক্ষোভ ও

ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের কার্জনগেটের সামনে।

এবিভিপি কার্যকর্তাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে পথে নামল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বৃহস্পতিবার বর্ধমানের কার্জনগেটে আহত কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের পোস্টার নিয়ে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ সভা করে তারা। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্ব বর্ধমান শাখার কর্মীরাদের অভিযোগ, এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার উত্তেজনা ছডায় নবদ্বীপ কলেজে। ঘটনায় প্রতিবাদ জানালে নবদ্বীপ কলেজ ক্যাম্পাসে এবিভিপির কার্যকর্তাদের উপর হামলা চালায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তাতেই রক্তাক্ত হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের বহু ছাত্র ছাত্রী। তাদের অভিযোগ এই ঘটনা প্রথম নয়, এর আগেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আশ্রিত দুষ্কুতীদের হাতে আক্রান্ত হতে হয়েছে এবিভিপি ছাত্র ছাত্রীদের। যতদিন না দোষীরা শাস্তি পাবে ততদিন তাদের এই আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি

ক্ষেত্রেই সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিল ইডি। সেই মোহিত মোহন ঘোষাল, ঠিকানা গ্রাম এবং পো মতো মামলা দুটির ক্ষেত্রে সিট গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে কাদালিয়া, থানা : সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৬ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রহিম মল্লিক আশ্বাস দেন,পঞ্চায়েতের উদ্যোগে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিন সন্ধ্যার সময় মিলাদ শরিফ ও কাওয়ালী গানের আয়োজন করেছে ঔরস কমিটির সেক্রেটারি আসাদ আলি আনসারী জানিয়েছেন, প্রতিবছরই সকল ধর্মের মানুষ ৬৬৩, এলআর খতিয়ান নং ১৬২৪, বর্তমানে এলআ অংশগ্রহণ করেন তাদের ঔরস অনুষ্ঠানে। এখানে সকল ধর্মের মানুষ একত্রে বসে বাবার ভোগ খান। যেটা সম্প্রীতির অনন্য একটা

> দেবদুলাল চক্রবতী (অ্যাডভোকেট বারুইপুর সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিন্যাল কোর্ট পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪ মোবাইল : ৯৬৮১০৯৭৯১৫

হুগলি জেলার তুণমূলের ৮ ব্লক সভাপতিকে প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অখিল

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে

জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং সহ মালিকগণ মলয় কাস্তি ঘোষাল, মানস রঞ্জন ঘোষাল, মলিন কাস্তি ঘোষাল অমল কান্তি ঘোষাল এবং শ্যামল ঘোষাল, সকলেই প্রয়াত মোহিত মোহন ঘোষালের পুত্র, সকলের ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : কোদালিয়া, থানা : সোনারপুর, কলকাতা ৭০০১৪৬ জেলা - দক্ষিণ ১৪ প্রগ্না এবং শীমতি মণিকা ব্যানার্জি স্বামী প্রয়াত নিখিল ব্যানার্জি, ঠিাকানা গ্রাম এবং পো : সারেঙ্গাবাদ, থানা-বজ বজ, কলকাতা -৭০০১৩৭, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যৌথভাবে মোহন ঘোষাল এর স্বত্বাধীনে ছিল, তিনি রেজিস্টিকত অংশীদারিত্ব দলিল অধীনে ২৭.০৯.১৯৬৭ সালে ন ৯৬৩২- ১৯৬৭ সালের অন্যায়ী রেজিস্টিকত, বারুইপ্র সাব রেজিস্ট্রি অফিসে এবং নথিভুক্ত বৃক নং ১, ভল্যু নং ১৩০, পৃষ্ঠা ১০৬ থেকে ১১০, সংশ্লিষ্ট জমির সকল অংশ পরিমাণ এরিয়া ১৩ ডেসিমেল বা ০৭ কাঠা ১২ ছটাক ২৪ বর্গফুট, কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা - কোদালিয়া, জেএল নং ৩৫, আরএস দাগ নং ২৪২, এলআর দাগ নং ৩০৭, আরএস খতিয়ান ন খতিয়ান নং ৮১১৫, ৮১১১, ৮১১২, ৮১১৩, ৮১১৪ ৮১১৬, ৮১১৭, হোল্ডিং নং ১, এন এস সি বোস রোড ওয়ার্ড নং ২০, রাজাপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন থানা- সোনারপর, কলকাতা-৭০০১৪৬, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত অংশীদারি দলিল নং ৯৬৩২-১৯৬৭ সালের, বর্তমান স্বত্নাধিকারীর হেফাজতে রয়েছে, কিন্তু দীর্ঘদিনের পুরাতন অবস্থায় যা ছিন্ন অবস্থায় এবং/বা জীর্ন অবস্থাপ্রাপ্ত ফলে বেশ কিছু অংশ এবং পৃষ্ঠ পড়ার অবস্থায় নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট (স্বত্বাধিকারীগণ উক্ত অংশীদারি দলিলের নং ৯৬৩২- ১৯৬৭ এর একটি সার্টিফায়েড কপি সংগ্রহ করেছেন, যা মল অংশীদারি দলিলের অনুরূপ। উক্ত মূল অংশীদারি দলিল নং ৯৬৩২-১৯৬৭, (মূল জীর্ণ দলিল হেফাজতে রাখ রয়েছে)। উক্ত স্বত্বাধিকারীগণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব বেসরকারি/সরকারি ব্যাঙ্ক এর নিকট সংশ্লিষ্ট আইনানুগ ন্থি এবং সমুপ্রিমাণ বন্ধক (ইএম) দাবা এবং উন্নয়নে জন্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বহুতল ভবন নির্মাণ উক্ত জমি/প্রেমিসেসে এবং বিক্রি, দান, ইজারা বন্ধক ইত্যাদি নানা উপযুক্ত পদ্ধতি বিবেচনায় এবং ডেভেলপারের আর্থিক মনাফার মাধ্যমে সম্পাদনে

শীতের মূরসুমে নতুন করে সেজে উঠছে হরিশ্চন্দ্রপুরের ডিয়ার পার্ক

মহাপ্রসাদ খেতে হাজির হয়। রাস্তা

বেহাল থাকার কারণে পীর বাবার

আস্তানায় আসতে গেলে বহু কষ্ট

সেই সমস্যার কথা শুনে গ্রাম

করে মানুষজনদের পৌঁছাতে হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নতুন বছরে নতন রূপে সেজে উঠতে চলেছে হরিশ্চন্দ্রপরের ডিয়ার পার্ক। চাঁচল মহকমার অন্যতম ডিয়ার পার্ক হিসাবেই পরিচিত রয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বারদুয়ারি এলাকার এই ডিয়ার পার্কটি। যেখানে এখন প্রায় প্রতিদিনই অসংখ্য পর্যটকেরা হরিণ এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখতে ভিড করছেন। পর্যটকদের সুবিধার জন্য এই বারদুয়ারি ডিয়ার পার্কে বেশ কিছু পরিকাঠামোর গড়ে তোলা হয়েছে। বাচ্চাদের খেলাধুলো এবং বিনোদনমূলক ব্যবস্থাও করা হয়েছে এই পার্কে।

বিগত দিনে এই পার্কের বেহাল পরিকাঠামো বিষয়টি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল। সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি এবং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগেই বারদুয়ারি ডিয়ার পার্ককে নব রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পার্কে প্রায় ৩০ টি হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির দেশি-বিদেশি পাখি, খরগোশ রয়েছে। এছাড়াও শিশুদের বিনোদনের জন্য খেলার সামগ্রী বসানো হয়েছে। পার্কের মধ্যে থাকা জলাশয়ে পর্যটকদের জন্য বোটিং করার ব্যবস্থা হয়েছে। যার ফলে ছুটির দিন বাদেও পর্যটকরা ভিড়

স্থানীয় পঞ্চায়েত সূত্রে জানা ভিড় করেন। দিনভর এখানে ঘোরা গিয়েছে, এই বারদুয়ারি পার্কে প্রবেশ যায় মনোরম পরিবেশে। এই পার্কটি মূল্য করা হয়েছে ১০ টাকা। তবে আরও সুন্দর করে সাজানোর কাজ শীতের মরশুমে ভিড় উপচে পড়ছে। দ্রুত গতিতে শেষ করার পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকায় নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।



ব্রক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও সৌন্দর্য্যায়নে নজর দেওয়া হচ্ছে। মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল নেতা বুলবুল খান জানিয়েছেন, এই বারোদুয়ারি ডিয়ার পার্কে নতুন করে এখানে একটি সেলফি জোন তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে লেখা থাকবে আই লাভ হরিশ্চন্দ্রপুর। বিভিন্ন পশুদের বড় বড় মডেল তৈরি করা হবে পার্কের ভেতরে। পুকুরে আরও বেশি করে নৌকো-বিহার করার জন্য বোটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক রাজ্যের বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, এই পার্কের আশেপাশে জেলা ও জেলার বাইরে থেকে বহু মানুষ ঘুরতে আসেন। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত মানুষ এখানে বেশি ছান: কলকাতা, তারিখ: ১৯.০১.২০২৪

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ৫ম তল, ৪৪ শেক্ষুপীয়র সরণি, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০১৭, www.idbibank.in (T) IDBI BANK

খেলাপি কমিটিব নির্দেশ ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি কমিটির নির্দেশ গণের নাম এবং রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : আর পি ইনফো সিস্টেম লিমিটেড, ২০/১ সি ল বাজার স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১ এতদ্বারা নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি এর ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি কমিটি দ্বাং সম্পাদিত ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি (আরবিআই মাস্টার সার্কুলার) ভিত্তিতে আরবিআই মাস্টার সার্কুলার ২০১৫ অনুযায় ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কমিটির নির্দেশ তারিখ ২৯.১১.২০২৩ আইডিবিআই

ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/গণকে তাদের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু তা অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে ডেজিগনেশন নাম এবং ঠিকানা ইচ্ছাকত ঋণখেলাপির প্রকতি ূৰ্ণ অটোমোটিভস প্ৰা *লি* কর্পোরেট জামিনদাতা-আর পি ১. ব্যাঙ্কের মঞ্জরীকৃত তহবি টি-১২, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-২, নিউ ইনফো সিস্টেমস লিমিটেড ভিন্ন কাজে ব্যবহার ঋণকৃত তহবিল নয়ছয় কর ডিরেক্টর --আর পি ইনফো কৌস্তভ রায়, ৬, হরিপদ দত্ত লেন স্টেমস লিমিটেড শিবাজি পাঁজা, ফোর্ট রয়েল, ফ্র্যাট নং ৩সি এব ি ডিরেক্টর --আর পি ইনফে ৪বি, প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোড,

কমিটির নির্দেশ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অর্থাৎ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, এনএমজি, ৫ম তল, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭, ই-মেল আইডি : ps.chanda@idbi.co.in এবং g_sarkar@idbi.co.in ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাৱে

মনুমোদিত ব্যক্তি প্রামাণ্য পরিচয় পত্র দেখিয়ে সংগ্রহ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/গণ **বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের** সময় পাবেন তাদের বক্তবা/প্রতিনিধিত পেশের, কমিটির নির্দেশ বা ঘটনা বা আইন বিরুদ্ধ উভয়ের বিরদ্ধে, যদি বিবেচনা করেন, ব্যাঙ্কের ইচ্ছাকৃত ঋ থলাপি রিভিউ কমিটি(ডব্লডিআরসি) এর বিবেচনার জন্য। উল্লিখিত মতে ১৫ দিনের মধ্যে কমিটির নির্দেশের বিরুচে কোনও বক্তব্য/ প্রতিনিধিত্ব দাখিল না করা হলে সংশ্লিষ্টদের কোনও বক্তব্য/প্রতিনিধিত্ব করার নেই এবং ব্যাঙ্ক প্রক্রিয়া অঙ্গ হিসেবে তাদের ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি/গণ হিসেবে ঘোষণা করবে এবং তাদের নাম ক্রেডিট ইনফর্মেশন কোম্পানি (সিআইসিএস) এবং/বা আরবিআই মাস্টার সার্কুলার অনুযায়ী আরবিআই এর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হচ্ছে আরও অবগত করা হচ্ছে ডব্লডিআরসি প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর, ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি অধীনে সংশ্লিষ্ট ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিগণের নাম এবং ছবি সংবাদপত্তে (মুদ্রন এবং/বা বৈদ্যুতিন) প্রকাশের অধিকার রাজে এবং বকেয়া আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবে।

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

হরিপালে সোনার দোকানে শুল্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: শীতের সকালে আচমকা সোনার দোকানে শুল্ক দপ্তরের হানা। হুগলির হরিপাল থানা এলাকার শিয়াখালা বাজার চত্বরে রয়েছে সোনার গুণগত মান নির্ধারণের একটি দোকান। বৃহস্পতিবার সকালে শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকদের একটি টিম হানা দেয় ওই দোকানে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, মোট সাত জন অফিসারের একটি টিম এসেছিল ওই দোকানে। শুক্ষ দপ্তরের ওই অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কিছু সোনা এবং কয়েক লাখ টাকা। দোকানের মালিক আবুল বাশারের দাবি, ১৭ লাখ নগদ টাকা ও ১৭০ গ্রাম সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আবুল বাশার নামে ওই ব্যক্তি তখন দোকানে ছিলেন না। যখন শুল্ক দপ্তরের টিম হানা দেয়, তখন তাঁর ভাই শেখ নঈম ও অপর এক কর্মচারী দোকানে ছিলেন। আবুল বাশার জানাচ্ছেন, তিনি যখন খবর পেয়ে দোকানে আসেন, ততক্ষণে অফিসাররা চলে গিয়েছিলেন। আবুল বাশারের ভাই শেখ নঈমকেও অফিসাররা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। এদিকে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বহস্পতিবার অভিযানের

[দ্রস্টব্য রেণ্ডলেশন ১৫(১)(এ)]

ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট

ট্রাইবুনাল, কলকাতা সমীপে ৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,

<u>আবেদন নং ৫৭-২০২২ সালের</u>

ইভিয়ান ব্যাঙ্ক

বনাম

শ্রী কৃষ্ণা ইন্টারন্যাশনাল এবং অন্যান্য

স্বত্বাধিকারী সংস্থা শ্রীমতি রাজু সোধানি অফিস ৯৭সি, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা

যেহেত আবেদনকারী ১৯৯৩ সালের ডেটস

রিকভারি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি আইনের ২০ ধার

অধীনে মহামান্য ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-:

কলকাতা নির্দেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান

বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য এতদ্বারা আপনাদের এই

ট্রাইবুনাল সমীপে সকাল ১০.৩০টায় বা

অব্যবহিতভাবে ট্রাইবুনালের সুবিধামতে

০৮.০৩.২০২৪ তারিখে প্রতিবেদন মাধ্যতে

উত্তর দাখিলের জন্য সমন জারি করা হচ্ছে।

আপনারা কোনও নথিতথ্য দাখিল করতে চাইলে, লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটি

আপনাদের নথিভুক্ত ঠিকানা এবং ট্রাইবুনাৰ

সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে

নির্দেশিত প্লিডার/আইনজীবী মারফত

হাজিরার ক্ষেত্রে হাজিরার আবেদন দাখিল

আরও অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে

আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে মামলার

শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গহীত হবে

ষহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ

রেজিস্টার

ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল

কলকাতা

আপনাদের অনপস্থিতিতেই।

তালিকা সহ দাখিল করতে পারেন।

করবেন।

মেসার্স শ্রী কৃষ্ণা ইন্টারন্যাশনাল

৭০০০৩৭ (বিবাদী নং ১)

..... বিবাদিগ

দপ্তরের হানা, বাজেয়াপ্ত টাকা ও সোনা সময় অফিসাররা নথিপত্র যাচাই করে দেখছিলেন। সেই সময় দোকানে থাকা সোনা ও কয়েক লাখ টাকার বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট তথ্য দেখাতে পারেননি দোকানের



কারণে ওই টাকা ও সোনা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছেন অফিসাররা। এদিকে শুক্ষ দপ্তরের অভিযানের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান হরিপাল থানার পুলিশকর্মীরাও। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা ওই দোকানে হানা দিয়েছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তবে এই বিষয়ে তাদের কাছে কোনও খবর ছিল না। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

NOTICE

Fresh membership, on first come first served basis, is invited for Phase II Residential Project of Calcutta Motor Dealers Cooperative Housing Society Ltd 528 N Ho-Chi-Minh Sarani P.S Parnasree, Kolkata-700034, Regd. No. 51-CMAH/9.12.85 : Amendment No. 06 (amendment)/KMAH of 2020.

Interested person/s may apply / contac the Society Office between 10:30 am 5:30 pm within three working days of this publication. Membership is subject to the eligibility criteria as per the WB Cooperative Housing Society Acts & Rules and the Bylaws of the Society

Contact No: 033 23460088

THIS ISSUE THE CHART HE CAN THE FIRST Jeevan Deep Beilding, 2nd Floor 1, Middleton Street, Kolkata - 708 071 Phone: (XXX) 2358 4457, E-mail: stil.15196@stil.co.in

সংশোধনী

আমাদের ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে বিজ্ঞাপ ১২.০১.২০২৩ তারিখে **টাইমস অব ইন্ডিয়া** এবং **একদি** ণংক্ষরণে প্রকাশিত, ঋণগ্রহীতার নাম ''**সৌরভ** ইঞ্জিনিয়ারিংস ওয়ার্কস", নিলামের তারিখ ২৯.০১.২০২৪, সংরক্ষিত মূল্য : পড়তে হবে ৪১,৪৭ ০০০ ০০ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল পড়তে হবে : ৪ ১৪,৭০০,০০ টাকা, সংরক্ষিত মল্য ৪১,৭০,০০০,০০ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল: ৪,১৭,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে এবং ঋণগ্রহীতার নাম : **গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার**, পত্তির অবস্থান : **কিউআর কোড** পড়তে হবে



বিজ্ঞাপনের একই এবং অপরিবর্তিত থাকবে অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

tiजावा वीक्षवाल बेंक 🕛 punjob nobonol boni দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

> সার্কেল সম্ভ্র মূর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সর্য সেন রোড পো. বহুরমপুর, জেলা - মর্শিদাবাদ, (পুর), ইমেল : cs8283@pnb.co.ir

্বিম্বর্ষিক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাব্ধ, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনাপিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান জাও এনংলোন্যের অবং সাক্ষরভাগে হতারেক আইনের 3ই বারা অবং ত্রম্বর প্রতিরে ২০০২ সালের সাক্ষরত হতারেক রুলনের রুল ও স অধীনে প্রদন্ত ক্ষরতাবলে সংক্রিষ্ট গণগুইতাগণকে প্রতিটি আকাউন্টের অধীনে সংক্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়া তারিখু থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/ওলি ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে বার্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার

উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিমোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনুদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জাননো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়

ক্ষরিবাপন প্রাণান্তির আমিন্দন্ত সম্পাদ উদ্ধার করতে পারেন। ঋরিমাণ আদায় দিয়ে জামিন্দন্ত সম্পাদ উদ্ধার করতে পারেন। ঋণগুহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিন্দন্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূ

লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন <mark>পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাক্কের</mark> সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
٥.	ক) রুহুল শেখ খ) কুমারদহঘটি শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- মহিষমারা, জেএল নং ২৩, এলতারার গ্রটি নং ১৪৬৯, এলতারার খতিয়ান নং১১৪৫, এরিয়া পরিমাণ : ০.১০৫ একর, জমির শ্রেণি : ভিটা, ছমাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : হরিহরপাড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ৪৪১২-২০০৫ অনুযায়ী রেজিস্ক্রিক্ত এডিএসআর হরিহরপাড়া, এবং আরও অংশীদারি দলিল নং ৭০০৫-২০১৬ সালের সম্পাদিত রেজিস্ক্রিক্ত ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদ। স্ব্রজ্ঞাধিকারী : রুন্থল শেখ পিতা আজিজুল শেখ, গ্রাম : দক্ষিণপাড়া, পো : মহিষমারা, থানা : হরিহরপাড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৩। চৌহুদ্দি : উত্তরে : নারায়ণ মন্ডল/রাজ্ঞাক শেখ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : মোশারফ শেখ এর সম্পত্তি, পূর্বে : সামজান শেখ এর সম্পত্তি, পরিচমে : ক্ষুদু শেখ এর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) ২৫.০৫.২০২৩ খ) ১৫.০১.২০২৪ গ) ১৫.০১.২০২৪ গ) ১০,৬০,৯৬৪.১৮ টাকা (দশ লাখ ষটি হাজার নশো টোষট্টি টাকা এবং আঠার পয়সা) টাকা ২৮.০৩.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ
۵.	ক) সূজিত পাল পিতা বিশ্বানাথ পাল খ) কুমারদহঘাট শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : কিসমত ইমাদপুর, জেএল নং ১৭. এলআর শ্বট নং ১৯১৪, এলআর থতিয়ান নং ১০১৬৩, এরিয়া পরিমাণ ০.০৩৩ একর, জমির শ্রেণি-ভিটা, খিদিরপুর প্রাম পঞ্চায়েত, বাহারণ চকণাড়া, থালা : রিহরপাড়া, জেলা : মূর্শিদাবাদ, দান দলিল নং ৫৭৮৬-২০১৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, হরিহরপাড়া। স্বত্বাধিকারী : সৃজ্জিত পাল পিতা বিশ্বনাথ পাল, গ্রাম : বাহারণ, চকপাড়া, কিসমতিমাদপুর, পো বারুইপাড়া, থানা : হরিহরপাড়া, জেলা : মূর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬৫। টোহদ্ধি : উত্তরে : জীতান ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : রাকিবুল শেখ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি সমন্বিত।	ক) ০৪.০৮.২০২৩ খ) ১৫.০১.২০২৪ গ) ৬.০৪.৪৩৫.৩৪ টাকা (ছয় লাখ চার হাজার চারশ পঁয়ত্রিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা ০৪.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, চার্জ সহ
۵.	ক) জাহ্নবী চ্যাটার্জি, আইভি চ্যাটার্জি এবং রঞ্জুত মল্লিক	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত মৌজা : শিবপুর, জেএল নং ১০৪, প্লট নং এলআর ১১১, এলআর খতিয়ান নং ১০৭১, এরিয়া পরিমাণ : (২-৩.৫-৪.৫) সমান সমান ১০ ডেসিমেল এবং বিভাগ আপ	ক) ১৮.০৮.২০২৩ খ) ১৬.০১.২০২৪ গ) ৩৪,২৫,০২৭.৯২ টাকা

এরিয়া ২৪৮৫ বর্গফট এবং এরিয়া অফিস রুম ২১৫ বর্গফুট, হাতিনগর গ্রাম অংশীদারগণ পঞ্চারেত অধীন, থানা :বহরমপুর, জেলা : মূর্শিদবাদ, বিক্রয় দলিল নং ৫৪৬৯-২০১২, রেজিস্ক্রিকৃত এডিএসআর সদর, বহুরমপুর। **স্বত্যাধিকারী : সুপার** ওড়ার নেইল, ৫ নং কারবালা রোড, পো : কাশিমবাজার, খানা : বহর মপুর, জেলা : মূর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০২। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ ফুট চড্ডা পঞ্চায়েত সড়ক, দৃক্ষিণে : বিমল মালাকারের সম্পত্তি, পূর্বে : রতন সরকার এবং অন্যান্যর **থ) নিমতলা চুনাখা**লি খালি জমি, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া কাঁচা লেন সমন্বিত।

(চৌত্রিশ লাখ পঁচিশ হাজার

পয়সা) টাকা ১৮.০৮.২০২৩ অনযায়ী এবং ১০.১০.২০২৩ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ

অনুমোদিত অফিসার

इंडियन बैंक 😘 Indian Banl CARAHALIA A ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ

১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A"[রুল-৮(৬) দ্রস্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ ষ্টাবর সম্পদের বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আভ রিকনস্তাকশন অব ফিনাপিয়াল আসেটস আভ এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদন্ত/দায়বন্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইভিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ৩০.০১.২০২৪ তারিখে (ক্রম নং ১ এবং

		ক্ষপ্রতাক্ষ দ্বলাকৃত ধেবালে ধে অবস্থায় আছে , ধেবালে ধা আছে এবং ধেবালে ধেবদ ক্রিম নং ৩) তারিখে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে <mark>ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতার</mark>) নি		ङ ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।
ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
5.	ক) শ্রীমতি সোনালি মজুমদার এবং শ্রী প্রসেনজিৎ মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) খ) সোনারপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্রাট নং ১৬, চতুর্থ তলে (উত্তর পশ্চিম দিকে) পরিমাণ আনুমানিক ৪৮০ বর্গফুট এবং ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং ম্পেস, এক কিচেন, এক বাথ এবং প্রিভি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত আর টি এস নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকলের বাবহারের পরিষেবা সুবিধাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত প্রমিসেস ন' ২৩/ভি, শিব কৃষ্ণ দা লেন, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা সমন্বিত অবস্থিত প্রমিসেস ন' ২৩/ভি, শিব কৃষ্ণ দা লেন, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৩১ অধীন, রেজিস্টার্ড উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১৬০৬০৩৪৫৬ -২০১৯ সালের তারিখ : ৩০.০৮.২০১৯ এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলাম নং ১৬০৬-২০১৯, পৃষ্ঠা ১২৮৬৩০ থেকে ১২৮৬৬৭ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর শিরালদহ, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি সোনালী মজুমদার এবং শ্রী প্রসেনজিং মজুমদার। সৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : ২২জি, শিব কৃষণ দা লেন, পূর্বে : ২৩সি, শিব কৃষণ দা লেন, পশ্চিমে : ২২সি/৫, শিব কৃষণ দা লেন, পশ্চিমে : ২২সি/৫, শিব কৃষণ দা লেন, সম্বিত।	৯,৮০,৬৭৪.০০ টাকা (নয় লাখ আশি হাজার ছশো চুয়াত্তর টাকা) টাকা ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৭,২৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭২,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50485605717 ঙ) নেই
N	ক) মেসার্স দীপশিখা জুয়েলারস (ঋণগ্রহীতা), শ্রী নীলোৎপল হালদার (বদ্ধকদাতা/জামিনদাতা) এবং শ্রীমতি মৌসুমী হালদার (জামিনদাতা) খ) বোড়াল শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত আর সি সি ছাদ বিশিষ্ট দোতলা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ২৬.৪১ শতক, কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : দারি জগন্নাথপুর, জেএল নং ২৭, আরএস থতিরান নং ১৬৯ বেং ১৭৪, এলুআর খতিরান নং ১২৯৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৯৬ এবং ১৯৫, থানা : ফলতা, বেলসিংহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েক অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, পশ্চিমবন্দ বিক্রম দিলা নং ২৬১৩/২০১৪ তারিখ : ২৬.০৯.২০১৪, বুক নং ১, সিডি ভলাম নং ৭, পৃষ্ঠা ২৬৪৩ থেকে ২৬৫২, রেজিক্ট্রকৃত অফিস এডিএসআর ফলতা, শ্রী নীলোৎপল হালদার পিতা প্রয়াত হরিপদ হালদারের নামে। চৌহন্দি : উত্তরে : সময়ন করাজের ভবন এবং জমি, দক্ষিণে : মদন মিঠারা জমি এবং ভবন, পূর্বে : তারক পালের ভবন এবং জমি, পশ্চিমে : গুরুগস সাদারের ভবন এবং জমি সমন্বিত।	৩১,৩৩,৫৩৭.০০ টাকা (একব্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁচশ সাঁয়ব্রিশ টাকা) টাকা ০৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবতী সুদ, চার্জ এবং ব্যয়	ক) ৪৩,৭৬,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৩৭,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50346867604
9	ক) শ্রীমতি রিঙ্কু মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা), শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি (জামিনদাতা), খ) দিঘিরপাড় বাজার শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বাধীন বসবাসের ফ্লাট নং বি-১, পরিমাণ ৫৭০ বর্গফট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক লিভিং/ডাইনিং/কিচেন, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি উত্তর-পূর্ব মুখী তৃতীয়তলে, জি-৪ তলা "তারা অ্যাপার্টমেট" ভবনে,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জামির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক এবং সকলের জন্য সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত হেলিজং নং ১০১/এ/৮ বুন্দাবন মল্লিক লেন, থানা : বাঁটরা, হাওড়া -৭১১/১১, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪৩ অধীন, এভিএসআরও এবং ভিএসআর অফিস হাওড়া, জেলা : হাওড়া, উল্লেখ্য রেজিস্ক্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ২৩২/২০১৮, তারিখ: ১৬.০৫.২০১৮। টোইদ্ধি : উত্তরে : সুভাষ দত্তর ভবন, দক্ষিণে : অরূপ মুখার্জির ভবন, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া বৃন্দাবন মল্লিক লেন, পশ্চিমে : গোপাল মন্ডলের ভবন সমন্বিত।	১৩,২৮,৯৩৮.০০ টাকা (তেরো লাখ আঠাশ হাজার নশো আটত্রিশ টাকা) টাকা ৩০.০৬.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয়	ক) ১৮,২৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮২,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50426159307 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ (৩০.০১.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (ক্রম নং ১ এবং ক্রম নং ২) ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (২১.০২.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (ক্রম নং ৩)

াকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ভাকে অংশ নেওয়ার জনা। কারিগরি নহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেক্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমটি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।

ম্পভির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পভির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬" এবং ''০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।

গ্রক্লাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

দ্রস্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধ^কদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৯.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার স্থান : কলকাতা ইভিয়ান ব্যাঙ্ক

মুখ্যমন্ত্রী দাঙ্গা বাধানোর চেম্ভা করছেন: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ২২ জানুয়ারি পাঁচশো বছরের লড়াইয়ের ফল আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাবো। সেই সময় বাবরের সমর্থনকারীদের নিয়ে মিছিল করে দাঙ্গা বাধানোর চেস্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতে যে কোনো শুভবুদ্ধিসমপন্ন মানুষ চিন্তিত বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার বেলদায় দলের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে তিনি বলেন, রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। সেই কারণে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। শাস্তি মিছিল করার হলে অন্যদিনে নয় কেন? প্রশ্ন সুকান্তর। তিনি বলেন, শান্তি মিছিল থেকে বিরোধ বাধানোর চেষ্টা করলে হিন্দুরা একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করবে।



নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, চোরকে ধরতেই ঘুরে বেরাচ্ছে ইডি। তথ্য রাজ্য সরকারের কড়া মনোভাব প্রমাণ হলে তবেই গ্রেপ্তার হচ্ছে, দোষ

সরকারি কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে প্রসঙ্গে বলেন, সমকাজে সমবেতনের জেলার এসপি যেভাবে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পাচেছ তার অধস্তন পুলিশকর্মীরা তার থেকে কম হারে ডিএ পাচ্ছে। হিংসে হওয়া তো

২২ জানুয়ারি কালীঘাটের রাম পুজোর আবেদনে মঞ্জুর করেছে আদালত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কালীঘাটে অনুমতি দিলেও যেখানে যেখানে সাধারণ মানুষ রাম পুজোর আবেদন করেছে সেই সব আবেদন খারিজ করেছে পুলিশ। রাজীব কুমারকে দিয়ে মুখ সমন্ত্রী এরকম নির্দেশ দিচ্ছেন। সুকান্তর প্রশ্ন, তাহলে এ রাজ্যে রামের পূজা করা কি অপরাধ?

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, 'রাজ্যে কি দমন নীতি চালু হয়েছে? এ প্রসঙ্গে সুকান্তর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী এবং ভাইপোর মধ্যে

প্রতিযোগিতা হচ্ছে কে আগে

রাজ্যে জবকার্ড দুর্নীতি প্রসঙ্গে হাইকোর্টের কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্য সরকার কমিটি গঠন করলে কোনও লাভ হবে না যখনই জব কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড যোগ করে দেওয়া হল তখ নই সব বাতিল হয়ে গেল। তার মানে এতদিন ভূতে টাকা খাচ্ছিল। এতদিন ধরে টাকা যে তোলা হয়েছে সেগুলো কোথায় গেল তার জবাব দিতে হবে তৃণমূল সরকারকে। তারপরে না হয় নতুন টাকা চাইবে!

পুরুলিয়ায় পাথর কেটে পাহাড় চুরি প্রসঙ্গে বলেন, পাথর তো দুরের কথা তৃণমূল লোকের বউ চুরি করে নিচ্ছে। এরা পাথর, বউ, বাথরুম সবই

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠীকোন্দল, একে অপরের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ বিবরণ জানিয়ে বনগাঁ থানায় লিখিত কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠীকোন্দল একে অপরের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মারধরের অভিযোগ। আহত উভয় পক্ষের, পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির। ঘটনার তদন্তে বনগাঁ থানার পলিশ। অভিযোগ কলেজ থেকে বাইরে বেরোতেই রাস্তার উপরে হামলার অভিযোগ একে অপরের বিরুদ্ধে। বনগাঁ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি অমিত চক্রবর্তী কলেজ থেকে গেটের বাইরে বেরোতেই সুজয় চক্রবর্তী সহ তার দলবল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অমিত চক্রবর্তীর উপরে চড়াও হয়। এমনকী তাকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এমনকী প্রাণহানি আশঙ্কাও করছেন বলে জানান অমিত চক্রবর্তী। ঘটনার

অভিযোগ দায়ের করা হয়। অন্যদিকে বনগাঁ কলেজের ছাত্র নেতা সুজয় চক্রবর্তীর দাবি, আমি সবে কলেজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম হঠাৎ করে অমিত চক্রবর্তী সহ তার দলবল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আচমকা আমার উপরে চড়া হয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েই আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। রাস্তায় ফেলে বেধডক মারধর করা হয় পরবর্তীতে আমি বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি হই। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম নিজেদের মধ্যে ঝামেলা মিটে যাবে কিন্তু কেন তারা অভিযোগ জানিয়েছে আমি জানিনা। আমিও থানায় অভিযোগ জানিয়েছি, আইনের উপরে আস্থা রয়েছে পুলিশ সঠিক তদন্ত করুক। শংকর আঢ্য একসময় বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তার স্ত্রী বর্তমানে ভাইস চেয়ারম্যান রাজনৈতিক সূত্রে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয়, আমাকে যদি কেউ

তাদের সাগরেদ বলে তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আমাকেও বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয় তাই আমার প্রশাসনের কাছে আবেদন বিষয়টা সঠিক তদন্ত করুক পাশাপাশি দলের কাছেও আবেদন সঠিক তদন্ত করুক দল। অন্যদিকে কটাক্ষ করে বিজেপির বক্তব্য, তৃণমূলের বর্তমান অবস্থা মা হারার মতো, কলেজে একটা অর্থ আসে সেই অর্থ কে খাবে সেই নিয়ে মারামারি। যারা খেত তাদের বাবা এই মুহূর্তে নেই-ইডি হেপাজতে আছে আর আরেক পক্ষ যারা খেতে চাইছেন তাদের বাবাও কিছুদিনের মধ্যেই ইডি দপ্তরে যাবেন তাই এই অর্থ কিভাবে খাওয়া যায় সেটাই নিয়ে ঝামেলা। বনগাঁ কলেজ বর্তমানে শিক্ষার জায়গা নয়, এটা ক্লাবের মতো দুষ্কৃতীদের আস্তানা তৈরি হয়েছে। এই জন্যই এই ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপরে হামলা।



সিউড়ি পুর প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বিদ্যাসাগর কলেজ ময়দানে। সিউড়ি পুর এলাকার ২৯টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ৩৪টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে।

মিড ডে মিলের রান্না করবে সহায়ক দলের মহিলারা

প্রধান শিক্ষককে তালা লাগিয়ে চলল বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পটাশপুর: স্কুলের মিড ডে মিলের রান্না করবে কোনও সহায়ক দলের মহিলারা, তা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বিবাদ। প্রধান শিক্ষককে অফিসের মধ্যে তালা লাগিয়ে চলল বিক্ষোভ। ঘটনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ নম্বর ব্লুকের পরশুরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

অভিযোগ, পরশুরাম মাতঙ্গিনী স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা ২০০৫ সাল থেকে বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের রান্নার জন্য নিয়োজিত হন। বৃহস্পতিবার তারা বিদ্যালয়ে রান্না করতে গিয়ে দেখেন অন্য একটি

মঙ্গলবার বড়জোড়া ব্লকের গোপবান্দী এলাকায় হাতির

হানায় মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হাতির হানায়

পরপর দু'জনের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে

ঘুম থেকে উঠে শৌচকর্ম করতে বাড়ির বাইরে যান

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে

মেদিনীপুর: জাঁকিয়ে ঠান্ডা দিকে এই তাপমাত্রা বাড়তে

বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা তৈরি হয়েছে। যা ক্রমশ বিহার ও

দলের মহিলারা রান্না করতে চাইলে তাদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের বচসা সৃষ্টি হয়। এমনকী তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় রান্না সরঞ্জাম।

কেন স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের রান্না করতে দিচ্ছেন না প্রধান শিক্ষক? মাতঙ্গিনী স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের অভিযোগ প্রধান শিক্ষক তাদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা গ্রুপ লোন ধার হিসেবে চেয়েছিলেন। মাতঙ্গিনী স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা সেই লোন দিতে রাজি হননি। তাই প্রধান শিক্ষক

হাতির হানায় ফের মৃত্যু, বাঁকুড়ার

হরিচরণডাঙায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হাতির হানায় বাড়ির বাইরে সে সময় দাপিয়ে বেরাচ্ছিল চারটি দাঁতাল

ফের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল বাঁকুড়ায়। গতকাল মাঝরাতে হাতি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটি হাতি মামণির ওপর

বাঁকড়ার বড়জোড়া ব্লকের হরিচরণডাঙা এলাকায় হাতির হামলা চালায়। হাতিটি গুঁড়ে করে মামণিকে তুলে আছাড়

হানায় মৃত্যু হল মামণি ঘোড়ুই এর। এর আগে গত মেরে প্রায় ত্রিশ ফুট দেহটি টেনে নিয়ে যায় হাতিটি। শব্দ

কনকনে শীতের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর

জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

তবে কনকনে শীতের মধ্যে

কেন এই বৃষ্টিং আলিপুর

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর,

পশ্চিমী ঝঞ্জার কারণে

উত্তরপ্রদেশ এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত

ঝাড়খণ্ডমুখী হচ্ছে। অন্যদিকে

হরিচরণডাঙা গ্রামের বছর চব্বিশের তরুণী মামণি ঘোড়ুই। সরানোর দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী।

একটি স্ব-সহায়ক দলকে নিয়োজিত করে মিড ডে মিলের রান্নার জন্য।

প্রতিবাদে মাতঙ্গিনী স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা প্রধান শিক্ষকের অফিসের মধ্যে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান। দীর্ঘদিন ধরে চলে বিক্ষোভ। বন্ধ থাকে মিড ডে মিলের রান্না। খবরে পেয়ে দুপুরে ঘটনাস্থলে আসে পটাশপুর থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। হস্তক্ষেপে মাতঙ্গিনী স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের পুনরায় মিড ডে মিলের রান্নায় নিয়োজিত করার পর

শুনে আমবাসারা বোরয়ে এলে হাতিগুলি আম ছেডে

পালিয়ে যায়। এরপর আহত মামণিকে গ্রামবাসীরা উদ্ধার

করে বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে

গেলে চিকিৎসকরা মামণিকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে

হাতির হানায় একের পর এক মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই

এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত এলাকা থেকে হাতি

বোলপুর ডাকবাংলো ময়দানে জোনাল পর্যায়ে খাদি মেলায় শ্রুতি নাটব পরিবেশন করছেন গোপালকৃষ্ণ ঘোষ ও বহ্হি চক্রবর্তী। এবার মিলবে খেজুর গুড়ের পাউডার

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলাতে তৈরি হচ্ছে খেজুর গুড়ের পাউডার। অন্যান্য জিনিসের মতোই দুধের সঙ্গে কিংবা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতেই পারে এই পাউডার। এমনটাই বলছে প্রস্তুতকারক ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি। বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর রকের সরবোডয়া শবর আম সংলগ্ন এলাকায় সঞ্জীবনী ফার্মার্স প্রডিউসার্স কোম্পানির তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে খে জুর গুড় এবং খেজুর গুড়জাত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য। বোতলবন্দি খেজুর গুড়, পাটালি, খেজুর গুড়ের বরফি ছাড়াও সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে খেজুর গুড়ের পাউডার। বিক্রি হচ্ছে কলকাতার বাজারেও। বিপুল চাহিদা

খেজুর গাছ থেকে পারা হচ্ছে জিরান কাঠের রস। প্রথম কাঠের রস ফুটিয়ে জাল দিয়ে সম্পূর্ণ আর্দ্রতা বের করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর পাত্রে ঘষে শুকিয়ে নেওয়া হয় গুড। তারপর শুকনো খেজুর গুড়কে গুড়িয়ে নিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তৈরি করা হচ্ছে খে জর গুডের পাউডার। এই পদ্ধতিতে কোনও রকম কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না বলেই দাবি প্রস্তুতকারকদের।

ফার্মারস প্রোডিউসার কোম্পানির সিইও রানা পন্ডা বলেন, 'খেজুর গুড় এবং খেজুর গুড়ের পাটালিতে আর্দ্রতা

থাকে। অতিরিক্ত আর্দ্রতা থাকার কারণে গুড় নষ্ট হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। আমরা চাইছিলাম খেজুর গুড় সংরক্ষণ করে রাখতে। সংরক্ষণ করার জন্যই খেজুর গুড় থেকে সম্পূর্ণ আর্দ্রতা বের করে পাউডার করা হচ্ছে।



এই পাউডার প্রায় ৮-৯ মাস থাকবে। সরবেড়িয়া শবর গ্রামের প্রায় আড়াইশো শবর পরিবারের বাস। মুখ্য জীবিকা ছিল দিনমজুরি এবং খেজুরের রস তৈরি করা। কোনও মতেই সংসার চলছিল না এই দুই কাজ করে। সারা বছরে বিক্ষিপ্ত ভাবে কাজ পেতেন এই গ্রামের মানুষ। খুব কস্ট করেই চলত জীবনযাত্রা। বর্তমানে সঞ্জীবনী ফার্মাস প্রডিউসার কোম্পানির হাত ধরে ১২ জন পুরুষ এবং দশ জন মহিলা তৈরি করছেন খেজুর গুড়ের পাউডার থেকে শুরু করে পাটালি এবং বরফি। তাঁরা বোতলবন্দি করছেন খেজুর গুড়। স্বনির্ভরতার পথ দেখছে শবর গ্রাম।

আসন্ন মুকুটমণিপুর মেলায় থাকবে একটি বিশেষ স্টল, সেখানে পাওয়া যাবে খেজুর গুড়ের পাউডারটি। রানা পন্ডার দাবি, বাঁকুড়া উদ্যানপালন দপ্তর এই কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

জিআই স্বীকৃতি পেতে চলেছে সিমলাপালের পুখুরিয়া গ্রামের কাঁসার বাটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার জিআই স্বীকৃতি পেতে চলেছে সিমলাপালের পুখুরিয়া গ্রামের কাঁসার বাটি। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণে সিমলাপাল ব্লুকের বিক্রমপুর অঞ্চলের পুখুরিয়া গ্রাম গ্রামের বেশিরভাগ কর্মকার সম্প্রদায়ের বসবাস। আর কর্মকার থাকা মানেই



একটু অন্যরকম এখনে রাং ও তামার মিশনে কাঁসার বাটি তৈরি করা হয়। তাও আবার পিটিয়ে এই বাটি ৮০০ গ্রাম থেকে ৩৫ কেজি পর্যন্ত করা হয়েছে এই গ্রামে। কেজি প্রতি ১৬০০ থেকে ১৭০০ টাকা পড়ে। ৮৫ টার মতো কমারশালা বা ইউনিট রয়েছে এই গ্রামে, এই জামবাটি ভারতের বাজারে সেরকমভাবে বিক্রি না হলেও বিদেশের বাজারে কদর রয়েছে। জানা যায়, বিদেশে এই জামবাটিগুলি সাউন্ড থেরাপি চিকিৎসাতে কাজে লাগে তাই এর কদর অনেক বেশি। তাছাড়াও ঘর সাজানো কাজে ব্যবহার করা হয় এই কাঁসার বাটি। অস্ট্রেলিয়া, জার্মান, নেপাল, ফ্রান্স, ইতালি ইউরোপ কান্ট্রিগুলিতে এর কদর বেশি। এছাড়াও কলকাতা ও দিল্লিতে এর সাউন্ড থেরাপি শুরু হয়েছে বলেই জানা যায়।

অবৈধ বালির চোরা চালানের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরের শ্যামলা এলাকার অজয় নদী থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই রমরমিয়ে চলছিল বালি পাচার। বুধবার রাতে বালি পাচারের সময় হাতে নাতে ছ'জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের পেশ করা হয় দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতে বিচারকের এজলাসে। ধৃতদের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার হারোয়ার বাসিন্দা রেজাউল মোল্লা, হাসান আলি মোল্লা, পূর্ব বর্ধমানের গলসির বাসিন্দা শুভ রুইদাস ও মুর্শিদাবাদ জেলার ঘর গ্রামের মহিন্দ্রনাথ দাসের ৪ দিনের পুলিশ হেপাজত ও অন্য দু'জনের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃত মুর্শিদাবাদের মহিন্দ্রনাথ দাস নকল চালান তৈরি করে পশ্চিম বর্ধমান জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মূর্শিদাবাদ জেলাতেও অজয় নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে তা পাচার করত বলে অভিযোগ। ধৃতদের জেরা করে অবৈধ বালি পাচারের সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে তা জানা যাবে বলে জানান পাণ্ডবেশ্বর থানার এক আধিকারিক।

রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বেই মালদা জেলার ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নবীন মাহফুজুর রহমান, কালিয়াচক ২ এবং প্রবীণদের নিয়েই মালদা জেলার ব্লক সভাপতি গঠন করে লোকসভা নির্বাচনে লড়তে চলেছে তৃণমূল। বুধবার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বেই প্রতিটি জেলার ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার মালদা জেলার ১৫ টি ব্রকের দলীয় সভাপতিদের তালিকা ও সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রকাশ করে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানে চারটি ব্লকের পাঁচজন ব্লক সভাপতির নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাকি ব্লকগুলিতে বিগত দিনে যারা সভাপতির দায়িত্বে ছলেন, দল তাদেরকেহ সামনে

লডতে চলেছে। জেলা তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লককে দুটি জোনে ভাগ করা হয়েছে 'এ' এবং 'বি'। এই দৃটি জোনের নতুন ব্লুক সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন মহম্মদ জিয়াউর রহমান এবং মর্জিনা খাতন। পরাতন মালদা ব্রকের নতন সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন রবীন দাস। চাঁচল ২ ব্লুকের ব্লুক সভাপতি হয়েছেন আবল কালাম আজাদ এবং কালিয়াচক ১ ব্লকের দলীয় সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন মহম্মদ সারিউল শেখ। এছাডাও বাকি ব্লকগুলিতে যথাক্রমে দায়িত্বে রয়েছেন ইংরেজবাজারের প্রতিভা

রেখে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে

এবং ৩ ব্লুকে ফিরোজ শেখ ও মোস্তাক হোসেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লুকে তাবারক হোসেন, চাঁচল ১ ব্লুকে আফসার আলি, রতুয়া ১ এবং ২ ব্লকের সভাপতি হয়েছেন অজয় কুমার সিনহা, রাকিবুল হক। গাজোল ব্লকের সভাপতি হয়েছেন দীনেশ টুডু, বামনগোলা ব্লকে সভাপতি হয়েছেন অশোক সরকার, হবিবপুর ব্লুকের সভাপতি হয়েছেন

জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে চারটি ব্লকের পাঁচ জন সভাপতির নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাকি ব্লকগুলিতে পুরনোরাই রয়েছেন। এই নতুন ব্লকগুলিতে যাদের সভাপতি করা হয়েছে, তাদের দলগত সক্রিয় ভূমিকা এবং এলাকায় পরিচিতি হিসাবেই বিভিন্ন মহল থেকে নাম উঠে আসছিল। এবারে নবীন এবং প্রবীণদের সভাপতি দায়িত্ব দেওয়ার পরেই লোকসভা নির্বাচনে দলগতভাবে কাজ শুরু হবে। আমাদের লক্ষ্য এখন একটাই, উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদা এই দুটি লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূলের দখল করা। ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা হওয়ার পরই এখন থেকেই বিভিন্ন বুথস্তরে সভাপতিরা স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে

স্মার্ট মিটার বসাতে গিয়ে দুর্ঘটনা, পুড়ে গেল বরাত পাওয়া সংস্থার কর্মীর মুখ ও হাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আটাকলে যান অনুপ কুণ্ডু। এরপর স্থানীয়রাই পুরনো মিটার বদলে স্মার্ট মিটার উদ্ধার করে তাঁকে স্থানীয় গোগড়া

মিটার থেকে ছিটকে আসা আগুনে ঝলসে গেল বরাত পাওয়া সংস্থার এক কর্মীর মুখ ও হাত। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। আহত ওই কর্মীকে কোতুলপুরের গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি

করা হয়েছে। স্থানীয় জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার

কোতুলপুরের লাগদারপট্টি এলাকায় সেখানেই আপাতত চিকিৎসাধীন একটি আটা কলে বুধবার সন্ধ্যায় পুরনো মিটার বদলে নতুন মিটার বসানোর কাজ করছিলেন বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার অনুপ কুণ্ডু নামের এক কর্মী। তার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন না করেই স্মার্ট মিটার বসাতে গেলে আচমকাই আগুন ছিটকে এসে ঝলসে দেয় ওই ঠিকা সংস্থার কর্মীর মুখ ও হাত। গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই পড়ে

বসাতে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা। স্মার্ট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।



রয়েছেন অনুপ কুণ্ডু। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতকে দেখতে যান বিদ্যুৎ দপ্তরের স্থানীয় কোতুলপুর স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন আহত কর্মীর পরিবারের লোকজনও। স্থানীয়দের দাবি, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন না করে স্মার্ট মিটার বসাতে গিয়েই বিপত্তি ঘটেছে।

মিড ডে মিলে খিচুড়ির সঙ্গে পাটি সাপটা পিঠে ফুরফুরা নারায়ণী বালিকা বিদ্যালয়ে, খুশি ছাত্রীরা

শ্রীলঙ্কার কাছেও তৈরি হয়েছে

ঘূর্ণাবর্ত। জোড়া ফলায় বছর

শুরুর মাসেই কনকনে শীতের

মধ্যে বৃষ্টিপাত দেখা দিয়েছে

বঙ্গের একাধিক জেলায়। বাদ

যায়নি পূর্ব মেদিনীপুরও। তবে

শুক্রবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমবে বলে

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর।

মহেশ্বর চক্রবর্তী 🔵 হুগলি

পড়েছে। তারই মধ্যে বৃহস্পতিবার

সকাল থেকে সৈকতের জেলা পূর্ব মেদিনীপর মেঘলা আবহাওয়া।

কাঁথি, এগরা, পটাশপুর সহ বিভিন্ন

জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দেখা

দিয়েছে। মেঘলা আকাশ থাকলেও

পারদ কিছুটা নিচে রয়েছে। তবে

সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে ছাতা মাথায় দিয়ে স্কলে যেতে হচ্ছে ছাত্রীদের। মকরসংক্রান্তি উৎসব চলছে সারা বাংলা জুড়ে। এই রকম পরিস্থিতিতে মিড ডে মিলে পাটি- সাপটা পিঠে আলাদা মাত্রা নিয়ে এল ছাত্রীদের মধ্যে। শীতের আমেজে পাটি সাপটা পিঠে মুখে নিয়ে এক অনাবিল আনন্দ মাতোয়ারা হয়ে উঠলো ছাত্রীরা। এদিন মিড ডে মিলে পাটি সাপটা হয় হুগলির ফুরফুরা নারায়ণী বালিকা বিদ্যালয়ে। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে যখন মিড ডে মিল নিয়ে ভূড়ি ভূড়ি অভিযোগ উঠে আসছে তখন ফুরফুরা নারায়ণী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিদিন নিত্যনতুন পদ রান্না করে ছাত্রীদের দেওয়া হয়। এমনকি নানা সময়ের মরসুমী ফল দেওয়া হয় ছাত্রীদের পাতে, দেওয়া হয় বিভিন্ন রকমের মিষ্টি। স্কুলে



অনুষ্ঠান হলে তো কথাই নেই, মিড ডে মিলে থাকে মাংস ভাত থেকে বিরিয়ানি। স্কুলের ছাত্রীদের দাবি, দিদি মণিদের কাছে তাদের পছন্দের খাবার আবদার করলেই পরদিন তা হাজির হয় মিড ডে মিলের পাতে। সেরকমই

পৌষ পার্বণ উপলক্ষ্যে ছাত্রীদের আবদার ছিল পিঠে খাওয়ার। বৃহস্পতিবার মিড ডে মিলে খি চুড়ির সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসাবে ছাত্রীদের দেওয়া হয় পাটি সাপটা।

বর্তমানে এই স্কলে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চারশো

জনের উপর। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মৃদলা হালদার বলেন, পৌষ পার্বণ উপলক্ষ্যে ছাত্রীদের জন্য পাটি সাপটা করা হয়েছে। তবে প্রতি দিনই মিড ডে মিলে ছাত্রীদের জন্য স্পেশাল কিছু না কিছু আইটেম থাকে। মিড ডে মিল নিয়ে বিভিন্ন স্কুলে ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগ তাহলে এই স্কুলে এত কিছু খাবার দেওয়া সম্ভব হয় কি করে? প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষিকা জানান বিশেষ কোনো টেকনিক নেই। তবে বাড়তি খরচ বাঁচিয়ে এটা করা সম্ভব এবং পুরো বাজার করার দায়িত্বটা তিনি নিজের কাঁধেই নিয়েছেন।

তাহলে কোথাও কি অন্যান্য স্ক্রলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন প্রধান শিক্ষাকা মৃদুলা হালদার! শিক্ষক শিক্ষিকাদের একটু সদিচ্ছা থাকলে স্কুলের মিড মিল নিয়ে আঙুল তোলা সম্ভব নয়। যা প্রমাণ করে দিয়েছে হুগলির ফুরফুরা নারায়ণী বালিকা

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

রামমন্দির উদ্বোধনের আগে গুজরাতে নৌকোডুবি,

রামের নামে স্ট্যাম্প প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর



नशां पिल्ला, ১৮ জাनुशां तिः ताममित উদোধन উপলক্ষে বিশেষ পোস্টেজ স্ট্যাম্প প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এছাড়াও বিশ্বের নানা প্রান্তে ভগবান রামের ছবি দিয়ে যত স্ট্যাম্প প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলোর সংকলন করে একটি

বইও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে সাজ সাজ রব গোটা দেশজুড়ে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার নিজেই। তার জন্য কঠোর সংযমের পথে হাঁটছেন মোদি। উদ্বোধনের চারদিন আগে তিনি প্রকাশ করলেন রামমন্দিরের বিশেষ স্ট্যাম্প। স্মারক হিসাবেই ব্যবহৃত হবে এই নতুন স্ট্যাম্প। বিশেষ স্ট্যাম্পের নকশায় রয়েছে সূর্য আর সরযূ নদীর ছবি। এছাড়াও রামমন্দিরের গায়ে যেসমস্ত ভাস্কর্য রয়েছে সেগুলোর ছবিও তুলে ধরা হয়েছে নতুন স্ট্যাম্পে। রামমন্দিরের ছবিও স্ট্যাম্পে রাখা হয়েছে। নতুন স্মারক স্ট্যাম্পের পাশাপাশি একটি বইও প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বের নানা প্রান্তে আজ পর্যন্ত রামকে নিয়ে যত স্ট্যাম্প প্রকাশিত হয়েছে, সমস্তগুলোর সংকলন রয়েছে এই

এই স্ট্যাম্প প্রকাশের পরে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিশেষ বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। রামমন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অভিযানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে উচ্ছুসিত মোদি। স্ট্যাম্প প্রকাশের পরে দেশবাসী ও বিশ্বের সমস্ত রামভক্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, এদিন মোট ৬টি স্মারক স্ট্যাম্প প্রকাশ

পিকনিকে গিয়েছিল পড়ুয়ারা। চেপেছিল নৌকোয়। নৌকো উল্টে সলিলসমাধি বরোদায় হার্নি লেকে এই কাণ্ড হয়েছে। কোনও পড়ুয়ার গায়েই লাইফ জ্যাকেট ছিল না।

পড়ুয়ারা বরোদার একটি বেসরকারি স্কুল সানরাইজ'-এ পড়াশোনা করে। স্কুলের তরফেই তাদের পিকনিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বেড়াতে গিয়ে বিপত্তি। প্রত্যক্ষদর্শীদের সত্রে জানা গিয়েছে, একটি নৌকোয় ২৭ চেপেছিল। সেটি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয়

বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং দমকলবাহিনী। উদ্ধারকাজ শুরু করে। তাদের পৌঁছনোর আগেই হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে কয়েক জন পড়ুয়াকে উদ্ধার করেন স্থানীয়েরা। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ছ'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকিদের জল থেকে তুলে হাসপাতালে ভর্তি

সংস্থা মোসাদের গোপন ডেরায়

ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর

মঙ্গলবার পাকিস্তানের বালুচিস্তানে

জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ করে ক্ষেপণাস্ত্র

হামলা চালায় ইরান। জঙ্গি সংগঠন

জইশ আল অদলের ঘাঁটিতে সেই

হামলা চালানো হয় বলে দাবি

তাদের। পরে পাকিস্তান সরকার

জানিয়েছিল, কোনও উস্কানি ছাড়ায়

বালুচিস্তানে হামলা চালিয়েছে ইরান

এবং তা আন্তর্জাতিক আইন এবং

রাষ্ট্রপঞ্জের নীতির পরিপন্থী। এবার

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এক্স শোক প্রকাশ করেছেন। মৃতদের আত্মার শান্তিকামনা করেছেন তিনি। তাঁদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। গুজরাতের শিক্ষামন্ত্রী কুবের দিনদোর বলেন, 'নৌকো উল্টে ছ'জন স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুর খবর পেয়েছি। উদ্ধারকাজ চলছে।' বরোদার জেলাশাসক এবি গোর জানিয়েছেন, নৌকোয় ২৭ জন ছিলেন। বিরোধী রাজনীতিকদের দাবি, ওই নৌকোয় ১৫ জন চাপতে পারেন। সেখানে ২৭ জন পড়য়াকে তোলা হয়েছিল। কেন এ রকম করা হল, প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

রাজৌরিতে বার বার জঙ্গি হামলা

হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন

Corrigendum

अश्या গ্যাস হামলা, অভিযুক্তের জামিন নাকচ

গ্যাস হামলায় এক অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করল দিল্লির আদালত। বৃহস্পতিবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে খারিজ হয় হামলার অন্যতম অভিযুক্ত নীলম আজাদের জামিন। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে সংসদ হানার বর্ষপূর্তিতেই নতুন সংসদ ভবনে গ্যাস হামলা চালায় কয়েকজন। আপাতত অভিযুক্তদের মধ্যে ৪ জন রয়েছে পুলিশি হেপাজতে।

অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নীলম আজাদ। যদিও হামলার সময়ে সংসদ ভবনের ভিতরে যাননি তিনি। বাইরে দাঁড়িয়ে হামলাকারীদের সাহায্য করছিলেন। হামলার পরে প্রকাশেটে কেন্দ সবকাবকে তোপ গ্রেপ্তার করে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার দিল্লির জানিয়েছিলেন তিনি। ইউএপিএর আওতায় আটক থাকা নীলমের জামিন খারিজ করে দেয় আদালত। উল্লেখ্য, গ্যাস হামলার সময়ে সংসদের ভিতরে ঢকেছিলেন মাইসুরুর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া সাগর শর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাইসুরুরই আর এক বাসিন্দা মনোরঞ্জন ডি। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজনের মধ্যে একজন নীলম।

দিল্লির বাংলো থেকে উচ্ছেদ রুখতে হাইকোর্টে মহুয়া

नशां पिल्लि, ১৮ জानुशांतिः पिल्लित বাংলো ছাড়তে নারাজ তৃণমূলের বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া মৈত্ৰ। উচ্ছেদ রুখতে ফের দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কৃষ্ণনগরের বহিষ্কৃত

সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পরেই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মহুয়া মৈত্রকে সরকারি বাংলো ছাড়তে ডিবেক্টবেট এস্টেট। কিন্তু তিনি সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দারস্থ হন। দিল্লি হাই কোর্ট সেসময় হস্তক্ষেপ করেনি। এই বিষয় নিয়ে ডিরেক্টরেট অফ এস্টেটের কাছেই আবেদন করতে বলা হয়। একই সঙ্গে মামলাটিকে তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেয় উচ্চ আদালত। সেইমতো মহুয়া ডিরেক্টরেট অফ এস্টেটের কাছে আবেদন করেন।

মহুয়ার অনুরোধ ছিল, অস্তত লোকসভা ভোট পর্যন্ত তাঁকে ওই বাংলোয় থাকয়ে দেওয়া হোক। সেই আবেদন ना মেনে উলটে অবিলম্বে তাঁকে দিল্লির বাংলো थालि कतात निर्दर्भ पिराह এস্টেট। বুধবারই মহুয়াকে কার্যত কড়া ধরানো হয়েছে। কেন বাংলো খালি হয়নি ? জানতে চায় সচিবালয়। সেই নোটিসের পালটা ফের দিল্লি হাইকোর্টে তৃণমূল নেত্ৰী। গেলেন এবারেও তাঁর দাবি, লোকসভা পর্যন্ত বাংলো ব্যবহারের অনমতি দেওয়া হোক।

প্রসঙ্গত, 'অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন' কাণ্ডে গত ৮ ডিসেম্বর মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ হয়। তাঁকে ৭ জান্য়ারির মধ্যে বাংলো খালি করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট বণতরীটি। এএনআই সূত্রে খবর, এডেন উপসাগরে ভাড়া দিয়ে লোকসভা নির্বাচন চলাচল করছিল মার্শাল আইল্যান্ডের নিশানবাহী **পর্যস্ত বাংলোটি ব্যবহারের** বাণিজ্যতরী এমভি জেনকো পিকার্ডি। বুধবার রাত ভারতীয়। তবে এই হামলায় জাহাজটির অল্পবিস্তর ক্ষতি অনুমতি চেয়েছিলেন মহুয়া।

দুয়েক আগেই

জঙ্গিঘাঁটিতে মিসাইল হামলা

চালিয়েছিল তেহরান। 'বদলা' নিতে

বুধবার ইরানে দুটি বালোচ বিদ্রোহী

সংগঠনের ঘাঁটিকে নিশানা করে

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। আর এর

পরই সেই দুই সংগঠনের অন্যতম

'বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা'

করল। পরিষ্কার জানিয়ে দিল,

পাকিস্তান যা করেছে সেজন্য তাকে

মূল্য দিতে হবে।

পাকিস্তানে

ইরানে পাল্টা হামলা পাকিস্তানের, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে ৪টি শিশু ও ৩ মহিলার মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ১৮ জানুয়ারি: পাকিস্তানের বালুচিস্তানে জঙ্গি সংগঠন জইশ আল অদলের ঘাঁটিতে ইরানের মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার পর এ বার ইরানের উপর পাল্টা হামলা চালাল পাকিস্তান। ইরান সীমান্তের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী আস্তানাকে নিশানা করে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের সিয়েস্তান-ও-বালুচিস্তান প্রদেশে

খোরাল ২ঞে লাোহত সাগরের

পরিস্থিতি। বিভিন্ন দেশের হুমকি

উড়িয়ে সেখানে একাধিক পণ্যবাহী

ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীটি

আক্রমণ করেছে আমেরিকার

বাণিজ্যতরীতেও। এই হামলার

পালটা মার দিয়েছে ওয়াশিংটনও।

বাণিজ্যতরীতে ড্রোন হামলা। খবর পেয়েই আক্রান্ত

জাহাজটিকে সাহায্য করতে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয়

নৌসেনার যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিশাখাপত্তনম।

জলদস্যুদের দমনে ওই এলাকায় মোতায়েন ছিল



সমন্বিত সামরিক হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের ভূখণ্ডে পাক

ফের ইয়েমেনে হাউথিদের ঘাঁটিগুলোকে

নিশানা করেছে মার্কিন সেনা

ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি: ক্রমেই ফের নতুন করে ইয়েমেনে শানানো হয়েছে বা কটি মিসাইল

হাউথিদের ঘাঁটিগুলোকে নিশানা

করেছে মার্কিন সেনা। এমনটাই

জানা গিয়েছে, ইয়েমেনের ঠিক

কোন অঞ্চলে হামলা চালানো

হয়েছে সেই বিষয় কিছু জানাননি

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই মার্কিন

ফৌজের কর্তা। কীভাবে আক্রমণ

এডেন উপসাগরে বাণিজ্যতরীতে ড্রোন

হামলা, সাহায্যে পৌঁছল ভারতীয় রণতরী

সান্না, ১৮ জানুয়ারি: ফের এডেন উপসাগরে আক্রান্ত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য চাওয়া হয়

১১.১১টা নাগাদ ড্রোন হামলা হয় ওই জাহাজটিতে। হলেও হতাহতের কোনও খবর নেই।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মির

সূত্রের খবর। সংবাদ সংস্থা সূত্রে

মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা

ছোড়া হয়েছে সেহ নিয়েও কোনও

তথ্য দেননি তিনি। তবে সংবাদ

সংস্থা এপি-র প্রতিবেদন মোতাবেক

হামলা চালিয়েছে আমেরিকা।

আক্রান্ত জায়গাণ্ডলো হচ্ছে,

হোদেইদা, তাইজ, ধামার, আল

বায়দা ও সাদা

ভারতীয় নৌসেনার কাছে। খবর পেয়েই জাহাজটিকে

উদ্ধারে দ্রুত পৌঁছে যায় আইএনএস বিশাখাপত্তনম।

জলদস্যদের দমনে ওই এলাকায় মোতায়েন ছিল

রণতরীটি। মনে করা হচ্ছে, এই হামলার পিছনে

ইয়েমেনের হাউথিদের হাত রয়েছে।জানা গিয়েছে, ওই

জাহাজটিতে ২২ জন নাবিক ছিলেন। যার মধ্যে ৯ জন

পড়ে পাক ফৌজের ক্ষেপণাস্ত্র।

লিবারেশন আর্মি'র তরফে জানানো

হয়, 'পাকিস্তানকে এর মূল্য চোকাতে

হবে। বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি

এর পর আর চুপ করে থাকবে না। আমরা এর বদলা নেবই। পাকিস্তানের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে।

স্বাভাবিক ভাবেই এই হুমকি থেকে

পরিষ্কার, সংঘর্ষ আগামিদিনে আরও

বড় চেহারা নিতে চলেছে। তেমনটাই

মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিকে

এহেন ডামাডোলে বন্ধু তেহরানের

পাশে দাঁড়িয়েছে নয়াদিল্লি। বিদেশমন্ত্রকের কথায়,

'অনেক সময় আত্মরক্ষায় এহেন পদক্ষেপ করে

রাষ্ট্রগুলো। এটা আমরা বুঝি।'

বৃহস্পতিবার

ইরানে প্রত্যাঘাত চালাল পাকিস্তান।

PAHARPUR GRAM PANCHAYAT P.O: DANGA PARA, RANINAGAR - I BLOCK, MURSHIDABAD WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

dersigned is hereby published the e-Tender vide No. 14/PGP/5th SFC/2023-24 (Tender ID: 2024_ZPHD_649050_1) for Construction of road protection wall. Bid submission start date (online) 18/01/2024 from 12-30 p.m. Bid submission closing date (online) 25/01/2024 upto 12-30 p.m. Details of NIeT & Tender documents may Sd/-, Prodhan

Paharpur Gram Panchayat Raninagar-I Block, Msd

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT Patharprtima Block, District South 24 Parganas

ABRIDGED NIT On behalf of **Banashyamnagar Gram Panchayat** of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for Construction of BP Road **NIT No 45/BNGP/5thsfc/Untied/2024** to 46/BNGP/5thsfc/Untied/2024. 2 Nos @ 293452/- 2 Nos Burning Ghat Untied/2024. 2 Nos @ 293452/- 2 Nos Burning Ghat 48/BNGP/5thsfc/Tied/2024 to 49/BNGP/Tied/2024 2nos @ 169784/-one no culvert @ Rs-169842/- 47/ BNGP /Untied/2024. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is 10:00 AM of 18th jan. 2024 to 10:00 AM of 27th jan 2024.For details, please

Sd/- Pradhan, Banashyamnagar Gram Panchayat

Office of the **BHAKURI-II GRAM PANCHAYAT**

Vill- Belpukur, P.O.- Balarmpur, P.S. & Block- Berhampore Dist- Murshidabad, Pin-742165 Notice Inviting e-Tender No. 14/5th SFC-United/2023-24 & 15/5th SFC Tied

2023-24.

Download Tender documents from 19-01-2024, at 17.00 Hours., Tender documents submission from 19-01-2024, at 17.30 Hours, Tender documents sub sission upto 01-02-2024 at 11.00 Hours, Technical bid opening- 03-02-2024 11.00 Hours, Financial bid opening- 06-02-2024 at 11.00 Hours, Plese visit ebsite- http://wbtenders.gov.in Sd/- PRODHAN

Bhakuri-II Gram Panchayat Berhampore Block, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

পার্কিং লট চালনার জন্য চুক্তি সম্পাদন

<mark>নং ঃ সিডব্লু/পার্ক/ই-অকশন/২০২৩, তারিখ ১৭.০১.২০২</mark>৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার. পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিশ্ভিং, ডিআরএম বিশ্ভিং, কাইজার স্ট্রিট. শীয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম** : শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট চালনা। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএআরকে-এফইবি** ২৪-৫০। অকশন শুরু ঃ ০৫.০২.২০২৪-এ বেলা ১২টা। ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশন যথাক্রমে ঃ (১) পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু- ৩১৩; আগরপাড়া। (২) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিভব্ন-৯১; জগদ্দল। (৩) পার্কিং-এসডিএএইচ- বিজিএল-টিভব্ন-২৬৩; বণ্ডলা।(৪) পার্কিং-এসডিএএইচ এজিপি-টিডব্ল-৩০৯; আগরপাড়া। (৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-সিজি-টিডব্ল-৫৯; ক্যানিং। (৬) পার্কিং এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-৮৪; ইছাপুর। (৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-এমপিই-টিডব্লু-৩৩৯; মালতিপুর পুনরায় বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে সম্ভাব্য বিভারদের অনুরো (SDAH-346/2023-24 টেডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ 💌 @EasternRailway 🚹 @easternrailwayheadquarter



W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD. 23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001 Website: www.wbagroindustries.com, Email: wb.agro@wbaicl.com Phone No. 2230-2314/2230-2315

NIeA No. AIC/ PD/ EE/ NIeA-02/23-24 dt. 18-01-2024 Item-wise E-Auction is invited by the Executive Engineer ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION for "Disposal of Scrap Empty M.S. Barrels 'As is where is Basis' at District Offices of the Corporation" from eligible, reliable and resourceful bidders.

Bid Documents will be available from https:// | Visit to website: www.wbtenders.gov.in. For details please contact to

wbtenders. gov.in Last Date for Submission: 26/01/2024 at 15:00 hrs.

নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে মৃত জওয়ান রাজৌরি সীমান্তের কাছে সেনার

শ্রীনগর, ১৮ জানুয়ারি: পুরনো ল্যান্ডমাইনের উপর পা দিতেই বিপত্তি। প্রাণ হারালেন এক জওয়ান। আহত আরও দু'জন। জম্মু ও কাশ্মীরের নওশেরায় নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে এই ঘটনা ঘটেছে।

সেনা জওয়ানেরা নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ওই এলাকায় টহল দিতে বার হয়েছিলেন। তখন মাটির নীচে পোঁতা ল্যান্ডমাইনের উপর অজান্তেই পা দেন এক জওয়ান। তাতে বিস্ফোরণ ঘটে। গুরুতর আহত হন ওই জওয়ান। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দুই সহকর্মী জওয়ানও হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেনাবাহিনীর তরফে মৃত জওয়ানের নাম প্রকাশ করা হয়নি। আহতদের এখনও চিকিৎসা চলছে।

14/KGP/2024 (SI.- 01), Date: 16.01.2024. Submission of EMD 8 ead 02.02.2024 up to 05:30 PM nstead of 01.02.2024 up to 01:00 PM. All other remain unchanged. Pradhan Kanaipur Gram Panchayat NIT Memo no.:

33/E.O./ Bishnupur-II dated 17/01/2024 Fender is hereby invited for (30 r under Pathashree Rastashree Fund) from Bonafide

and resourceful contractors having 40% credential on total estimated Contractors experience in a single work orde within last 5 years will be eligible to apply. Details will be available from the Office of the undersigned during office hours on all working

Block Development Officer Bishnupur-II Development Block

Howrah Municipal Corporation Borough-II

43, Jelia Para Lane - 711106 Ph: 033-2665-0888 e-Tender Notice

E-Tender No.: TN/007/AE/B-II/ 2023-24, Date: 19.01.2024 Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: https://:wbtenders.gov.in uploading (online) Start: 19.01.2024 at 06:00 PM. Submission Closing (Online): 08.02.2024 at 06:00 PM.

> **Assistant Engineer** Borough-II, H.M.C.

(RISHNANAGAR MUNICIPALITY Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanaga Municipality invites **NieT No**: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR NIT-43/2ND CALL/2023-24 for Road in Ward No-10 & 12 under WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIQ-49/2023-24 for Supply of F u e l Operated Hydraulic Tripper for Solid Naste Management under Krishnanagar Municipality & WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ AMRUT/NIT-15/5TH CALL/2022-23 for Construction of New Park beside Kadamtala Immersion Ghat at Ward No-22 under AMRUT within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: https://wbtenders. gov.in for details. Tender Id: 2024_MAD_649284_1,2024_MAD_649284_2, 2024_MAD_649133_1 & 2024_MAD_649186_1.

Sd/- Chairman Krishnanagar Municipality

(0)

জওয়ানেরা। ডিসেম্বরের শেষে নিতে যাচ্ছিলেন ওই জওয়ানেরা। BARANAGAR MUNICIPALITY 87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035 Ref. No. NIT 13/KGP/2024 (SI.- 01)

ট্রাকে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছিল

পাঁচ জওয়ানের। অভিযানে অংশ

ork of "Procurement of 3(Three) Nos. Ope lydraulic Trailers for Better Public Service nder Baranagar Municipality". NIeQ No NBMAD/BM/HD/NIQ- 80(eSWM)/2023-24 **2024_MAD_ 649320_1.** Bid submission o end date(Online) is 01.02.2024 up to 1.00 wbtenders. gov.in and visit www. baranagarmunicipality.org

Date Corrigendum NIT No. SFDC/MD/NIT-

33(e)/2023-24 (2nd call) Tender Id: 2023_SFDCL_633525_1

(Schedule of Dates: **Bid Submission End Date** 24/01/2024 at 2.00 p.m.

Date of opening Technical Bid -25/01/2024 at 2.00 p.m.

https://wbtenders.gov.in.

🖚 ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

N.I.E. ET. No. 375/PW/Eng/24 Dt. 18.01.24 N.I.E. ET. No. 374/PW/Eng/24

Dt. 18.01.24 N.I.E. ET. No. 373/PW/Eng/24 Dt. 18.01.24

Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact

to Tender Cell, AMC. Sd/-

SE, **Asansol Municipal Corporation**

Khanakul-II Panchayat Samit Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghl NOTICE INVITING TENDER

04/Kh-II/2023-24, Date: 17 01.2024. Tender ID: 2024 ZPHD_648241_1 to 3 for C.C. Road. Last date of closing bids ends on 27.01.2024 up to 10:30 AM. & Nlet No. 05/EO KH-II/2023-24, Date: 17.01. 2024. Tender ID: 2024_ZPHD _648652_1 to 2 for C.C. Road. Last date of closing bids ends on 31.01.2024 up to 06:00 PM. & Niet No. 06/EO KH-II/2023-24, Tender ID: 2024_ZPHD_649064_1 for C.C. Road. Closing bids ends on 26.01.2024 up to 06:00 PM. For detail visit <u>www.</u> wbtenders.gov.in

Executive Officer Khanakul-II Panchayat Samity

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY (A Statutory body of the Govt. of West Bengal) City Centre, Durgapur - 713216 (Ph.: 0343-2546716/6815) N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-86/2023-24

Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System for the works (1) Tender ID No. 2023_ADDA_649478_1, (2) Tender ID No 2023_ADDA_649529_1, (3) Tender ID No. 2023_ADDA_649562_1. For othe details visit our website <u>www.addaonline.in</u> or <u>http://wbtenders.gov.in</u> or contact Exe. Engr.(Elect.)ADDA. Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA

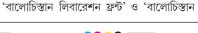
Notice Inviting E-Tender N.I.E. ET. No. 359/PW/Eng/24 Dt. 16.01.2024 N.I.E. ET. No. 360/PW/Eng/24 Dt. 16.01.2024

Tender Cell, AMC Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

পাকিস্তানের জেহাদি ডেরায় মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালায় ইরান। পাকিস্তানের সবথেকে বড় প্রদেশ বালোচিস্তানে জেহাদি সংগঠন জইশ আল

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার





আদলের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ইরানের এলিট

রেভোলিউশনারি গার্ড। এর পরই বুধবার





'বালোচিস্তান





চিত্রপরিচালক তপন সিংহ, মৃত্যুর এক যুগ পরেও জনপ্রিয়তার শীর্ষে ভারতীয় সিনেমার অল রাউভার



অরুণ কুমার চক্রবর্তী

জনপ্রিয়তার কোনও বাঁধাধরা ছক নেই।কোন পথ ধরে এগোলে একজন জনপ্রিয় হতে পারেন তার কোন হদিস কারও জানা নেই।কিন্তু তপন সিংহের ক্ষেত্রে বোধহয় এই কথাটা খাটে না। তিনি যেন জানতেনই জনপ্রিয়তার সিঁডি কীভাবে ভাঙতে হবে। সিঁড়ির কোন ধাপ অতিক্রম করলে তিনি পৌঁছে যাবেন অভীষ্ট লক্ষ্যে। জনপ্রিয়তার প্রকৃত রাস্তাটা যেন তাঁরই একান্ত তা নাহলে মৃত্যুর এক যুগ পরেও সেই ছকহীন জায়গায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে কেউ থাকতে পারেন না।এখানেই তপন সিংহের সার্থকতা এই সার্থকতার কারণ তাঁর প্রতিভার জাত, তাঁর ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য এই অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মান্যটি যেদিন রুপোলি জগতের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন,ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ যুগের অবসান হল। আমাদের চলচ্চিত্রে যাঁরা আভিজাত্যের মাত্রা যোগ করেছিলেন সত্যজিৎ,ঋত্বিক ও মৃনালের সঙ্গে তাঁর অন্যতম স্থপতি তিনি ৷যদিও সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মূনাল সেনদের ছায়ায় কিছুটা হলেও ঢাকা পড়েছিলেন তপন সিংহের মতো ব্যক্তিত্ব ৷সত্যজিৎ যখন. উনিশ শতকীয় মানবতাবাদকে চলচ্চিত্রীয় বাস্তবে রূপাস্তরিত রার চেম্ভায় রত.ঋাত্মক যখন হাতহাস ঘেটে একধরণের বিস্ফোরক বাস্তবতা তৈরি করছেন,

মুনাল ব্যস্ত মধ্যবিত্ত ও নাগরিকতার পথিবী নিয়ে,তপন সিংহ তখন তাঁর ছবিতে প্রাধান্য দিয়েছেন মানুষের একলা চলার লডাইকে গোষ্ঠীবদ্ধ লডাইয়ের প্রতি তাঁর আস্থা কোনও দিনই ছিলনা। তাঁর লেখায়, 'গোষ্ঠীবদ্ধ লড়াই হয়তো সহজে জেতা যায়, কিন্তু পরে মানুষে মানুষে মতান্তর হয়, মতান্তর পরিণত হয় কলহে।ফলে লড়াইয়ের অন্তর্নিহিত আদর্শ বোধও হারিয়ে যায়।

তপন সিংহের চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে

হাতেখড়ি হয় 'অঙ্কুশ' ছায়াছবির মধ্য দিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'সৈনিক' অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি তেমন একটা সাফল্য পায় নি। এই ছবি তৈরিতে বেশ হতাশই ছিলেন তিনি তোঁর দ্বিতীয় ছায়াছবি 'উপহার' মুক্তি পায় ১৯৫৫সালে। অভিনয়ে ছিলেন উত্তমকমার ও মঞ্জু দে। মোটামুটি সাড়া ফেলেছিল ছবিটি।ত বে বক্স অফিস সাফল্য বলতে যা বোঝায়,তা হয়নি। প্রথম দটি ছবি বানিজ্যিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৯৫৬ সালে মুক্তি পেল 'টনসিল'। বলা যেতে পারে, তারপর থেকেই তপন সিংহের পরিচালনা জীবনে মাইলফলক।তারপর আর ওকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।তাঁর চতুর্থ ছবি 'কাবুলিওয়ালা' বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিল। এ ছাডাও ছবিটি একইসাথে শ্রেষ্ঠ ভারতায় ছাব এবং শ্রেষ্ঠ বাংলা ছাব হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল। এরপর ১৯৫৭

সালে হৈ হৈ করে শুরু হল 'লৌহকপাট' ছবি তৈরির কাজ ৷তবে ১৯৬১সালে বানানো তাঁর নবম ছবি 'ঝিন্দের বন্দী' থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি তৈরি করেছিলেন।তাঁর ছবিগুলি জীবনমুখী,সুর মুর্ছনায় ভরা এক আবেশময় তৃপ্তি এনে দেয় চিরিত্র গুলো যেন পাশের বাডির প্রতিবেশীদের প্রতিনিধি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের চলচ্চিত্র জীবনে তাঁর পরিচালিত ছবির সংখ্যা প্রায় চল্লিশ।খান দশেক ছবি ছিল হিন্দিতে তেতদিনে তিনি একের পর এক ভিন্ন ধারার ছবি সৃষ্টির কারিগর। 'অঙ্কুশ' থেকে শুরু শেষ ' ডটারস অফ দিস সেঞ্চরি' ছবি দিয়ে। ১৯৫৪ থেকে ২০০১, এই সাঁইত্রিশ বছরে তিনি 'ক্ষুধিত পাষান', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'সাগিনা মাহাতো' 'আপনজন,' 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'গল্প হলেও সত্যি',জতুগৃহ, 'অতিথি', 'হাটে বাজারে', 'হুইলচেয়ার', 'এখনই, 'নির্জন সৈকতে', আদালত ও একটি মেয়ে', 'আতঙ্ক ',আঁধার পেরিয়ে', 'ক্ষনিকের অতিথি'- এর মতো হৃদয় ভরানো ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। ১৯ টি রাষ্ট্রীয় পরস্কার পেয়েছেন। ভূষিত হয়েছেন 'পদ্মশ্রী' সম্মানে। ২০০৬ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন চলচ্চিত্রের সেরা সম্মান দাদা সাহেব ফালকে জীবনস্বীকৃতি স্কার। ভারত সরকার তার নামে ডাক টিকিটও প্রকাশ করেছেন যথাযথ মর্যাদায়। তপন

সিংহের ছবি আসলে গল্প ভিত্তিক কোনও তথ্যপ্রকাশ নয়,একটা সূর তাল ছন্দের সামগ্রিক মিশ্রণ। কিংবদন্তি পরিচালক বিমল রায়ের কাছে তপন সিংহের পরিচালনার হাতেখডি ৷ক লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর কর্ম জীবনের সূত্রপাত নিউ থিয়েটার্স ও ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে, শব্দযন্ত্রী হিসেবে। পরে লন্ডনের পাইনউড স্টুডিওতে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীর. পড়াশোনা ও গবেষণার পাশে কলকাতা শহরে বাংলা সিনেমার নতুন সংসার পাততে চলেছেন তিনি। দু চোখ স্বপ্নময়। এতদিন তাঁর পরিচালিত ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর বা আলি আকবর খাঁ এর মতো গুণী শিল্পীরা। ১৯৬৫ সালে 'অতিথি' ছবিতে তিনি প্রথম সঙ্গীতের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।শুরু হল তপনের নতুন পথচলা। ছবির জন্য নিজে গান লিখলেন এবং সুর দিলেন। 'মাঝে নদী বহেরে, ওপারে তুমি রাধে, এপারে আমি'। তারপর ইতিহাস। পরপর নিজের ছবিতে সুরকার ও গীতিকারের ভূমিকা। পরের বছর তৈরি করলেন 'গল্প হলেও সত্যি'। মাটির সুরে 'শুক বলে ওঠো সারি,ঘুমায়োনা আর' -গানে কণ্ঠ দিলেন আরতি মুখোপাধ্যায়। এই ছবিতেই নিজের কণ্ঠে গান গাইলেন অভিনেতা রবি ঘোষও। এরপর সুরকার তপন সিংহ দাপটের সঙ্গে নিজের সুরের বিস্তার ঘটিয়েছেন একের পর এক ছবির গানে।! 'হাটে বাজারে' ছবিতে বৈজয়ন্তিমালাকে দিয়ে বাংলা গান গাওয়ালেন 'আমি চেয়ে থাকি,চেয়ে চেয়ে থাকি'। এই ছবিতেই চিন্ময় রায় নিজের গলায় গাইলেন 'আগে আগে ননদী চলে, পিছে ননদাইয়া।' নকশাল আন্দোলনের ছবি 'আপনজন' -এ ফাঁকা

স্টেডিয়ামে বখাটে ছেলেদের উদাত্ত কণ্ঠে ক্ষ্ম্আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন ভরাক্ষ্ম রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্তম্ভিত দর্শক।পরবর্তীকালে 'এখনই' ছবিতে নবাগত মৃনাল মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গাওয়ালেন 'বন্ধু তোমার আসার আশাতে' এবং 'রাত কেন তন্দ্রাহারা।' তাঁর সঙ্গীতমুখর 'হারমোনিয়াম' ছবিতে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর সহজ কথা, সরল সুর, মেলোডি ভিত্তিক অন্তর্নিল আবেদনের বিপুল সম্ভার। 'ময়নামতির পথের ধারে' (মান্না-বনশ্রী), 'কাল খুশির তুফান উড়িয়ে (আরতি-পিনটু), 'এমনি করেই যদি চলতে পারি' (তরুন-হৈমন্তী), 'মন বলে আমি মনের কথা জানিনা' (হেমন্ত-অরুন্ধতি দেবী)। অভিনেত্রী ছায়া দেবী গাইলেন 'আহা ছল করে জল আনতে আমি যমনাতে যাই' — সবই বিশ্বাসযোগ্য উচ্চারন হয়ে ওঠে। তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের প্রাথমিক পর্বে রেকর্ডিং সূত্রে বিশিষ্ট সুরকার-ত্রয়ী পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে গানের খুঁটিনাটি ব্যাপারে যা শিক্ষা পেয়েছিলেন,তা তাঁর সাঙ্গীতিক গুনপনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল।

'সাগিনা মাহাতো' ছবিতে প্রেমের গানে তপন কখনও সুর করেন 'ছোটিসি পঞ্ছি ছোট্ট ঠোঁটেরে' কখনও 'ভালোবেসে বেসে বাসরে ভাল' — চিরকালীন অমর হয়ে আছে।

শ্বাস কন্ত আর বুকে পেস মেকার নিয়ে শেষ জীবনে নিসঙ্গতাকে সঙ্গী করে কিছুটা আকস্মিকভাবেই চলে গেলেন বাঙালির 'আপনজন' তপন সিংহ, ২০০৯-এর ১৫ জানুয়ারি। স্ত্রী অরুন্ধতীকে ছাড়া বেশিদিন সিনেমা জগতে কাটান নি তিনি। যতদিন বেঁচে ছিলেন 'গীতবিতান' ছিল তাঁর সারাক্ষনের সঙ্গী।



করোনা মহামারি নিয়ে চীনকে ক্ষমা

করোনা মহামারি ততীয় বছরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু এ ভাইরাসের উৎসসংক্রান্ত প্রশ্নটি ক্রমেই চাপা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি আরেকটি মহামারি মোকাবিলা করতে চাই, তাহলে চলমান মহামারির কারণ সম্পর্কে জানাটা জরুরি। কোভিড-১৯ মহামারিতে বিশ্বজুড়ে এরই মধ্যে ৫৪ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটা মহামারির সরাসরি ফলাফল। কিন্তু এই মহামারিতে মানুষের স্থলতা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, হতাশা, মাদকাসক্তি, হত্যা, গৃহ সহিংসতা, বিচ্ছেদ ও আত্মহত্যাও অনেক বেড়ে গেছে। এর মধ্যেই আবার অমিক্রন ধরনের রেকর্ড সংক্রমণ ঘটছে এবং বিশ্বের অনেক দেশে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ নির্মূলের বিষয়টা ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন করোনাভাইরাসের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে কীভাবে জীবন ধারণ করব তা রপ্ত করার পথ খুঁজছি, তখন সবার আগে আমাদের আগের ভুল পদক্ষেপগুলো খুঁজে বের করা দরকার। এর মানে হচ্ছে, আমাদের প্রথম ও সর্বপ্রথম চীনের দিকে পর্যালোচনামূলক দৃষ্টি দিতে হবে।

এটা সর্বজনবিদিত যে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের নেতৃত্বাধীন চীন উহানে নতুন ও প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের উদ্ভব হয়েছে এবং সেটা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াচ্ছে;প্রথম দিকেই সেই তথ্য লুকিয়েছিল। এর ফলে স্থানীয় প্রাদুর্ভাব বৈশ্বিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। করোনাভাইরাস কি প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিকভাবে উৎপত্তি হয়েছে, নাকি উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি (ডব্লিউআইভি) ল্যাব থেকে ছড়িয়েছে, সেটা এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার চেয়ে বরং চীন ধোঁয়াশার আশ্রয় নিয়েছে। কোভিড-১৯ উৎপত্তি নিয়ে যেকোনো ধরনের স্বাধীন ফরেনসিক তদন্তের পথ বন্ধ করে দিয়েছে তারা। এটাকে তারা 'উৎস-খোঁজার নামে সন্ত্রাসবাদ' বলে অভিহিত করেছে। করোনার উৎপত্তি নিয়ে তদন্তের আহ্বান জানানোয় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অনানুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা

চীনের এসব বাজে আচরণ ঢাকা দেওয়ার চেস্টা করা হচ্ছে। মহামারির শুরুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস চীন সরকারের নিয়ন্ত্রণে চীনের পদক্ষেপকে প্রশংসা করছিলেন। চীনের হচ্ছে, কেন চীনের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে, এমন সেন্সর করতে শুরু করে। দাবিগুলো পর্যালোচনা করার বদলে ডব্লিউএইচও তাদের হয়ে প্রচারযম্ব্রের কাজ শুরু করেছিল।

পদে মনোনয়ন পান তিনি। আবার করোনাভাইরাস ল্যাব থেকে পোষণকারীদের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। ল্যাব থেকে এ মহামারিতে চীন মুনাফা করেছে, তাদের রপ্তানি বেড়েছে। এ বাঁচিয়ে দিয়েছে। ডব্লিউআইভির সঙ্গে যৌথভাবে পশ্চিমা অনেক অবৈজ্ঞানিক বলে মত দেন। চিঠিটি খসড়া করেন ইকোহেলথ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাদুড়বাহিত করোনাভাইরাস নিয়ে গবেষণা করছে। ডব্লিউআইভি প্রজেক্টে যুক্তরাষ্ট্র কেন অর্থায়ন করছে, সে সম্পর্কে তারা এখনো পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে বলা হয়েছিল, ডব্লিউআইভিকে দেওয়া মার্কিন তহবিল থেকে চীনের গোপন সামরিক প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে

বৈশ্বিক স্বাস্থ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এ রকম সীমাহীন কয়েকজন ভাইরাসবিশারদের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। ঘোষণা দেয় চীন। তবে করোনাভাইরাস ল্যাব থেকে ছড়িয়েছে মতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক পদে মনোনয়ন দিয়েছে। ব্যর্থতা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বারের মতো ডব্লিউএইচওর মহাপরিচালক সেখানে তাঁরা করোনার উৎপত্তি প্রাকৃতিকভাবে নয়, এমন ধারণা কি না;এমন ধারণা আবার নাকচ করে দেওয়া হয়। এই যুক্তরাষ্ট্র কোনো প্রার্থী দেয়নি। আবার করোনাভাইরাস ল্যাব তার উপযুক্ত সময়।

একটি গবেষণাগারে অর্থায়ন করল যুক্তরাষ্ট্র?

অ্যালায়েন্সের (বাদুড়বাহিত করোনাভাইরাস নিয়ে গবেষণা স্বার্থসংশ্লিষ্টতার বিষয়টা যখন সামনে এল, তখন অনেক দেরি

গত সেপ্টেম্বরে চীনের ল্যাবগুলো প্রাণঘাতী জীবাণু নিয়ে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ল্যানসেট পত্রিকায় বেশ গবেষণা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে আরও নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষার

ছড়িয়েছে কি না;এমন ধারণা থেকে পশ্চিমারা চীনকে অনেকটাই ভাইরাসের উৎপত্তি এমন যেকোনো ধারণাকেই তাঁরা সংকটকে চীন তাদের ভুরাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে

চীনের এসব বাজে আচরণ ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠান) প্রেসিডেন্ট। কিন্তু ইকোহেলথ অ্যালায়েন্সের মহামারির শুরুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস চীন সরকারের বলা কথাগুলো হয়ে গেছে। মার্কিন মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তোতাপাখির মতো আওড়ে যাচ্ছিলেন। মহামারি নিয়ন্ত্রণে চীনের ল্যাব দুর্ঘটনা থেকে করোনা ছড়ানোর ধারণাকে বড়যন্ত্রতত্ত্ব বলে পদক্ষেপকে প্রশংসা করছিলেন। চীনের দাবিণ্ডলো পর্যালোচনা বলা কথাগুলো তোতাপাখির মতো আওড়ে যাচ্ছিলেন। মহামারি কি না, সেটা যাচাইয়ের অধিকার মার্কিনদের রয়েছে। এখন প্রশ্ন উড়িয়ে দেয়। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটার এ ধরনের পোস্ট করার বদলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের হয়ে প্রচারযন্ত্রের কাজ শুরু

> বৈশ্বিক স্বাস্থ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এ রকম সীমাহীন ব্যর্থতা সত্ত্বেও ফ্রান্স ও জার্মানি গেব্রেয়াসুসকে দ্বিতীয়বারের

থেকে ছড়িয়েছে কি না;এমন ধারণাগত তত্ত্ব (হাইপোথিসিস) থেকে পশ্চিমারা চীনকে অনেকটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে। উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির সঙ্গে যৌথভাবে পশ্চিমা অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাদুড়বাহিত করোনাভাইরাস নিয়ে গবেষণা করছে। ডব্লিউআইভি প্রজেক্টে যুক্তরাষ্ট্র কেন অর্থায়ন করছে, সে সম্পর্কে তারা এখনো পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে বলা হয়েছিল, ডব্লিউআইভিকে দেওয়া মার্কিন তহবিল থেকে চীনের গোপন সামরিক প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে কি না, সেটা যাচাইয়ের অধিকার মার্কিনদের রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন চীনের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন একটি গবেষণাগারে

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ল্যানসেট পত্রিকায় বেশ কয়েকজন ভাইরাস-বিশারদের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তাঁরা করোনাভাইরাসের উৎপত্তি প্রাকৃতিকভাবে নয়, এমন ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। ল্যাব থেকে এ ভাইরাসের উৎপত্তি এমন যেকোনো ধারণাকেই তাঁরা অবৈজ্ঞানিক বলে মত দেন। চিঠিটি খসড়া করেন ইকোহেলথ অ্যালায়েন্সের (বাদুড়বাহিত करताना ভाইतारमत गरवय गात रिविषक गरवय गा थे छिष्ठान) প্রেসিডেন্ট। কিন্তু ইকোহেলথ অ্যালায়ান্সের স্বার্থসংশ্লিষ্টতার বিষয়টা যখন সামনে এল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ল্যাব দুর্ঘটনা থেকে করোনা ছড়ানোর ধারণাত্মক তত্ত্বকে ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বলে উড়িয়ে দেয়। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটার এ ধরনের পোস্ট সেন্সর করতে

গত সেপ্টেম্বরে চীনের ল্যাবগুলো প্রাণঘাতী জীবাণু নিয়ে গবেষণা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে আরও নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘোষণা দেন সি চিন পিং। তবে করোনাভাইরাস ল্যাব থেকে ছড়িয়েছে কি না;এমন ধারণা আবার নাকচ করে দেন। এই মহামারিতে চীন মুনাফা করেছে, তাদের রপ্তানি বেড়েছে। এই সংকটকে চীন তাদের ভূরাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে

কিন্তু হিসাবটা এখন ঘুরে যাচ্ছে। তিন ভাগের এক ভাগ আমেরিকান এখন বিশ্বাস করেন, কোভিড-১৯ ভাইরাস উহানের ল্যাব থেকে উৎপত্তি হয়েছে। উপরস্তু চীনে নব্য-সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা এখন সবার কাছেই স্পষ্ট। অগ্রসর অর্থনীতির দেশগুলোতে চীনের গ্রহণযোগ্যতা কমছে। করোনাভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে তদস্ত বিশ্বনেতারা যদি তদস্ত চান, তবে এখনই THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE. PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA megatherm MEGATHERM INDUCTION LIMIT

Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of "Megatherm Transmission & Distribution Private Limited" on October 22, 2010 under the provisions of the Companies, Kolkata, West Bengal. Further, pursuant to the special resolution passed by the shareholders in the Extra Ordinary General Meeting held on September 16, 2015 the name of our Company was changed from "Megatherm Induction Private Limited" and a fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal dated September 23, 2015. Subsequently, pursuant to Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting, held on November 15, 2022, our Company was converted into a Public Limited Company was changed from "Megatherm Induction Private Limited" to "Megatherm Induction Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated December 20, 2022, issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. For further details of Incorporation, change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 131 of the Red Herring Prospectus.

> Registered Office: Plot- L1 Block GP, Sector V, Electronics Complex, Saltlake City Kolkata-700091, West Bengal, India.; Tel No: + 91 33 4088 6200; E-mail: cs@megatherm.com; Website: www.megatherm.com; CIN: U31900WB2010PLC154236; Contact Person: Abanti Saha Basu, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTER: SHESADRI BHUSAN CHANDA, SATADRI CHANDA AND MEGATHERM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE).

Our Company is engaged in the business of manufacturing of induction heating and melting products by means of electric induction like induction melting furnace and induction heating equipment.

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 49,92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF MEGATHERM INDUCTION LIMITED ("OUR COMPANY" OR "MIL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [♠] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF [♠] PER EQUITY SHARES") OF MEGATHERM INDUCTION LIMITED ("OUR COMPANY" OR "MIL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [♠] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF [♠] PER EQUITY SHARES") OF MEGATHERM INDUCTION LIMITED ("OUR COMPANY" OR "MIL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [♠] PER EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ [♠] PER EQUITY SHARES OF ₹ [♠] PER EQUITY AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 2,50,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 10 FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 10 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER"). RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF ₹,41,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ [♠] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [♠] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.16% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

- QIB PORTION: NOT MORE THAN 50,00% OF THE NET ISSUE
- NON-INSTITUTIONAL PORTION: NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET ISSUE
- RETAIL PORTION: NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET ISSUE MARKET MAKER PORTION: UPTO 2,50,800 EQUITY SHARES OR 5.02% OF THE ISSUE

PRICE BAND: RS. 100 TO RS. 108 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH

THE FLOOR PRICE IS 10 TIMES OF THE FACE VALUE AND THE CAP PRICE IS 10.8 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1200 EQUITY SHARES THEREAFTER.

RISKS TO INVESTORS:

 Our loan agreements requires our Corporate Promoter to pledge Equity Shares of our Company with lenders. Any breach by our Company of certain covenants under the financing agreements may entitle these lenders to exercise their rights under the financing agreements and reduce the shareholding of our Corporate Promoter, which may adversely affect our business.

The Merchant Banker associated with the Issue has handled 39 public issue out of which none closed below the Issue Price on listing date.

Name of the Promoter Shesadri Bhusan Chanda

Satadri Chanda Megatherm Electronics Private Limited The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2023 for the company at the upper end of the Price Band is 10.68

and the Issue Price at the upper end of the Price Band is Rs. 108 per Equity Share.

- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2021, 2022, 2023 is 16.30%
 - The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of RHP is as given below

isition (in ₹)	Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Upper end of the Price Band (Rs. 108) is "X" times the weighted Average cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
	Last 1 year	0.00	NA	0-0
	Last 18 months	0.00	NA	0-40
	Last 3 years	0.85	127.06	0-40

The Weighted average cost of acquisition compared to floor price and can price

· Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoter is

The Holghest around to adjust the most prior and dap prior				
Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 100)	Cap price (i.e. ₹ 108)	
Weighted average cost of acquisition of primary Issuance (exceeding 5% of the pre Issue Capital)	NA^	NA^	NA^	
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition (exceeding 5% of the pre Issue Capital)	NA^	NA^	NA^	
Weighted average cost of acquisition of past primary issuances / secondary in last 3 years	0.85	117.65 Times	127.06 Times	

^ There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) as mentioned except bonus issue in last 18 months from the date of Red Herring Prospectus

BID/ISSUE PROGRAM

BID/ ISSUE OPENS ON⁽¹⁾: THURSDAY, JANUARY 25, 2024

BID/ ISSUE CLOSES ON: TUESDAY, JANUARY 30, 2024

Our Company in consultation with the BRLM may consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investor Biding Date shall be one Working Day prior to the Bid / Issue Opening Date in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be

Average cost of Acquis

6.39

13.77

recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents. The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for

domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Portion, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA" process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 254 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/ Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/ Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Applicants' sole risk. Bidders/ Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID provided in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Applicants and the Bid cum Form should match with the PAN. DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Corporate Structure" on page 131 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 299 of the Red Herring Prospectus

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The liability of the members is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorized share Capital of the Company is Rs.19,00,00,000/- (Rupees Ninteen Crore only) divided into 1,90,00,000 (One Crore Ninty Lakhs) Equity Share of Rs. 10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the issue is Rs. 13,84,87,290 /- (Rupees Thirteen Crores Eighty-Four Lakhs Eighty Seven Thousand Two Hundred Ninty Only) divided into 1,38,48,729 (One Crore Thirty Eight Thousand Seven Hundred Twenty Nine) Equity Shares of Rs. 10/- each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by them at the time of the Number of Equity Shares subscribed for by the Number of Equity Shares subsc signing of the Memorandum of Association of our Company, Shesadri Bhusan Chanda - 2,500 Equity shares, Ayati Chanda - 2,500 Equity Shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 131 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 59 of the Red Herring Prospectus. LISTING: The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the NSE (NSE Emerge). Our Company has received an 'in-principle' approval from the Equity Shares pursuant to letter Ref.: NSE/LIST/2938 dated January 12, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated

Stock Exchange shall be National Stock Exchange of India Limited (NSE). A signed copy of the Red Herring Prospectus dated January 18, 2024 has been delivered for filling to the ROC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 299 of the Red Herring Prospectus. DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence

there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 232 of the Red Herring Prospectus. DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ("NSE EMERGE") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the

contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE' TRACK RECORD OF LEAD MANAGER: The Merchant Banker associated with the issue has handled 39 public issues in the past 3 years all of which were SME IPOs.

GENERAL RISK: Investments in equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 25 of the Red Herring Prospectus.

ASBA* | Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!

*Application- Make use of it!!!

*Application- Make use of it!!!

*Application- Make use of it!!!



UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors (RII)**

Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI - Now available in ASBA for RIIs applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. RIIs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank

Investors have to apply through the ASBA process, "ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue" Procedure" beginning on page 254 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the Stock Exchanges and in the General Information Document. *ASBA forms can be downloaded from the website of NSE ("NSE Emerge")

**List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Axis Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id- ipo.upi@npci.org.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link www.sebi.gov.in. For issue related grievance investors may contact: Hem Securities Limited- Sourabh Garg (+91 22 -49060000) (Email Id: ib@hemsecurities.com).

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

REGISTRAR TO THE ISSUE

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

HEM SECURITIES LIMITED

Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India

Tel. No.: +91-22-4906 0000; **Email:** ib@hemsecurities.com Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com

Website: www.hemsecurities.com Contact Person: Sourabh Garg SEBI Reg. No.: INM000010981

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Address: S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, Maharashtra, India.

Telephone: +91 22 6263 8200; Facsimile: +91 22 6263 8299

Email: ipo@bigshareonline.com: Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com; Contact Person: Mr. Babu Rapheal SEBI Registration Number: MB/INR000001385; CIN: U99999MH1994PTC076534

megalherm

Abanti Saha Basu **MEGATHERM INDUCTION LIMITED**

Address: Plot- L1 Block GP, Sector V, Electronics Complex, Saltlake City Kolkata-700091, West Bengal, India.; **Tel. No.** + 91 33 4088 6200; **E-mail:** cs@megatherm.com; Website: www.megatherm.com; CIN: U31900WB2010PLC154236

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue at www.hemsecurities.com, the website of NSE Emerge at https://www1.nseindia.com/emerge/index_sme.htm respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Megatherm Induction Limited, Telephone: +91 33 4088 6200; BRLMs: Hem Securities Limited, Telephone: +91-22-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91-81 and 191 and 19 22-49060000 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE Emerge and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Axis Bank Limited. | LINK TO DOWNLOAD ABRIDGED PROSPECTUS: https://megatherm.com/wp-content/uploads/2024/01/Abridged Prospectus.pdf | UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism. All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors Megatherm Induction Limited

Place: Kolkata, West Bengal **Date:** January 18, 2024

Abanti Saha Basu Company Secretary and Compliance Officer

and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme offer and is available on the websites of the BRLMs at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the

Disclaimer: Megatherm Induction Limited is proposing, subject to applicable statutory and requistory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated January 18, 2024 has been filed with the Registrar of Companies, Kolkata

registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.



THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. megatherm MEGATHERM INDUCTION



Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of "Megatherm Transmission & Distribution Private Limited" on October 22, 2010 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal, Further, pursuant to the special resolution passed by the shareholders in the Extra Ordinary General Meeting held on September 16, 2015 the name of our Company was changed from "Megatherm Transmission & Distribution Private Limited" to "Megatherm Induction Private Limited" and a fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Benga dated September 23, 2015. Subsequently, pursuant to Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting, held on November 15, 2022, our Company was converted into a Public Limited Company and consequently the name of our Company was changed from "Megatherm Induction Private Limited" to "Megatherm Induction Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated December 20, 2022, issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. For further details of Incorporation, change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 131 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: Plot- L1 Block GP, Sector V, Electronics Complex, Saltlake City Kolkata-700091, West Bengal, India., Tel No: + 91 33 4088 6200; E-mail: cs@megatherm.com; Website: www.megatherm.com; CIN: U31900WB2010PLC154236; Contact Person: Abanti Saha Basu, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTER: SHESADRI BHUSAN CHANDA, SATADRI CHANDA AND MEGATHERM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

Our Company is engaged in the business of manufacturing of induction heating and melting products by means of electric induction like induction melting furnace and induction heating equipment.

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 49.92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF MEGATHERM INDUCTION LIMITED ("OUR COMPANY" OR "MIL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF [•] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[•] LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 2,50,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 47,41,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹[+] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹[•] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.16% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

- QIB PORTION: NOT MORE THAN 50.00% OF THE NET ISSUE
- NON-INSTITUTIONAL PORTION: NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET ISSUE
- RETAIL PORTION: NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET ISSUE
- MARKET MAKER PORTION: UPTO 2,50,800 EQUITY SHARES OR 5.02% OF THE ISSUE

PRICE BAND: RS. 100 TO RS. 108 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH THE FLOOR PRICE IS 10 TIMES OF THE FACE VALUE AND THE CAP PRICE IS 10.8 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

RISKS TO INVESTORS:

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1200 EQUITY SHARES THEREAFTER.

- Our loan agreements requires our Corporate Promoter to pledge Equity Shares of our Company with lenders. Any breach by our Company of certain covenants under the financing agreements may entitle these lenders to exercise their rights under the financing agreements and reduce the shareholding of our Corporate Promoter, which may adversely affect our business.
- The Merchant Banker associated with the Issue has handled 39 public issue in the past three years out of which none Issue closed below the Issue Price on listing date.
- Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoter is

Sr. No.	Name of the Promoter	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Shesadri Bhusan Chanda	6.67
2.	Satadri Chanda	6.39
3.	Megatherm Electronics Private Limited	13.77

and the Issue Price at the upper end of the Price Band is Rs. 108 per Equity Share.

- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2023 for the company at the upper end of the Price Band is 10.68.
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2021, 2022, 2023 is 16.30%.
- The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one ^ There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) as mentioned except year, 18 months and three years from the date of RHP is as given below:

- Range of acquisition **Weighted Average** Upper end of the Price Band (Rs. 108) is "X" times the weighted Period **Cost of Acquisition** price: Lowest Price -**Average cost of Acquisition** Highest Price (in Rs.) (in Rs.) Last 1 year 0.00 NA 0-0 Last 18 months 0.00 NA 0 - 40Last 3 Years 0.85 127.06 0-40
- The Weighted average cost of acquisition compared to floor price and cap price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 100)	Cap price (i.e. ₹ 108)
Weighted average cost of acquisition of primary Issuance (exceeding 5% of the pre Issue Capital)	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition for secondary sale/acquisition (exceeding 5% of the pre Issue Capital)	I NIAA	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition of past primary issuances / secondary in last 3 years	0.85	117.65 times	127.06 times

bonus issue in last 18 months from the date of Red Herring Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE

Price Band/ Issue Price shall be determined by our Company in consultation with the Book Running Lead Manager on the basis of the assessment of market demand for the Equity Shares through the Book Building Process and on the basis of the qualitative and quantitative factors as described in this section. The face value of the Equity Shares is ₹10/- each and the Issue Price is 10 times of the face value at the lower end of the Price Band and 10.8 times of the face value at the upper end of the Price Band

QUALITATIVE FACTORS

We believe the following business strengths allow us to successfully compete in the industry

- Established Manufacturing facility 2. Technical capabilities for complex applications
- 3. Long standing relationship with our customers
- 4. Experienced and Qualified Promoters and Management team
- 5. Delivering financial performance with strong order book For a detailed discussion on the qualitative factors which form the basis for computing the price, please

QUANTITATIVE FACTORS

refer to sections titled "Our Business" beginning on page 105 of the Red Herring Prospectus.

The information presented below relating to our Company is based on the Restated Financial Statements For details, please refer section titled "Financial Information of the Company" on page 157 of the Red

Some of the quantitative factors which may form the basis for calculating the Issue Price are as follows 1. Basic & Diluted Earnings per share (EPS) (Face value of Rs. 10 each):

As per the nestated financial statements						
Sr. No	Period	Basic & Diluted (Rs.)	Weights			
1.	Financial Year ending March 31, 2023	10.11	3			
2.	Financial Year ending March 31, 2022	0.80	2			
3.	Financial Year ending March 31, 2021	2.25	1			
	Weighted Average	5.70	6			
	For Sentember 30, 2023	5.48*				

*Not annualized

Notes:

- i. The figures disclosed above are based on the Restated Financial Statements of the Company.
- ii. The face value of each Equity Share is Rs. 10.00.
- iii. Earnings per Share has been calculated in accordance with Accounting Standard 20 "Earnings per Share" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- iv. The above statement should be read with Significant Accounting Policies and the Notes to the Restated Financial Statements as appearing in Annexure IV.
- v. Basic Earnings per Share = Net Profit/(Loss) after tax, as restated attributable to equity shareholders / Weighted average number of equity shares outstanding during the year/period
- vi. Diluted Earnings per Share = Net Profit/(Loss) after tax, as restated attributable to equity shareholders / Weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the
- 2. Price Earning (P/E) Ratio in relation to the Price Band of ₹100 to ₹108 per Equity Share of Face Value of ₹10/- each fully paid up

Particulars	(P/E) Ratio at the Floor Price	(P/E) Ratio at the Cap Price
P/E ratio based on the Basic & Diluted EPS, as restated for the period ending March 31, 2023	9.89	10.68
P/E ratio based on the Weighted Average EPS, as restated.	17.54	18.95
		(= (=) =

Industry P/E Ratio*	(P/E) Ratio
Industry Average – Electrotherm (India) Ltd.	-
*For the purpose of industry, we believe the companies engaged in the same sector of	or engaged in the

similar line of business segment, however, they may not be exactly comparable in terms of size or business portfolio on a whole with that of our business. Average PE have been calculated based on the PE of the Peer company i.e. Electrotherm (India) Limited.

- i) The P/E ratio has been computed by dividing Issue Price with EPS.
- ii) P/E Ratio of the Company is based on the Annual Report of the Company for the year 2022-23 and stock exchange data dated September 06, 2023.

3. Return on Net worth (RoNW)*

Sr. No	Period	RONW (%)	Weights
1	Period ending March 31, 2023	27.66%	3
2	Period ending March 31, 2022	3.01%	2
3	Period ending March 31, 2021	8.80%	1
	Weighted Average	16.30%	6
	For period September 30, 2023	13.04**	

*Restated Profit after tax/Net Worth

- i. The RoNW has been computed by dividing net profit after tax (excluding exceptional items) with restated Net worth as at the end of the year/period
- ii. Weighted average = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. (RoNW x Weight) for each year/Total of weights.

4. Net Asset Value (NAV) per Equity Share:

Sr. No.	NAV per Equity Share	Outstanding at the end of the year (Amt. in Rs.)
1	As at March 31, 2023	36.56
2	As at March 31, 2022	26.44
3	As at March 31, 2021	25.55
4.	Period ending September 30, 2023	42.04
5	NAV per Equity Share after the Issue	
	(i) At Floor Price	57.40
	(ii) At Cap Price	59.52
6	Issue Price	[•]

*The above NAV has been calculated giving the effect of Bonus Share.

- 1. NAV per share =Restated Net worth at the end of the year/period divided by total number of equity shares outstanding at the end of the year/period.
- 2. Net worth is computed as the sum of the aggregate of paid-up equity share capital, all reserves created out of the profits, securities premium account received in respect of equity shares and debit or credit balance of profit and loss account. It may be noted that equity component of financial instruments is excluded while calculating Net worth of the Company.
- 3. Issue Price per Equity Share will be determined by our Company in consultation with the Book

5. Comparison of Accounting Ratios with Industry Peers:

	Current Market Price (Rs.)		EPS			RONW	Book	Total Income
Name of Company			Basic	Diluted	PE	(%)	Value (Rs.)	(Rs. In lakhs)
Megatherm Induction Limited	[•]	10	10.11	10.11	[•]	27.66%	36.56	26643.84
Peer Group								
Electrotherm (India) Ltd (Consolidated)	146.45	10	(9.28)	(9.28)	-	-	-	308074.00

- (i) Source All the financial information for listed industry peers mentioned above is sourced from the Financial Results of the aforesaid companies for the year ended March 31, 2023 and stock exchange data dated September 06, 2023 to compute the corresponding financial ratios. For our Company, we have taken Current Market Price as the issue price of equity share. Further, P/E Ratio is based on the current market price of the respective scrips.
- (ii) The EPS, NAV, RoNW and total Income of our Company are taken as per Restated Financial Statement for the Financial Year 2022-23.
- (iii) NAV per share is computed as the closing net worth divided by the weighted average number of paid up equity shares as on March 31, 2023.

(iv) RoNW has been computed as net profit after tax divided by closing net worth.

- (v) Net worth has been computed in the manner as specifies in Regulation 2(1) (hh) of SEBI (ICDR)
- (vi)The face value of Equity Shares of our Company is Rs. 10/- per Equity Share and the Issue price is [•] times the face value of equity share.

6. Key Performance Indicators:

The KPIs disclosed below have been used historically by our Company to understand and analyze the business performance, which in result, help us in analyzing the growth of our company.

The KPIs disclosed below have been approved by a resolution of our Audit Committee dated January 18 2024 and the members of the Audit Committee have verified the details of all KPIs pertaining to our Company. Further, the members of the Audit Committee have confirmed that there are no KPIs pertaining to our Company that have been disclosed to any investors at any point of time during the three years period prior to the date of filing of this Red Herring Prospectus. Further, the KPIs I P Khetan & Co., Chartered Accountants, by their certificate dated January 18, 2024.

The KPIs of our Company have been disclosed in the sections titled "Our Business" and "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations – Key Performance Indicators" on pages 105 and 208, respectively. We have described and defined the KPIs as applicable in "Definitions and Abbreviations" on page 1.

Our Company confirms that it shall continue to disclose all the KPIs included in this section on a periodic basis, at least once in a year (or any lesser period as determined by the Board of our Company), for a duration of one year after the date of listing of the Equity Shares on the Stock Exchange or till the complete utilization of the proceeds of the Fresh Issue as per the disclosure made in the Objects of the Issue, whichever is later or for such other duration as may be required under the SEBI ICDR Regulations. Further, the ongoing KPIs will continue to be certified by a member of an expert body as required under the SEBI ICDR Regulations.

Key Performance Indicators of our Company

(All amounts in Rs. Lakhs)

Van Financial Davison	For the year				
Key Financial Performance	30-Sept-23	31-Mar-23	31-Mar-22	31-Mar-21	
Revenue from operations(1)	14687.50	26588.15	18783.13	10900.92	
EBITDA ⁽²⁾	1376.08	2754.40	793.58	1316.33	
EBITDA Margin ⁽³⁾	9.37%	10.36%	4.22%	12.08%	
PAT	759.34	1400.41	110.10	309.12	
PAT Margin ⁽⁴⁾	5.17%	5.27%	0.59%	2.84%	
Networth ⁽⁵⁾	5821.98	5062.64	3662.23	3512.13	
RoNW(%) ⁽⁶⁾	13.04%	27.66%	3.01%	8.80%	
RoCE (%) ⁽⁷⁾	12.22%	27.47%	8.46%	14.44%	

- (1) Revenue from Operations means the Revenue from Operations as appearing in the Restated Financial
- (2) EBITDA is calculated as Profit before tax + Depreciation + Finance Cost Other Income (3) 'EBITDA Margin' is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations
- (4) 'PAT Margin' is calculated as PAT for the period/year divided by revenue from operations.
- (5) Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and reserves and surplus of the (6) Return on Net Worth is ratio of Profit after Tax and Net Worth.
- (7) Return on Capital Employed is calculated as EBIT divided by capital employed, which is defined as

shareholders' equity plus total borrowings (current & non-current). **Explanation for KPI metrics:**

KPI	Explanations				
Revenue from Operations	Revenue from Operations is used by our management to track the revenue profile of the business and in turn helps to assess the overall financial performance of our Company and volume of our business				
EBITDA	EBITDA provides information regarding the operational efficiency of the business				
EBITDA Margin (%)	EBITDA Margin (%) is an indicator of the operational profitability and financial performance of our business				
PAT	Profit after tax provides information regarding the overall profitability of t business.				
PAT Margin (%)	PAT Margin (%) is an indicator of the overall profitability and financial performance of our business.				
Networth	Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and rese and surplus of the company which represent the value of shareholder's fur				
RoNW (%)	RoNW provides how efficiently our Company generates profits from shareholders' funds.				
RoCE (%)	RoCE provides how efficiently our Company generates earnings from the capital employed in the business.				

Continued on next page

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ২০২৪

consideration

Nil

40,00,000

consideration

2000

2000

Nature of

consideration

Issue of Bonus

Shares in ratio of

1:2

Transfer by way of gift

Transfer

Transfer

Key Financial	Megatherm Induction Limited			Key Financial	Electrotherm (India) Ltd (Consolidated)				
Performance	30-Sept-23	31-Mar-23	31-Mar-22	31-Mar-21	Performance	30-Sept-23	31-Mar-23	31-Mar-22	31-Mar-21
Revenue from operations ⁽¹⁾	14687.50	26588.15	18783.13	10900.92	Revenue from operations ⁽¹⁾	98515	307405	283131	251806
EBITDA ⁽²⁾	1376.08	2754.40	793.58	1316.33	EBITDA ⁽²⁾	9077	9785	8644	21982
EBITDA Margin ⁽³⁾	9.37%	10.36%	4.22%	12.08%	EBITDA Margin ⁽³⁾	9.21%	3.18%	3.05%	8.73%
PAT	759.34	1400.41	110.10	309.12	PAT	6746	(1182)	(4037)	4949
PAT Margin ⁽⁴⁾	5.17%	5.27%	0.59%	2.84%	PAT Margin ⁽⁴⁾	6.84%	-	-	1.97%
Networth ⁽⁵⁾	5821.98	5062.64	3662.23	3512.13	Networth ⁽⁵⁾	(99057)	(109621)	(108236)	(104238)
RoNW(%) ⁽⁶⁾	13.04%	27.66%	3.01%	8.80%	RoNW(%) ⁽⁶⁾	-	-	-	-
RoCE (%) ⁽⁷⁾	12.22%	27.47%	8.46%	14.44%	RoCE (%) ⁽⁷⁾	8.92%	6.23%	0.51%	8.70%

Date

August

09, 2023

November

10, 2021

Date

Novembe

December

14, 2022

Secondary Transaction

Name of Person

Shesadri Bhushan Chanda

Ayati Chanda

Satadri Chanda

Megatherm Electronics Private Limited

Vikas Vershneya

Christina Paul Chowdhury

Aaditeya Datta

Total

Vikas Vershneya

Total

Name of Transferee

Adrived Chanda

Christina Paulchowdhury

Aaditeva Datta

Value

10

10

Price

per share

10

40

40

50

50

50

Price

Nil

40

Adjusted

26.67

allotment

Bonus

Issue

Private

Shares allotted

2.500

1,250

1,200

45.61,243

50,000

25

25

46.16.243

100000

100000

Name of Transferor

Satadri Chanda

Adrived Chanda

Notes:

- (1) Revenue from Operations means the Revenue from Operations as appearing in the Restated Financial Statements
- (2) FBITDA is calculated as Profit before tax + Depreciation + Finance Cost Other Income
- (3) 'EBITDA Margin' is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations
- (4) 'PAT Margin' is calculated as PAT for the period/year divided by revenue from operations. (5) Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and reserves and surplus of the company.
- (6) Return on Net Worth is ratio of Profit after Tax and Net Worth.
- (7) Return on Capital Employed is calculated as EBIT divided by capital employed, which is defined as shareholders' equity plus total borrowings (current & non-current)
- 7. Weighted average cost of acquisition:
- a) The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities)

There has been no issuance of Equity Shares other than Equity Shares issued pursuant to a bonus issue on August 09, 2023, during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days.

b) The price per share of our Company based on the secondary sale/ acquisition of shares (equity shares)

There have been no secondary sale/ acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts of shares), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days

c) Since there are no such transactions to report to under (a) and (b) therefore, information based on last 5 primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoter / Promoter Group entities or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of our Company, are a party to the transaction), not older than 3 years prior to irrespective of the size of transactions, is as below:

١	ignieu average cost of acquisition a issue price :						
١	Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (Rs. per Equity Shares)	Floor Price (i.e., Rs. 100)	Cap Price i.e., Rs. 108)			
١	Weighted average cost of acquisition of primary / new issue as per paragraph 8(a) above.	NA^	NA^	NA^			
١	Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition as per paragraph 8(b) above.	NA^	NA^	NA^			
١	Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions as per paragraph 8(c) above	0.85	117.65 times	127.06 times			

Note:

^There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) as mentioned in paragraph 8(a) & 8(b) above, in last 18 months from the date of the Red Herring Prospectus.

This is a Book Built Issue and the price band for the same shall be published 2 working days before opening of the Issue in all editions of the English national newspaper Business Standard, all editions of Kolkata edition of Regional newspaper Ekdin where the registered office of the

The Price Band/ Floor Price/ Issue Price shall be determined by our Company in consultation with the BRLM and will be justified by us in consultation with the BRLM on the basis of the above information. Investors should read the above mentioned information along with "Our Business", "Risk Factors" and "Restated Financia Statements" on pages 105, 25 and 157 respectively, to have a more informed view. The trading price of the Equity Shares of our Company could decline due to the factors mentioned in "Risk Factors" or any other factors that may arise in the future and you may lose all or part of your investments

For further details, please see the chapter titled "Basis for Issue Price" beginning on page 82 of the Red Herring Prospectus.

BID/ ISSUE PROGRAM

BID/ ISSUE OPENS ON⁽¹⁾: THURSDAY, JANUARY 25, 2024 **BID/ ISSUE CLOSES ON: TUESDAY, JANUARY 30, 2024**

Our Company in consultation with the BRLM may consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investor Biding Date shall be one Working Day prior to the Bid / Issue Opening Date in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 254 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN. DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/ Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/ Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Corporate Structure" on page 131 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 299 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The liability of the members is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them,

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorized share Capital of the Company before the issue is Rs. 13,84,87,290 /- (Rupees Thirteen Crores Eighty-Four Lakhs Eighty-Four Lakhs Eighty Seven Thousand Two Hundred Ninty Only) divided into 1,38,48,729 (One Crore Thirty Eight Lakhs Forty-Eight Thousand Seven Hundred Twenty Nine) Equity Shares of Rs. 10/- each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Shesadri Bhusan Chanda - 5000 Equity Shares, Ayati Chanda - 2,500 Equity Shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 131 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 59 of the Red Herring Prospectus

LISTING: The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the NSE (NSE Emerge). Our Company has received an 'in-principle' approval from the Equity Shares pursuant to letter Ref.: NSE/LIST/2938 dated January 12, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be National Stock Exchange of India Limited (NSE). A signed copy of the Red Herring Prospectus January 18, 2024 has been delivered for filling to the ROC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 299 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Issue is being made in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 232 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ("NSE EMERGE") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE'

TRACK RECORD OF LEAD MANAGER: The Merchant Banker associated with the issue has handled 39 public issues in the past 3 years all of which were SME IPOs.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 25 of the Red Herring Prospectus.

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors (RII)**

ASBA* | Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!

*Application- Make use of it!!!

*Application- Make use of it!!!

*Application- Make use of it!!!

Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI – Now available in ASBA for RIIs applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. RIIs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors have to apply through the ASBA process. "ASBA has to be availed by all the investors except anchor investor. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue" Procedure" beginning on page 254 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the Stock Exchanges and in the General Information Document. *ASBA forms can be downloaded from the website of NSE ("NSE Emerge")

**List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Axis Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id- ipo.upi@npci.org.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link www.sebi.gov.in. For issue related grievance investors may contact: Hem Securities Limited- Sourabh Garg (+91 22 -49060000) (Email Id: ib@hemsecurities.com)

REGISTRAR TO THE ISSUE

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

COMPLIANCE OFFICER Abanti Saha Basu megalherm

Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel,

HEM SECURITIES LIMITED

Mumbai-400013, Maharashtra, India **Tel. No.:** +91-22-4906 0000; **Email:** ib@hemsecurities.com

Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com

Website: www.hemsecurities.com Contact Person: Sourabh Garg

SEBI Reg. No.: INM000010981

Address: S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, Maharashtra, India.

Telephone: +91 22 6263 8200; Facsimile: +91 22 6263 8299 Email: ipo@bigshareonline.com; Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com; Contact Person: Mr. Babu Rapheal SEBI Registration Number: MB/INR000001385; CIN: U99999MH1994PTC076534 Address: Plot- L1 Block GP, Sector V, Electronics Complex, Saltlake City Kolkata-700091, West Bengal, India.; **Tel. No.** + 91 33 4088 6200; **E-mail:** cs@megatherm.com; Website: www.megatherm.com; CIN: U31900WB2010PLC154236

COMPANY SECRETARY AND

MEGATHERM INDUCTION LIMITED

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue at www.hemsecurities.com, the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Hegastherm Induction Limited, Telephone: +91: 33 4088 6200; BRLMs: Hem Securities Limited, Telephone: +91: 41-22-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91: 41-32-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited Finlease Private 22-49060000 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members. Registered Brokers. RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE Emerge and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Axis Bank Limited. LINK TO DOWNLOAD ABRIDGED PROSPECTUS: https://megatherm.com/wp-content/uploads/2024/01/Abridged_Prospectus.pdf

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism

Megatherm Induction Limited Abanti Saha Basu

On behalf of Board of Directors

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus. Place: Kolkata, West Bengal

Disclaimer: Megatherm Induction Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated January 18, 2024 has been filed with the Registrar of Companies, Kolkata and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-fillings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLMs at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that

investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to,

the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.



রোহিতকে নিয়ে ক্ষুব্ধ আফগান শিবির বিশ্বকাপ ফাইনালের অধিনায়কের হয়ে পাল্টা মাঠে দ্রাবিড় পর শতরান হেডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিতর্কের কেন্দ্রে রোহিত শর্মা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দু'টি সুপার ওভারেই ব্যাট করতে নামেন রোহিত। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ আফগান শিবির। নিয়ম নিয়ে মুখ খুলেছেন আফগানিস্তানের কোচ জোনাথন টুট। রোহিতের হয়ে পাল্টা জবাব দিয়েছেন ভারতীয় কোচ রাহুল দ্রাবিড়।

ম্যাচ শেষে ট্রট বলেন, ''রোহিত অবসৃত আউট হয়েছিল কি না জানি না। আমার কথা পরিষ্কার। আমরা রোজ নতুন নতুন নিয়ম তৈরি করছি। আইসিসির গাইডলাইন পরিবর্তন হচ্ছে। কবে কোন নিয়ম আসছে কেউ জানতে পারছে না। অনেকে সেই নিয়মের সুবিধা নিচ্ছে। এই ম্যাচেও সেটাই হয়েছে।"

রোহিত দু'টি সুপার ওভারে ব্যাট করতে নামলেও আফগানিস্তানের হয়ে আজমাতুল্লা ওমরজাই দু'টি সুপার ওভারে বল করতে পারেননি। সেই উদাহরণও টেনেছেন ট্রট। তিনি বলেন, ''আমরা চেয়েছিলাম ওমরজাই দুটো সুপার ওভারেই বল করুক। কিন্তু আমাদের কেউ সেই নিয়ম জানায়নি। আইসিসির উচিত কী নিয়ম হচ্ছে তা সব দলকে জানিয়ে দেওয়া। নইলে ভবিষ্যতেও এই



ধরনের সমস্যা হবে। আমার মনে হয় খেলা লাগা স্বাভাবিক। নিয়ম সবার জন্যই এক। নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। এই সব নিয়ম নিয়ে আর কত আলোচনা করব।"

ট্রট নিয়মের কথা বললেও দ্রাবিড় অবশ্য খুব একটা ভাবতে নারাজ। তিনি বলেন, ''সব নেয় তারা। এই ঘটনায় রোহিত ও বিরাট কিছুই খেলার অঙ্গ। ম্যাচ হেরে গেলে খারাপ কোহলি বিরক্ত হলেও দ্রাবিড় খুব একটা

আমরা যা করেছি নিয়মের মধ্যে থেকেই।" প্রথম সুপার ওভারে আফগান ক্রিকেটারের পায়ে লেগে বল দূরে চলে গেলে দৌড়ে ৩ রান হতেই পারে। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আমাদের এক ব্যাটারের গায়ে লেগে বল দূরে যাওয়ায় আমরা রান নিয়েছিলাম। রান নেওয়া থেকে আটকাতে কোনও নিয়ম তৈরি হয়নি। তাই এতে অত ভাবার কিছু নেই।"

রোহিতকে পর পর দু'টি সুপার ওভারে ব্যাট করতে নামতে দেখে প্রশ্ন ওঠে, সাধারণত প্রথম সুপার ওভারে যাঁরা ব্যাট করেছেন, তাঁরা দ্বিতীয় সুপার ওভারে ব্যাট করেন না। তা হলে রোহিত নামছেন কী করে? তা ছাড়া, রোহিত 'অবসৃত আউট' হয়েছিল। প্রথম সুপার ওভারে। আউট হওয়া ব্যাটার পরের সুপার ওভারে খেলতে পারেন না। তা হলে আইসিসি-র নিয়ম কী তা জানতে উৎসুক ছিলেন অনেকেই।

পরে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেন আস্পায়ারেরা? তাঁরা জানান, যে হেতু রোহিতকে আফগানিস্তানের কোনও বোলার আউট করতে পারেননি, তিনি নিজেই 'অবসত আউট' হয়েছেন, তাই ক্রিকেটের নিয়মে দ্বিতীয় সুপার ওভারে নামতে তাঁর সমস্যা নেই। আফগানিস্তানের অধিনায়কের অনুমতি এ ক্ষেত্রে নিতে হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইব্রাহিম জাদরান সেই অনুমতি দিয়েছিলেন।



প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট অলআউট হয়ে যাওয়ায় বড় লিড

নেওয়ার সুযোগ ছিল অস্ট্রেলিয়ার সামনে। কিন্তু উসমান খোয়াজা বাদে দলের টপ অর্ডার বেশি রান করতে পারেনি। খোয়াজা করেন ৪৫ রান। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস সামলালেন হেড। পাল্টা আক্রমণ শুরু করলেন তিনি। ঠিক যেমনটা করেছিলেন

মাত্র দু'দিন হল খেলার।

আর তাতেই জয়ের গন্ধ

পেতে শুরু করেছে

অস্ট্রেলিয়া। যা পরিস্থিতি

তাতে তৃতীয় দিনেই

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে

সিরিজ্ ১-০ এগিয়ে

যাবেন প্যাট কামিন্সেরা।

প্রথমে ব্যাট হাতে ট্রেভিস

হেডের শতরান ও তার পর

অস্ট্রেলিয়ার পেসারদের

দাপটে ব্যাকফুটে ওয়েস্ট

ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। আর তাতেই পিছিয়ে পড়ল ওয়েস্ট

দ্বিতীয় দিনেই জয়ের গন্ধ

ফাইনালের পর আবার শতরান করলেন হেড। ১৩৪ বলে ১১৯ রানের ইনিংস খেললেন তিনি।

১২টি চার ও তিন ছক্কার ইনিংস অস্ট্রেলিয়াকে লিডে নিয়ে গেল। শেষ দিকে ২৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন নেথান লায়ন। প্রথম ইনিংসে ২৮৩ রান করে অস্ট্রেলিয়া। ৯৫ রানের লিড নেয় তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজরে হয়ে নজর কাডলেন অভিযেককারী শামার জোসেফ।

বিশ্বকাপের দলে হার্দিকের জায়গা এখন আরও নড়বড়ে, রোহিতের সুরে সুর কোচ দ্রাবিড়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অধিনায়কের সুরে সুর মেলালেন কোচ। আর তাতে চাপ আরও বাড়ল হার্দিক পাণ্ড্যের। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে কি আরও নড়বড়ে হল তাঁর জায়গা? আফগানিস্তানকে চুনকাম করার পরে একটি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। অনেকটা তেমন কথা শোনা গেল কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ফেলল ভারত। এর পর শুধুই আইপিএল। সেই প্রতিযোগিতার

পরেই দল নির্বাচন করতে হবে। তবে আইপিএলের আগে যে তাঁর হাতে অনেক বিকল্প চলে এসেছে তা জানিয়েছেন দ্রাবিড়। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, "এক দিনের বিশ্বকাপের পরে দলে অনেক বদল হয়েছে। টি-টোয়েন্টিতে নতুন নতুন ক্রিকেটার খেলেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই নজর কেড়েছে। এ টুকু বলতে পারি যে এখন আমার হাতে অনেক বিকল্প আছে। তাই

আইপিএলের দিকে তাঁর নজর থাকবে বলে জানিয়েছেন দ্রাবিড। তার উপর নির্ভর করেই দল তৈরি করতে হবে তাঁকে। তবে তাঁর মাথায় কিছু ক্রিকেটার রয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় কোচ। তিনি বলেন, ''আমাদের হাতে আর আন্তর্জাতিক ম্যাচ নেই। তাই আইপিএলের উপরেই নির্ভর করতে হবে। কিন্তু কিছু ক্রিকেটার আমার পরিকল্পনায় আছে। দেখি তারা আইপিএলে কেমন খেলে।"

মালাদা করে একমাত্র।শবম দুবের নাম করেছেন

বৃষ্টি, আজ ইডেনে নামার আগে আবহাওয়া নিয়ে আবার চিন্তায় বাংলা, বদলের সম্ভাবনা

দ্বিতীয় রঞ্জি ম্যাচে জয় পেতেই পারত বাংলা। কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে হয় মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে। আবহাওয়ার কারণে পুরো খেলা হয়নি। সেই কারণে ম্যাচ জেতার সুযোগও পায়নি বাংলা। তৃতীয় রঞ্জি ম্যাচে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগেও আবহাওয়া নিয়ে ভাবছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল। শুক্রবার সকালে পিচ দেখে দলে বদলও করতে

তিনিই হতে পারেন। শিবমকে নিয়ে দ্রাবিড় বলেন, তৃতীয় ম্যাচেও বাংলা পাবে ''শিবমের খেলা অনেক বদলে গিয়েছে। এখন ও অনেক না অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মুকেশ কুমার, দায়িত্ব নিয়ে খেলে। আফগানিস্তান সিরিজ্ ভাল খেলায় আকাশ দীপ এবং শাহবাজ শিবমের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। টি-টোয়েন্টিতে সব সময় আহমেদকে। মুকেশ ব্যস্ত ছিলেন অলরাউভারের গুরুত্ব বেশি। আইপিএলে ভাল খেলতে ভারতীয় দলে। আফগানিস্তানের পারলে শিবমের আত্মবিশ্বাস আরও বাডবে।" শিবমের বিরুদ্ধে বুধবার ম্যাচ খেলেছেন দরাজ প্রশংসার পরেই হার্দিককে নিয়ে জল্পনা শুরু তিনি। অভিমন্যু এবং আকাশ রয়েছেন ভারত এ দলে। শাহবাজ দ্রাবিড়ের আগে রোহিত জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের বেঙ্গালুরুতে চোট সারাতে ব্যস্ত। তবে এই চার ক্রিকেটারকে ছাড়াই দলে সবাইকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। রোহিত বলেন, তএখনও ১৫ জনের দল নির্বাচন হয়নি। কিন্তু ৮-১০ জন প্রথম দুই ম্যাচে লড়াই করেছে ক্রিকেটার এখন থেকেই আমাদের মাথায় রয়েছে। তাই বাংলা। তরুণ ক্রিকেটারদের উপর পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দলের কম্বিনেশন নিয়ে তৃতীয় ম্যাচেও ভরসা রাখছেন ভাবব। ওয়েস্ট ইন্ডিজ্রে পিচ মন্থর। তাই সে রকমই দল কোচ লক্ষ্মী। তিনি বললেন, বাছতে হবে। আমি এবং কোচ রাহুল দ্রাবিড় যথাসম্ভব তণ্ডক্রবার সকালে পিচ দেখে ঠিক স্বচ্ছতা রেখে চলেছি। ক্রিকেটারদের ব্রঝিয়ে বলি কেন কর্ব এক জন বাডাত ব্যাটার দ্রাবিড়। প্রথম দু'টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অর্ধশতরান তাদের নেওয়া হয়েছে বা কেন তাদের নেওয়া হল না। | **খেলাবো না কি স্পিনার। গত পারে।**

ম্যাচে খেলবে। দলে একটি বদল হতে পারে। সেটা শুক্রবার সকালেই ঠিক করব। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। মেঘও থাকবে আকাশে। তাই আবহাওয়া নিয়ে লক্ষ্মীদের ভাবতেই হবে।

বাংলার হয়ে গত ম্যাচে নজর কেড়েছিলেন মহম্মদ কাইফ। সম্পর্কে তিনি মহম্মদ শামির ভাই। শুক্রবারের ম্যাচেও দেখা যাবে তাঁকে। সঙ্গে থাকবেন ঈশান পোড়েল এবং সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। ঈশান বাদে বাকি দুই বোলারের রঞ্জি অভিষেক হয়েছে এ বারেই। তাঁদের সঙ্গে এক জন স্পিনার খেলতে পারেন। সেই জায়গায় করণ লালই এগিয়ে। দুই ওপেনার সৌরভ পাল এবং শ্রেয়াংশ ঘোষ থাকছেন। তাঁরাও প্রথম বার বাংলার হয়ে খেলছেন। সুদীপ ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, মনোজ তিওয়ারি এবং অভিষেক পোড়েলের জায়গা পাকা। তাঁদের সঙ্গে এক জন বাড়তি ব্যাটার অথবা বোলারকে দেখা থেতে

অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৮ম ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যারাটে এএলএসওসি কাপ (২০২৪)

বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে ১২০০ জনেরও বেশি ছেলে মেয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যারাটে এএলএসওসি কাপ(২০২৪)প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলো। তবে এটি শুধুমাত্র কোনো প্রতিযোগিতা ছিলো না বরং এটি ছিলো একটি ট্যালেন্ট হান্ট, যেখানে সকল খেলোয়াড়কে যাঁরা এই চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে, তাদের সকলকে বিভিন্ন জেলাস্তর রাজ্যস্তরের চ্যাম্পিয়নশিপেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সুযোগ দেওয়া হবে। হানশি প্রেমজিৎ সেনের একত্রিত একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর চ্যাম্পিয়নশিপটির সূচনা ঘোষনা করা হয়। মাত্র পাঁচ

বছর বয়সি শিশুদের গতি ও শক্তি, বিশেষত শীর্ষে পৌঁছবার জন্য তাদের সেরাটা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিষয়টি ছিল নজরকাড়া হানশি প্রেমজিৎ সেন জানান, ক্ষ্মআমি চাই আরও আরও শিশুরা আত্মনির্ভর হোক ও সুরক্ষিত থাকুক। সকলেই আন্তর্জাতিক স্তরে স্বদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার মতো সক্ষম হয়ে উঠুক যা কেবলমাত্র স্বক একজন অসাধারণ শক্তিশালী নেতা হয়ে উঠবে যারা সম্ভব কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দ্বারা। ইতিমধ্যেই আমাদের বাংলা তথা গোটা দেশকে গর্বিত করবে।



সংগঠন থেকে এমনই অনেক আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ন তৈরী হয়েছে কিন্তু এটাই আমার কাছে যথেষ্ট নয় কারণ আমি জানি সকল শিশুর মধ্যেই সেই সামর্থ রয়েছে এবং সঠিক প্রশিক্ষণ ও নির্দেশ পেলে তারা আরও ভালো ফল করবে। শিশুরা হল কুঁড়ির মতো, শৈশবকাল থেকেই যদি তাদের ঠিকভাবে লালনপালন করা হয় ভবিষ্যতে তারা

রেসের ঘোড়া ইস্টবেঙ্গল বদলে গিয়েছে খেলার ধরন

করেছেন তিনি। উইকেটও নিয়েছেন। হার্দিকের বিকল্প



ডাৰ্বিতে অ্যাডভান্টেজ লাল-হল

সিলভা, সউল ক্রেসপোরা। আইএসএলের শুরুর দিকে মাঠে অনেক নড়বড়ে দেখাত ইস্টবেঙ্গলকে। কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছে তত খেলার ধরন বদলে গিয়েছে তাদের। সুপার কাপের ডার্বির আগে তারা রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছে। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে বলা যেতে পারে অ্যাডভান্টেজ ইস্টবেঙ্গল।

সুপার কাপের গ্রুপ পর্বের প্রথম দু'ম্যাচে অনেক ঝলমলে দেখিয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঠে ফুল ফোটাচ্ছেন ক্লেটন দু'টি ম্যাচ জিতেছে বলে নয়, অনেক আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলছেন লাল-হলুদ ফুটবলারেরা। ম্যাচে দাপট দেখাচ্ছেন তাঁরা। রক্ষণ থেকে মাঝমাঠ হয়ে আক্রমণ, প্রতিটি বিভাগে ভরসা দেখাচেছন ফুটবলারেরা। কিন্তু কী ভাবে বদলে গেল ইস্টবেঙ্গলের খেলা? নেপথ্য কারণ কী?

> ইস্টবেঙ্গলের খেলা বদলের বড় কৃতিত্ব প্রাপ্য কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের। ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত কুয়াদ্রাত। বেঙ্গালুরু এফসির মতো চ্যাম্পিয়ন দলের কোচ ছিলেন। তাই তিনি জানেন,

কী ভাবে দলকে ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। দায়িত্ব নেওয়ার পরে রাতারাতি খোলনলচে বদলে ফেলার চেষ্টা করেননি কুয়াদ্রাত। প্রথমে দেখেছেন, কোথায় কোথায় খামতি রয়েছে। তার পরে সেই খামতি ভরাট করার দিকে মন দিয়েছেন। তাতেই

ইস্টবেঙ্গলের দেশীয় ফুটবলারদের মধ্যে মহেশ নাওরেম সিংহ ও লালচংনঙ্গা প্রথম থেকেই ভাল খেলছিলেন। সঙ্গে প্রভস্থন গিলের মতো ভাল গোলরক্ষক পেয়েছে তারা। নন্দকুমারও ভাল ফুটবলার। কুয়াদ্রাত দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রথম ডার্বিতে নন্দের করা দুরন্ত গোলেই জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। এই ভারতীয় ফুটবলারদের প্রতি ম্যাচে খেলিয়েছেন কুয়াদ্রাত। তাঁদের উপর ভরসা রেখেছেন। শৌভিক চক্রবর্তীকে ব্যবহার করেছেন রক্ষণের সামনে ব্লকার হিসাবে। এই পরিকল্পনা কাজে লেগেছে।

আইএসএল চলাকালীন ইস্টবেঙ্গলকে সমস্যায় ফেলেছিল দলের রক্ষণ। গোল করলেও তা ধরে রাখতে পারছিল না তারা। এখন দলে দুই বিদেশি ডিফেন্ডার। জোসে পারদো আগেই ছিলেন। সুপার কাপে তাঁর সঙ্গে জুড়েছেন হিজাজি মাহের। প্রথম ম্যাচে গোলও করেছেন তিনি। তাঁদের পাশে দুই প্রান্তে খেলছেন মহম্মদ রাকিপ ও নিশু কুমার। রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণেও

মাঝমাঠে ভরসা দিচ্ছেন সউল ক্রেসপো ও বোরহা হেরেরা। ক্রেসপো সেট পিস থেকে বেশ মিরান্ডা বলেন, ''ডার্বির আগে ভাল। কর্নার বা ফ্রি কিকে ভয়ঙ্কর হতে পারেন। আর এক জন ফুটবলারের কথা আলাদা করে। কাছে এটা আরও একটা ম্যাচ। বলতে হয়। ক্লেটন সিলভা। দলের অধিনায়ক। নিজের দায়িত্ব পালন করব।

'আট ফুটবলার নেই, যারা আছে তাদের নিয়েই জিতব'

স্পার কাপ ডার্বির আগে হুঙ্কার বাগান কোচের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সুপার কাপের ডার্বিতে মুখোমুখি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। জাতীয় দলে যোগ দেওয়ায় এই মোহনবাগানের সাত জন ফুটবলার নেই। এক জনের চোট রয়েছে। অর্থাৎ, আট জন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে পাবে না তারা। তার পরেও চাপ নিতে নারাজ বাগানের সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। প্রধান কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস এখনও কোচের দায়িত্ব না নেওয়ায় প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করছেন মিরান্ডা।

ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে মিরাভা বলেন, ''আমরা এই ম্যাচের গুরুত্ব জানি। শুধু ডার্বি বলে নয়, এই ম্যাচের উপর সেমিফাইনালের জায়গা নির্ভর করছে। সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমার প্রথম ডার্বি। তাই আমি উত্তেজিত।" তার পরেই নিজের দলের প্রস্তুতি নিয়ে বলতে গিয়ে অতিরিক্ত চাপ নিতে চাই না। আমার



ছিলেন দলের ডিফেন্ডার ব্রেন্ডন

হামিল। ডার্বির গুরুত্ব জানেন তিনি।

কাছে এই খেলার গুরুত্ব কতটা। সূচি

খেলবে। জানি এই ধরনের ম্যাচে আমাদের আট জন নেই। যারা আছে তারা নিজেদের ১০০ শতাংশ দেবে। তা হলেই জিতব।" প্রত্যয়ী শুনিয়েছে বাগান কোচকে।

সাংবাদিক বৈঠকে কোচের সঙ্গে

পুরো শক্তির দল থাকা দরকার। জানেন, এই প্রতিযোগিতার গুরুত্বও। হামিল বলেন, ''ডার্বিতে খেলার জন্য আলাদা করে কোনও অনুপ্রেরণা লাগে না। কয়েকটা ডার্বি খেলেছি। তাই জানি সমর্থকদের

কবে। এই ম্যাচ জিততে পারলে এশিয়ার ফুটবলে খেলার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। তাই আমরা মুখিয়ে আছি।"

এই মরসুমে এটি দুই প্রধানের মধ্যে তৃতীয় ডার্বি। ডুরান্ড কাপে প্রথম ডার্বি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল।

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS. Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সম্ভোষ কুমার সিং